

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন মেরী জোবায়দা পৃষ্ঠা ১৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 18 September 2025, 9th Year, Issue 444, 40 Pages



নিউইয়র্কে চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডের পর কাউন্সিল সদস্যদের হুমকি পৃষ্ঠা ২২

বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩ আশ্বিন ১৪৩২, ২৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৪৪, পৃষ্ঠা ৪০

মামদানির উত্থান, প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোণঠাসা

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচন

আসন্ন মেয়র নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা প্রতিদিনই বাড়ছে। শহরের রাজনৈতিক অঙ্গন এখন প্রায় এক যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে।

ইব্রাহীম চৌধুরী



জোহরান মামদানি



অ্যান্ড্রু কুয়োমো



এরিক অ্যাডামস



কার্টিস স্লিওয়া

নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন মেয়র নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা প্রতিদিনই বাড়ছে। শহরের রাজনৈতিক অঙ্গন এখন প্রায় এক যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। ২০২৫ সালের এ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারি থেকে বিজয়ী প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে আছেন জোহরান মামদানি। অন্যদিকে বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে রয়েছেন। রিপাবলিকানদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন কার্টিস স্লিওয়া। জনমত জরিপে বারবারই প্রমাণিত হয়েছে, মামদানি এখনো পর্যন্ত অন্য সব প্রার্থীর তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে আছেন।

তবে নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক কৌশলও ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। বিশ্লেষকদের মতে, এরিক অ্যাডামস এবং অ্যান্ড্রু কুয়োমোর ভোট প্রায় একই শ্রেণির সমর্থকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ফলে দুজন একসঙ্গে থাকলে মামদানিকে ঠেকানো কঠিন হয়ে উঠবে। এই কারণেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে—যদি এ দুই প্রার্থীর একজন সরে দাঁড়ান, তবে মামদানির অগ্রযাত্রায় অন্তত কিছুটা বাধা তৈরি হতে পারে। তবে এখনো পর্যন্ত এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

মাত্র ৩৩ বছর বয়সী জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য হিসেবে উদারনৈতিক রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। ভাড়া নিয়ন্ত্রণ, ঘণ্টায় ৩০ ডলার ন্যূনতম মজুরি, উচ্চ আয়ের মানুষের উপর বাড়তি কর আরোপসহ নানা প্রগতিশীল ইস্যু নিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী ও নথিপত্রহীন অভিবাসীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

বিশেষ প্রতিনিধি

- বৈধ কাগজপত্র নিয়ে আসা অনেকেই ডিটেনশন ও বহিষ্কারের মুখোমুখি হচ্ছেন।
- বিপুল সংখ্যক শরণার্থী কাজের অনুমতি, চিকিৎসা সুবিধা এবং দেশে থাকার অধিকার হারাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত শরণার্থী ও অভিবাসীদের জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ দেশের নীতি ও বাস্তবতা অভিবাসীদের জন্য ক্রমশ অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। বৈধ কাগজপত্র নিয়ে আসা অনেকেই আজ ডিটেনশন ও বহিষ্কারের মুখোমুখি হচ্ছেন। একইসাথে অনেকে শৈশবে বাবা-মায়ের হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করলেও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাঁদের আইনি অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা (Temporary Protected Status - TPS) অনেক দেশ থেকেই সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। ফলে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী কাজের অনুমতি, চিকিৎসা সুবিধা এবং দেশে থাকার অধিকার হারাচ্ছেন। আদালতের শুনানির দীর্ঘসূত্রতার কারণে তাঁরা বছরের পর বছর অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত অভিবাসন আদালতে জমে থাকা মামলার সংখ্যা প্রায় ৩৪ লাখ। কাজের অনুমতি বাতিল হলে তাঁদের জীবিকা বন্ধ হয়ে যায়, অথচ নিজ দেশে ফেরাও নিরাপদ নয়। এই পরিস্থিতি মানুষকে এক ধরনের জীবন্ত ফাঁদে আটকে ফেলছে।

অভিবাসীদের বিপুল অংশ অর্থনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



জাতিসংঘে ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী ফখরুল, তাহেরসহ ৪ রাজনীতিবিদ

ঢাকা ডেস্ক

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক যাচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এবার প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীর তালিকায় চার রাজনৈতিক নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে সরকার। যাঁদের মধ্যে বিএনপির দুজন, জামায়াতের একজন ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একজন নেতা রয়েছেন।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

টিউলিপ এখনো বাংলাদেশের ভোটার, আছে পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র

টিউলিপ সিদ্দিকের দাবি, তিনি কেবলই যুক্তরাজ্যের নাগরিক। কিন্তু অনুসন্ধানে তাঁর বাংলাদেশের নাগরিকত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমস ও বাংলাদেশের দৈনিক প্রথম আলো যৌথভাবে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে



টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির প্রভাবশালী এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক দাবি করে আসছেন, তিনি কেবলই ব্রিটিশ নাগরিক। কিন্তু প্রথম আলোর হাতে আসা নথিতে দেখা যাচ্ছে, টিউলিপের নামে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) রয়েছে। তিনি এখনো বাংলাদেশের ভোটার। বাংলাদেশি পাসপোর্টও করেছিলেন তিনি।

গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত নথিগুলো নিয়ে প্রথম আলো ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমস-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যাচাই করে এসব নথির সত্যতা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

উবার–লিফট চালকদের বাথরুম সুবিধা বৃদ্ধির আইন প্রস্তাব

বিশেষ প্রতিনিধি

ভাড়াভিত্তিক যানবাহনের (ফর-হায়ার ভেহিকল) চালকেরা দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক শহরের পার্কিং ও বাথরুম ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে সমস্যায় পড়ছেন। এই সমস্যার সমাধানে গত সোমবার নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে একটি প্রস্তাবিত আইন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যা চালকদের ‘প্রয়োজনের সময়’ বাণিজ্যিক পার্কিং স্পেসে গাড়ি দাঁড় করানোর অনুমতি দেবে।

ট্যাক্সি ও লিমুজিন কমিশনের (টিএলসি) তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় ৮২ হাজার চালক উবার, লিফটের মতো অ্যাপভিত্তিক রাইড-হেলিং সেবায় কাজ করেন। তবে শহরে পর্যাপ্ত রিলিফ স্ট্যান্ড না থাকা এবং ‘শুধু বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য’ চিহ্নিত স্পেসে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

কমিউনিটি

যে কোন সংকটে ঐক্যবদ্ধ বাফেলোতে অগ্রসরমান বাংলাদেশিরা

মনজুরুল হক



নিউইয়র্কের একদা পরিত্যক্ত শহর বাফেলো আজ নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে বাংলাদেশিদের হাত ধরে। বর্তমানে এখানে ৭০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশির বসবাস। অধিকাংশেরই মর্টগেজমুক্ত নিজস্ব বাড়িঘর রয়েছে। শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন আর তুলনামূলক কম খরচের কারণে বাফেলো এখন প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশিরা ক্রমেই শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াচ্ছেন। দোকান, রেস্তোরাঁ, গ্যাস স্টেশন থেকে শুরু করে বড় প্রতিষ্ঠান—সবখানেই তাদের দখল বাড়ছে। প্রতি মাসেই নতুন পরিবার বাফেলোতে বসতি গড়ছে, শহরের অর্থনীতি ও সামাজিক দৃশ্যপটে বাংলাদেশিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন।

তবে এ অগ্রযাত্রার মাঝেই গত সপ্তাহে ঘটেছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। শহরের “ম্যান্ডালা মার্কেট” নামের একটি বাংলাদেশি-মালিকানাধীন দোকানে কৃষ্ণাঙ্গ এক নারীকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। মুহূর্তেই ঘটনাটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং শত শত কৃষ্ণাঙ্গ বাসিন্দা দোকানের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে বহু বছরের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?



আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?

আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার

GREE MECHANICAL YONKERS

বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089



তোফায়েল চৌধুরী

GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER

OUR OTHER SERVICES:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T- SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING



Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic





আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন TRANSLATION TAX FILING



Dilli R. Bhatta
Attorney at Law



Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

- ইমিগ্রেশন
- অ্যাসাইলাম
- অ্যাক্সিডেন্ট
- পারসোনাল ইনজুরি
- ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)

631-805-1051

Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005



EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by: SCHEV, NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং



WE ARE OPEN 7 DAYS a week

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.



SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না



Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দূর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি



ZAM ZAM TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ প্যাকেজ সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?
- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US in a Partnership with
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ
SAUDIA · QATAR AIRWAYS · Emirates · TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com



Dimond Sponsor
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Gold Sponsor
Empire Care Agency
LHCSA Licensed Health Home Care
NURUL AZIM CEO
Ph: 516-451-3748
Email: Empirehcam@gmail.com
Presents

সাউথ জ্যামাইকা বাংলাদেশী মেলা ২৫

বিশাল এই মেলায় আপনারা আমন্ত্রিত



28 September 2025 . Sunday @12pm to 8pm

Archie Spigner Park, Merrick Blvd, Queens, NY-11433

রকমারী স্টলের জন্য যোগাযোগ: 347-935-0263, 646-662-9353

Belal Ahmed
Convenor

Zahrul Amin Tapader
Member Secretary

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড : রাজনৈতিক সহিংসতা ও সামাজিক দ্বন্দ্ব

যুক্তরাষ্ট্রে চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও চিন্তার উদ্রেককারী ঘটনা। টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও চার্লি কার্ককে ইউটাহ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বক্তৃতা করার সময় ২২ বছর বয়সী টাইলার রবিনসন একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাইফেল দিয়ে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের পর দেশব্যাপী শোক এবং প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই ঘটনা কেবল একটি ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড নয়; এটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সহিংসতা, সামাজিক বিভাজন এবং ডিজিটাল যুগে সহিংসতার বিস্তারকে তুলে ধরেছে।

প্রথমত, এই হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক মতভেদের কারণে সহিংসতার ভয়াবহতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। চার্লি কার্কের বক্তৃতা ও সামাজিক বার্তা প্রায়শই দেশীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমালোচনামূলক হলেও, হত্যার মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করা যায় না। রাজনৈতিক বিরোধীতা কিংবা মতের ভিন্নতা কখনও ব্যক্তির জীবনহানি বা সহিংসতার মাধ্যম হতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত, কিন্তু বাস্তবে এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতটা হুমকিস্বরূপ হতে পারে, কার্ক হত্যাকাণ্ড তা প্রমাণ করেছে।

দ্বিতীয়ত, হত্যাকাণ্ডটি ডিজিটাল যুগের সামাজিক মাধ্যম ও অনলাইন রাজনীতির ভয়ঙ্কর প্রভাব তুলে ধরেছে। হত্যাকারীর বুলেট কেসিং-এ খোদাই করা বার্তা, ইন্টারনেট মিমস এবং ভিডিও গেমের প্রতীক সহ নানা সংকেত নির্দেশ করছে যে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি কখনও কখনও সহিংসতার উৎসে পরিণত হতে পারে।

তৃতীয়ত, হত্যাকাণ্ডের পর চার্লি কার্কের স্ত্রী এরিকা কার্কের বক্তব্য সামাজিক প্রতিক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছে। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, "আমার স্বামীর নাম কেউ ভুলবে না। তার মিশন আরও সাহসী ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।" তার বক্তব্য কেবল ব্যক্তিগত শোক বা প্রতিশোধ নয়, বরং একটি সামাজিক আন্দোলনের পুনর্জাগরণের প্রতীক। এটি প্রমাণ করে যে, সহিংসতা কখনো আদর্শ, বিশ্বাস বা আন্দোলনের শক্তিকে দমন করতে পারে না। এরিকা কার্কের ভাষায়, "যারা আমার স্বামীর হত্যার জন্য দায়ী, তারা জানে না তারা কি unleashed করেছে। পুরো দেশ এবং বিশ্বের মানুষ এই আন্দোলনের শক্তিকে অনুভব করবে।"

চতুর্থত, হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা দেখছি যে রাজনৈতিক সহিংসতা শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক এবং প্রজন্মগত প্রভাবও ফেলে। রাজনৈতিক মতের ভিন্নতা ও সামাজিক বিভাজন যখন সহিংসতার হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা সামাজিক বন্ধন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার জন্য বিপজ্জনক। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সহিংসতার ইতিহাস নতুন নয়। তবে ডিজিটাল যুগে, অনলাইন মিম, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারণা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার মাধ্যমে সহিংসতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড এটির একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

পঞ্চমত, এই হত্যাকাণ্ড আমাদেরকে গণমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বের বিষয়েও সচেতন করছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিতে সহিংসতা, বিদ্বেষপূর্ণ বার্তা এবং ভয়ঙ্কর ছবি প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করা যায়। এটি কেবল মানসিক ক্ষতি নয়, বরং বাস্তব সহিংসতাকেও উদ্দীপিত করতে পারে। সমাজে মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে যে, ডিজিটাল মিডিয়ায় প্রচারিত তথ্য সবসময় বাস্তব নয়, এবং সহিংস বা বিদ্বেষপূর্ণ বার্তা গ্রহণ মানসিক ও সামাজিক দায়িত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

ষষ্ঠত, হত্যাকাণ্ডটি আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্বকেও স্পষ্ট করেছে। হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি দ্রুত গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল গ্রেফতারই নয়, বরং সমাজে সহিংসতার প্রবণতা ও রাজনৈতিক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও। পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন, গভর্নর এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা সংস্থার তৎপরতা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধ ও সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা আরও বড় চ্যালেঞ্জ।

আমাদের সমাজকে এখন প্রয়োজন সহিংসতা ও রাজনৈতিক বিদ্বেষের চক্র ভাঙার। সামাজিক সংলাপ, শিক্ষিত আলোচনার মাধ্যমে মতের ভিন্নতাকে সহিংসতার কারণ বানানো থেকে রক্ষা করতে হবে। ডিজিটাল যুগে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, অনলাইন তথ্যের সত্যতা যাচাই করা, বিদ্বেষমূলক বার্তার বিরুদ্ধে সচেতন থাকা এবং সমাজে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখা।

চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড শুধু একটি ব্যক্তিগত ট্রাজেডি নয়। এটি একটি সামাজিক বার্তা, যা আমাদেরকে রাজনৈতিক সহিংসতা, সামাজিক বিভাজন এবং ডিজিটাল যুগের প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। আমাদের উচিত মানবিক মূল্যবোধ, সহমর্মিতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল থাকা, যাতে এমন দুঃখজনক ঘটনা ভবিষ্যতে পুনরায় না ঘটে। এই ঘটনার প্রভাব ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য একটি সতর্কতা এবং শিক্ষা হিসেবে থাকবে।

গুন্ডা তত্ত্ব ও বাংলাদেশের রাজনীতি

ড. ইজাজ আহসান



ডাকসু নির্বাচন জানিয়ে দিয়েছে যে, দেশে গুন্ডাতন্ত্র আর চলবে না।

নিউটনের তত্ত্ব, আর্কিমিডিসের তত্ত্ব, এমনকি রাজনীতিতে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র আব্রাহাম লিংকনের 'অব দি পিপল, বাই দি পিপল অ্যান্ড ফর দি পিপল' তত্ত্ব–এর সবটাই আমরা জানি। কিন্তু এই গুন্ডা তত্ত্ব এটা আবার কি কোথা থেকে এটা এল, আর এটার উদ্ভবকই বা কে। না, এটার উদ্ভাবক আমি না। যত দূর শুনেছি, এটার উদ্ভাবক নাকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, যিনি এখন ভারতে অবস্থান করছেন। এখন এটা তিনি স্বয়ং উদ্ভাবন করেছেন, নাকি তাঁর লোক-লস্কর-বুদ্ধিজীবীরা করেছেন, তা কিন্তু আমি জানি না। এটা আবিষ্কারের চেয়ে আমি বরং এটার প্রয়োগ আর রাজনীতিতে এর কার্যকারিতা নিয়ে কথা বলি। তার আগে হোন্ডা তত্ত্বটা (হোন্ডা এখানে কোনো ব্র্যান্ড নয়, সাধারণ্যে মোটরসাইকেলমাত্রই হোন্ডা) একটু বলে নিই। সেটা হলো–যদি কোনো বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচি মোকাবিলা করতে হয়, তবে তার জন্য দশটা হোন্ডা, আর বিশটা গুন্ডাই যথেষ্ট। পদাতিক গুন্ডার চেয়ে হোন্ডারোহী গুন্ডার দল অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিগত দিনগুলোতে আমরা এর সার্থক প্রয়োগ দেখেছি।

বিগত পনেরো বছরে বিরোধী দল বলতে মাঠে ছিল বিএনপি; অন্যান্য দলগুলো তাদের ছাতার নিচেই রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করত। কারণ, এককভাবে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে কোনো সফল আন্দোলনের জন্ম দেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। আবার বিএনপির যেকোনো আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য এই গুন্ডা তত্ত্বই ছিল মোক্ষম অস্ত্র। বিগত সরকারের আমলের শেষদিকে বিএনপি এক বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করে নেতা-কর্মী উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে ওঠে। সবাই ভাবল এবার বুঝি একটা কিছু হবে। কিন্তু জনসভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই আবার সেই কাণ্ড। একদল গুন্ডার আবির্ভাব হলো। সামান্য কিছু ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ। সব মিলিয়ে মনে হয় এক ঘণ্টাও হবে না। এত বড় একটা গণজমায়েত মুহূর্তেই ছত্রভঙ্গ। বিশিষ্ট সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ প্রাণভয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। ফাঁকা হয়ে গেল মতিঝিল এলাকা। তাহলে বুঝুন এই গুন্ডা তত্ত্বের প্রয়োগিক যথার্থতা কতখানি। এ তো একটা মাত্র উদাহরণ। এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে।

তবে এই তত্ত্ব শেষমেশ আর সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। জুলাই বিপ্লব এই গুন্ডা তত্ত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। যেখানে বিপ্লবীরা বন্দুকের নলের সামনে বুক পেতে দেয় আর দেশের আপামর মানুষ যখন তাদের পেছনে দাঁড়ায়, সেখানে বিশটা গুন্ডা কেন ২০ হাজার গুন্ডাও কিছু করতে পারে না। বিগত সময়ে এক গুন্ডাতন্ত্রের রাজত্ব শেষ হলে আর এক গুন্ডাতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। অসহায় জনগণ চেয়ে চেয়ে দেখেছে। গুন্ডার স্বপক্ষ শক্তি আর বিপক্ষ শক্তি টক শো তারকারা উদয় হয়েছেন বিভিন্ন টক শোতে। ঝড় তুলেছেন পক্ষে-বিপক্ষে। এই গুন্ডাতন্ত্রের সূচনা স্বাধীনতার আগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। এনএসএফ নামের সংগঠনে পাঁচজন গুন্ডার মধ্য দিয়ে এর সূচনা। স্বাধীনতার পরে এটা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তো দূরের কথা, বিকশিত হয়, ডাল-পালা বিস্তার করে দেশের আনাচে-কানাচে এখন তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে সংঘটিত সাত খুনের খবর ৬ এপ্রিল তারিখে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত রাতে ২৫-৩০ জন সশস্ত্র ছাত্রলীগ কর্মী হলের ছয়তলায় প্রবেশ করে। সেখানের ৬৩৫ নং কক্ষ থেকে ৪ জন এবং ৬৪৮ নং কক্ষ থেকে ৪ জনকে অস্ত্রের মুখে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। তারপর তাদের হত্যা করা হয়। শিক্ষাঙ্গনে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড জাতিকে হতবাক করে দেয়। এর পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড হয়েছে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই

> ২০১৯-এর পর আর কোনো ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সবাই জানে কী হয়েছিল কীভাবে হয়েছিল। তবে এবারের ডাকসু নির্বাচন একটা বড় মাপের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেটা হলো–অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার গুন্ডামির চিহ্ন নেই।

না, অন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও। সব শেষে বুয়েটের আবরার ফাহাদ নামের সেই ছাত্রের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সমগ্র জাতিকে নাড়া দেয়। প্রতিবাদে উত্তাল হয় দেশ। কিন্তু এই কালক্রমে গুন্ডাতন্ত্র অনেকটা গা-সওয়া হয়ে যায় আমাদের দেশের মানুষের। তারা মনে করে নিতে থাকে এটা তাদের নিয়তি। এর থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই। এদের মধ্য চাঁদাবাজ, ভূমি দস্যু, জলদস্যু, ব্যাংক দস্যু, ইত্যাদি নামে তারা তাদের কীর্তিকলাপের সাথে সঙ্গতি রেখে সঙ্গায়িত হয়েছে। এমনকি এটা শিশু শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। আবির্ভাব হয়েছে কিশোর গ্যাং নামের একদল সংঘবদ্ধ গুন্ডা চক্রের। বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ এমনকি খুন-জখমের মতো ফৌজদারি অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে তারা। এই গুন্ডাতন্ত্রের হাত থেকে কেউ আর আজ নিরাপদ নয়। সবারই প্রশ্ন এর কি কোনো প্রতিকার আছে?

কিন্তু এই হতাশার অন্ধকারের মাঝে হঠাৎ একটা আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। সেটা হলো ডাকসু নির্বাচন। ২০১৯-এর পর আর কোনো ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সবাই জানে কী হয়েছিল কীভাবে হয়েছিল। তবে এবারের ডাকসু নির্বাচন একটা বড় মাপের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেটা হলো–অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার গুন্ডামির চিহ্ন নেই। নেই নিরাপত্তাহীনতা। আগে ডাকসু নির্বাচন হলে মানুষ ক্যাম্পাস এলাকা এড়িয়ে চলত। কখন কোন দলীয় গুন্ডা কার ওপর চড়াও হয়! তার ফলে কে কখন জান্নাতবাসী হয়ে যায়, তার কোনো ঠিক ছিল না। কিন্তু এবার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করেছে। একে অপরের সাথে কথা বলেছে। ক্যাম্পাসে কেউ তাদের অনিরাপদ ভাবেনি। একটা উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করেছে সর্বত্র।

গুন্ডাদের কোনো উপস্থিতি ছিল না। নির্বাচন শেষ হয়েছে। নির্বাচন হয়েছে সুষ্ঠু-অবাধ-নিরপেক্ষ, আর উৎসবমুখর পরিবেশে। ছাত্রশিবির বিপুল বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। কোন দল জিতেছে, তা মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হলো গুন্ডাতন্ত্র পরাজিত হয়েছে। জয়লাভ করেছে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণ প্রজন্ম, যারা নেতৃত্ব দেবে আগামীর বাংলাদেশকে। এই নির্বাচনের প্রভাব পড়বে জাতীয় নির্বাচনে। জাতীয় নির্বাচনে এখন আর গুন্ডা দিয়ে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বিজয়ী হওয়া যাবে না। আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো–প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটারের উপস্থিতি। তার মানে ভোটের বাইরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সবার আস্থা ফিরে আসছে। শুধু একটা বিষয় এত কিছুর মধ্যেও বেমানান হয়ে গেল। আর তা হলো পরাজিত প্রার্থীদের আচরণ, আর কথা-বার্তা।

কিছু ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে, তা অনস্বীকার্য। তবে নির্বাচন প্রত্যাখান করার মতো কিছু নিশ্চয়ই হয়নি। এটা না করে তারা যদি এটাকে মেনে নিত এবং বিজয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানাত, তবে তাদের ভাবমূর্তি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অনেক বেশি উন্নত হতো। পরবর্তীতে নির্বাচনে হয়তো তা কাজে লাগান যেত। আরেকটা বিষয় খুব খারাপ লেগেছে। ভিসি মহোদয়ের সামনে টেবিল চাপড়িয়ে প্রতিবাদ করার দৃশ্য দেখে। প্রতিবাদ, অভিযোগ, নালিশ থাকবেই। কিন্তু তার ভাষা আর আচরণ গুন্ডাতন্ত্রের মতো হবে না কোনোভাবেই।

আমাদের একজন সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি কথায় কথায় আমাদের বলতেন নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের থেকে নিয়ে চব্বিশের গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারাই যদি না বোঝে, তবে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে! যাই হোক আমরা এখন তাকিয়ে আছি জাতীয় নির্বাচনের দিকে। সবার আশা জনগণের ইচ্ছা আর শক্তির কাছে গুন্ডাতন্ত্র, আর গুন্ডাতন্ত্র–দুটিরই কবর রচিত হবে। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব একটা দুর্নীতিমুক্ত গুন্ডামুক্ত সুন্দর আর শান্তির দেশে প্রতিষ্ঠায়। দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা এখন এটাই এবং একটাই।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (ব্যবসায় শিক্ষা), বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাস্কাট ওমান

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা : আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের দু:স্বপ্ন

সোহানা নাজনীন



যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের তরুণদের জন্য এক অনন্য স্বপ্নের ঠিকানা। পড়াশোনার মান, গবেষণার পরিবেশ আর বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি—সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকেই তাঁরা বেছে নেন ভবিষ্যতের সোপান হিসেবে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর ভিসা নীতি ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা সেই স্বপ্নকে ঠেলে দিয়েছে কঠিন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। ভর্তি নিশ্চিত হওয়ার পরও অনেক শিক্ষার্থী বিমানে উঠতে পারছেন না।

আফগানিস্তান, ইরান, মিয়ানমারসহ ১৯টি দেশ থেকে আসা ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বলে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন বেরিয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছিল। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে যেখানে প্রায় ১৩ হাজার বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন, ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৭ হাজারে। এটি বাংলাদেশের জন্য ছিল এক নতুন রেকর্ড। কিন্তু হঠাৎ কড়াকড়ি ভিসা প্রক্রিয়া, দূতাবাসের সাক্ষাৎকার বাতিল এবং বিধিনিষেধে অনেকে ভর্তি পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ কেউ ভর্তি নিশ্চিত করেও এখন অপেক্ষা করছেন পরবর্তী সেশনের জন্য।

শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে ভিসা বাতিল ও status termination-এর ঘটনায়। ভারত ও বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর ভিসা হঠাৎ বাতিল হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা শিক্ষার্থীরাও দুশ্চিন্তায় ভুগছেন—দেশে গেলে হয়তো আর ফিরে আসা সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে অনেকে এখন ছুটিতেও দেশে ফিরতে সাহস পাচ্ছেন না।

ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা সাদিয়া ইসলাম (ছদ্মনাম) ভর্তি হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স প্রোগ্রামে। ভর্তি চিঠি হাতে পাওয়ার দিনটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। বাবা-মা আত্মীয়স্বজনকে মিষ্টি খাইয়েছিলেন। কিন্তু সেই আনন্দ আজ পরিণত হয়েছে দীর্ঘশ্বাসে। তিন মাস আগে তাঁর ভিসা সাক্ষাৎকারের তারিখ বাতিল হয়েছে। এরপর থেকে তিনি প্রতি সপ্তাহে দূতাবাসের ওয়েবসাইটে ঢুকে নতুন সময় খুঁজছেন, কিন্তু মেলেনি।

সাদিয়া বললেন, "আমি জানি না এই বছর যাওয়া সম্ভব হবে কি না। পড়াশোনার স্বপ্নটা যেন চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। পরিবারও মানসিক চাপে আছে—এত টাকা খরচ হলো, এখন যদি যাওয়া না হয়?"

চট্টগ্রামের আরাফাত হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছেন। সেমিস্টার শেষে তিনি দেশে যেতে চেয়েছিলেন পরিবারের সঙ্গে ঈদ কাটাতে। কিন্তু হঠাৎ খবর পেলেন—ভিসার status termination হতে পারে। আরাফাত বললেন, "আমি দেশে ফিরলে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে পারব কি না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই টিকিট কেটে রেখেও যাওয়া বাতিল করেছি। মা-বাবা অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু এখন ভিডিও কলই একমাত্র ভরসা।"

আরাফাতের মতো শত শত শিক্ষার্থী একই দোটানায় আছেন। তাঁদের কাছে পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের স্বপ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সংকট কেবল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ক্ষতি যেমন। তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যও এটি বড় আঘাত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আদালতে মামলা করেছে, যুক্তি দেখিয়ে বলেছে—এমন নীতি শিক্ষার বৈশ্বিক চরিত্রের পরিপন্থী। আদালত সাময়িকভাবে স্থগিতাদেশ দিলেও শিক্ষার্থীরা জানেন না সামনে কী ঘটবে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীরাও তাই নতুন বিকল্পের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। কেউ কানাডা, ইউরোপ, কেউ আবার অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা কেবল ফি প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়কে টিকিয়ে রাখেন না; তাঁরা গবেষণা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বাংলাদেশের তরুণদের জন্যও এই পথ ছিল সম্ভাবনার দরজা। আজ সেই দরজার তালা খোলা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন থেকে যায়—শিক্ষার সুযোগ কি রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বলি হবে?

শিবিরের ভূমিধস বিজয় যে কারণে

মাসুদ কামাল



গত কয়েক দিনে তিনজন জামায়াত নেতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই একটা রাজনৈতিক দল, যাদের নেতাদের মধ্যে পরিমিতিবোধ অসাধারণ। প্রায়ই তাঁরা জানেন, কোথায় থামতে হয়। হাসতে হলে ঠোঁট দুটো কতটুকু প্রসারিত করতে হবে, দাঁত কটা প্রকাশিত হতে পারবে—সে হিসাবও সম্ভবত দল তাদের শিখিয়ে দেয়। মাঝেমধ্যে তাঁদের এমন আচরণ কৃত্রিম মনে হলেও সব মিলিয়ে বিষয়টা আমি পছন্দই করি। দলের বা রাজনীতির কোনো সাফল্যে দারুণ কিছু হইচই বা উচ্ছ্বাস তাঁরা সাধারণত প্রকাশ করেন না। এই যে ডাকসু নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় ঘটল, অন্য কোনো সংগঠন হলে বিজয় মিছিলের তোড়ে হয়তো পুরো ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হতো। কিন্তু তারা সেটা করেনি। এত পরিমিতিবোধের পরও সম্প্রতি দেখা হওয়া জামায়াত নেতাদের চেহারায় কেমন একটা সাফল্যের আভা আমি দেখতে পেয়েছি। কথাবার্তায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও অন্তর্গত আনন্দের কিছুটা ছাপ চোখেমুখে প্রকাশ পাবেই। এবার সেটা লুকিয়ে রাখতে পারেননি।

সন্দেহ নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণেই তাঁদের এই মনোভাব। কেবল ওনাদের মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মনোজগতেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে বলে আমার মনে হয়। কদিন আগেও যাঁরা জামায়াতে ইসলামীকে জাতীয় নির্বাচনে ৩০টি আসনও দিতে রাজি ছিলেন না, তাঁদের কেউ কেউ এরই মধ্যে সেই সংখ্যা ৬০টিতে উন্নীত করে ফেলেছেন। দিন কয়েক পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন হবে। যত দূর শুনেছি, সেখানেও একই ধরনের ফল হবে। তখন হয়তো এই প্রবল সমালোচকেরা এই সংখ্যা আরও একটু বাড়িয়ে ৮০ অথবা ১০০-তে নিয়ে যাবেন!

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে অথবা জাতীয় নির্বাচনে কতটুকু কী ভূমিকা রাখবে বা রাখতে পারে, সেটা নিয়ে কিছু বলার আগে বরং ডাকসু বা জাকসুতে কেন শিবির এত ভোট পেল—সেটা নিয়ে একটু বলি। সেই আশির দশকের শেষ দিক থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির একটা 'নির্যাতিত' সংগঠন। নির্যাতিত এ অর্থে যে তারা বৈধ সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারত না। এই একটা বিষয়ে অন্য সব ছাত্রসংগঠন একমত ছিল, তারা শিবিরকে ক্যাম্পাসে রাজনীতি করতে দেবে না। আর শেষের ১৬ বছরে, হাসিনার শাসনামলে, বিষয়টা আরও অনেক বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। ছাত্রলীগ এ সময়ে এতটাই বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল যে ছাত্রদলকেই ক্যাম্পাসে ঢুকতে দিত না, আর ছাত্রশিবির তো আরও বেশি অচ্ছুত।

তাহলে এমন একটা সংগঠন, যারা গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে ঢাবিতে দৃশ্যমান ছিল না, তারা কীভাবে মাত্র এক বছরের মধ্যে ছাত্র সংসদে এমন বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলো? এ প্রশ্নের জবাবে আমি কেবল তিনটা কারণের কথা বলব। এক. বিএনপির আত্মম্ভরী মনোভাব ও তার প্রকাশ, দেশজুড়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের হাতে আওয়ামী লীগের লোকদের নিগৃহীত হওয়া এবং সর্বোপরি ছাত্রশিবিরের ওয়েলফেয়ার পলিটিকস। বিষয়গুলো একটু ডিটেইলে বলি।

এটা প্রায় সবাই এখন জানেন যে ডাকসু অথবা জাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগের ভোটগুলো সব শিবিরের প্রার্থীরা পেয়েছেন। কিন্তু কেন? ছাত্রদল কেন পেল না? আসলে ছাত্রলীগে যাঁরা ভোট দেন, তাঁরা আসলে বংশানুক্রমেই দেন। দেখা যাবে এই ছাত্র বা ছাত্রী আসলে আওয়ামী পরিবারের সদস্য। তাঁর বাবা, দাদারা আওয়ামী লীগ করতেন। এখনো করেন। বড় ভাই হয়তো করেন যুবলীগ। কিন্তু নানা অত্যাচারে কিংবা মামলা-মোকদ্দমার কারণে তিনি এখন এলাকাতেই থাকতে পারছেন না, দৌড়ের ওপর আছেন। আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক মামলায় জেলে আছেন। একেকটা মামলায় দেড়-দুই শ লোককে আসামি করা হচ্ছে। জুলাই আন্দোলনে উপজেলা পর্যায়ে কোনো একটা ঘটনায় কেউ নিহত হয়েছে, কিংবা আহত হয়েছে, সেটা নিয়ে মামলা। শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, আসাদুজ্জামান খান কামাল, ওবায়দুল কাদের—এঁদের প্রথম দিকে রেখে হয়তো আরও দেড়-দুই শ মানুষের নাম যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সবাই হত্যা বা হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি। এখন থাকো দৌড়ের ওপর। এই যে হাজার হাজার মামলা, এগুলোর বাদী কে? ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বাদী হচ্ছে বিএনপির লোকেরা। ঢাবির যে শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা এভাবে বিএনপির কারণে হয় জেলে আছেন অথবা পালিয়ে আছেন, সেই বিএনপির ছাত্রসংগঠনকে তাঁরা এখানে ভোট দেবেন? এমন চিন্তার অবকাশ কি আছে?

> এখন প্রশ্ন হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের এমন ফলাফল কি জাতীয় নির্বাচনে বিশাল কোনো পরিবর্তন এনে দেবে? আগামী নির্বাচনে কি এর দারুণ কিছু প্রভাব পড়বে? এ প্রশ্নের নানা রকম বিশ্লেষণ হতে পারে। আমার মনে হয়, বিশাল কোনো প্রভাব ফেলবে না।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিএনপির প্রধানতম দাবি ছিল—দ্রুত নির্বাচনের। ভাবখানা এমন যে নির্বাচন হলেই তারা ক্ষমতায় চলে যাবে। এমন চিন্তার বিষয়টা তারা গোপনও রাখেনি। কথাবার্তা, আচার-আচরণে সেটা প্রকাশ করেছে। তাদের এমন আচরণ একেবারে যে অমূলক, তা-ও বলা যাবে না। যে যত কথাই বলুক, বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের দেশের প্রধান দুটি দল হচ্ছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। নির্বাহী আদেশে এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন তাদের নিবন্ধনও স্থগিত করেছে। ফলে আগামী নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বললেই চলে। এমন বাস্তবতায় ভোটের মাঠে অনেকটা ওয়াকওভার পাওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে বিএনপি। এই যে বিএনপির নিশ্চিত ক্ষমতায় যাওয়ার মতো অবস্থা, এটাও কিন্তু ডাকসু নির্বাচনে সাধারণ ভোটারদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ, অতীতে তারা দেখেছে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন কীভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের হেনস্তা করে। কুখ্যাত গণরুম, জোরজবরদস্তি করে দলীয় মিছিলে নিয়ে যাওয়া—এসব কি ছাত্রলীগ করতে পারত, যদি তারা সরকারি দলের না হতো? অর্থাৎ টর্চারটা আসে আসলে সরকারি দলের কাছ থেকে। শিক্ষার্থীরা হয়তো ভেবেছে, ফেব্রুয়ারির পর থেকেই ছাত্রদলই হতে যাচ্ছে সরকারি দল, তাই তারা যদি ডাকসুতেও থাকে তাহলে হয়তো আবার সেই গণরুম কালচার ফিরে আসতে পারে।

প্রার্থী নির্বাচন বা রাজনীতির ক্ষেত্রেও একটা পার্থক্য শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে থাকতে পারে। একটা কথা বলা হয়ে থাকে, বিগত বছরগুলোতে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে থাকতে পারত না। বিপরীত দিকে ছাত্রশিবিরের সদস্যরা ছাত্রলীগের মুখোশ পরে ঠিকই হলে পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকত। এই হলে থাকার সুবিধা তারা নিয়েছে। নিজেদের আচার-আচরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের নানা প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন শিবিরের সদস্যরা। হাসিনা সরকারের পতনের পর তাঁরা প্রকাশ্যেই নানা ওয়েলফেয়ার কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হলে হলে পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র বসিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে থেকেই কোচিংয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করেছেন। পরিবহনের সমস্যা নিরসনেও নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। অথচ আগে সাধারণ স্টুডেন্টদের অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ উল্টা। তাঁরা দেখেছেন—ছাত্রসংগঠন মানেই দুর্বিনীত আচরণের কিছু যুবক-যুবতী। যাদের কাজই হচ্ছে অন্যদের পেরেশানির মধ্যে রাখা। তাই নতুন এ বাস্তবতা তাঁদের মুগ্ধ করেছে। কোনো ছাত্রসংগঠনের কাছ থেকে এ রকম আচরণ অনেকের কাছের নতুন লেগেছে, ভালোও লেগেছে। আমার ধারণা, এ বিষয়টিও এবার ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের এমন ফলাফল কি জাতীয় নির্বাচনে বিশাল কোনো পরিবর্তন এনে দেবে? আগামী নির্বাচনে কি এর দারুণ কিছু প্রভাব পড়বে? এ প্রশ্নের নানা রকম বিশ্লেষণ হতে পারে। আমার মনে হয়, বিশাল কোনো প্রভাব ফেলবে না। সেসব নিয়ে পরে আরেকদিন কথা বলা যাবে। কিন্তু এ কথাটি কিন্তু মানতেই হবে, জামায়াতে ইসলামী নিজেরা এই বিশাল বিজয়কে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বাড়াতে ব্যবহারের চেষ্টা করবে। তার নমুনা এরই মধ্যে কিছু দেখাও যাচ্ছে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক



KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত



Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

অগ্রণী ব্যাংকে থাকা শেখ হাসিনার দুটি লকার জব্দ

ঢাকা অফিস

এবার অগ্রণী ব্যাংকে থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুটি লকার জব্দ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) গোপন খবরের ভিত্তিতে এই লকার জব্দ করা হয়।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর দিলকুশায় অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুটি লকার আছে। লকারের নম্বর দুটি হলো ৭৫১ ও ৭৫৩। কর ফাঁকি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এই দুটি লকার জব্দ করা হয় বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, পূবালী ব্যাংকের ওই শাখায় শেখ হাসিনার দুটি ব্যাংক হিসাব পাওয়া গেছে। একটি হিসাবে ১২ লাখ টাকা এফডিআর আছে। আরেকটি হিসাবে ৪৪ লাখ টাকা পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির নিন্দা সিপিবির

ঢাকা অফিস

যৌথ সামরিক মহড়ার নামে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সামরিক বিমান ও সেনাসদস্যদের উপস্থিতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। দলটি বলেছে, এই মহড়ার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার ভারত–প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক কৌশলের সঙ্গে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ফেলতে চায়।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছেন সিপিবির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকাসহ পুরো দুনিয়ার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, জনগণের করের টাকা ব্যয় করে এ ধরনের যৌথ সামরিক মহড়ার পেছনে বিরাট ভূরাজনৈতিক দুরভিসন্ধি লুকিয়ে থাকে, যা সংশ্লিষ্ট দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ওপর বিরাট এক হুমকি।'

সিপিবি বলেছে, 'অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩' নামের যৌথ মহড়ার আওতায় বাংলাদেশে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি অনুমোদন দিয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তার সীমিত এখতিয়ারের বাইরে চলে গেছে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার পরিপন্থী। কারণ, চট্টগ্রামের মতো স্পর্শকাতর ভৌগোলিক অঞ্চলে, গভীর সমুদ্রে মার্কিন বাহিনী বহু আগে থেকেই সামরিক ঘাঁটি করার জন্য লোভের দৃষ্টি ফেলে রেখেছে।

এই মহড়ার মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ভারত–প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক কৌশলের সঙ্গে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ফেলতে তৎপর রয়েছে উল্লেখ করে সিপিবি সরকারের এমন ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে।

নেতা-কর্মীদের মির্জা ফখরুল

পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় অতন্দ্রপ্রহরী হোন

ঢাকা অফিস



দুর্গাপূজায় কেউ যাতে নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য দলীয় নেতা-কর্মীসহ জনসাধারণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান তিনি।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কেউ যেন চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ সমমনা দল ও আপামর জনগণকে সজাগ থাকার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি; যাতে শান্তি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে।'

দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'বিএনপির নেতা-কর্মীদের সারা দেশের পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো কাজ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা সমান স্বচ্ছন্দে, সমান উৎসাহে নিরাপত্তাসহকারে পূজার আনন্দ যাতে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে, সে ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বিএনপির সব নেতা-কর্মীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রেখে যেকোনো ধরনের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে হবে। আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। আমাদের সেই ঐতিহ্যকে দৃঢ় প্রত্যয়ে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।'

উবার-লিফট চালকদের বাথরুম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পার্কিং সীমাবদ্ধতার কারণে চালকেরা অনেক সময় সমস্যায় পড়েন। বিশেষ করে দীর্ঘ শিফটে গাড়ি চালানোর সময় তাঁরা প্রায়ই বাথরুম ব্যবহারে বাধার মুখে পড়েন।

ইন্ডিপেনডেন্ট ড্রাইভারস গিল্ডের সভাপতি ব্রেন্ডান সেক্সটন বলেন, "আমরা পার্কিং স্পেস ভরে দিতে চাই না। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু চালকেরা ৩০ মিনিটের জন্য বাইরে বের হয়ে বাথরুম ব্যবহার করতে, খাবার খেতে, নামাজ পড়তে বা স্ট্রেচ করতে পারেন।"

সিটি হলের বাইরে কয়েক ডজন চালক সমাবেশে অংশ নেন। তাঁরা আগস্ট ২০২৪ সালে কাউন্সিল সদস্য জাস্টিন ব্র্যানান কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি বিলের সমর্থনে দাবি জানান। এই বিল অনুযায়ী, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফর-হায়ার চালকেরা দিনে চারবার অব্যবহৃত মিটারড স্পেসে সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা পর্যন্ত গাড়ি দাঁড় করাতে পারবেন।

ব্র্যানান বলেন, "সবারই নতুনত্বের সুবিধা ভালো লাগে, কিন্তু আমরা এই অ্যাপগুলোর পেছনে থাকা মানুষগুলোকে ভুলে যাই। খাদ্য সরবরাহকারী হোক বা রাইড-শেয়ার চালক—সবাই এই প্রযুক্তির পেছনের মানুষ। তাঁদের যত্ন নেওয়া জরুরি।"

চালকেরা জুনে প্রায় দুই কোটি ট্রিপ সম্পন্ন করেছেন, তবে তাঁরা মাত্র ৭০টি রিলিফ স্ট্যান্ড ব্যবহার করতে পেরেছেন, যার প্রায় সবই ম্যানহাটনে এবং ঐতিহ্যবাহী হলুদ ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হয়েছে। এ ছাড়া শুধুমাত্র ট্যাক্সির জন্য আরও ৪২টি স্ট্যান্ড রয়েছে।

২০১৯ সাল থেকে অ্যাপভিত্তিক সেবায় যাত্রী পরিবহন করা বর্কিস বেরা বলেন, "আমি বারবার এমন অস্বস্তিকর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই যাতে বেআইনি পার্কিংয়ের জন্য টিকিট না পাই। আমার আর কোনো বিকল্প নেই, তাই আমি গাড়ির কুলার খুলে ব্যবহার করি।"

প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী, চালকদের মিটার চালু রাখতে হবে, যাতে খাবার বা বাথরুম বিরতির সময় বেআইনি পার্কিংয়ের কারণে টিকিট পাওয়ার ঝুঁকি কমে। সেক্সটন বলেন, "এখন চালককে

চালকেরা জুনে প্রায় দুই কোটি ট্রিপ সম্পন্ন করেছেন, তবে তাঁরা মাত্র ৭০টি রিলিফ স্ট্যান্ড ব্যবহার করতে পেরেছেন, যার প্রায় সবই ম্যানহাটনে এবং ঐতিহ্যবাহী হলুদ ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হয়েছে।

হয় বেআইনি পার্ক করতে হবে, টিকিট নিতে হবে এবং অর্ধেক দিনের কাজ হারাতে হবে, অথবা অন্য জায়গায় গিয়ে পার্ক করে বাথরুম ব্যবহার করতে হবে, যা প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় নষ্ট করে।"

টিএলসি এবং ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনের কর্মকর্তারা জানান, তাঁরা চালকদের পার্কিং সুবিধা বাড়ানোর জন্য কাজ করছেন। তবে তাঁদের মতে, বাণিজ্যিক ডেলিভারি ট্রাক ও পার্কিং মিটারের কার্যক্রম ব্যাহত না করে আরও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করতে হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভারসের চিফ মেডিকেল অফিসার পল টালাজ বলেন, "১০–১২ ঘণ্টা গাড়ি চালানো চালকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পাবলিক টয়লেটের অভাব বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘ সময় বাথরুম না যাওয়া ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সংক্রমণ বা ডিহাইড্রেশনের মতো সমস্যার কারণ হতে পারে, যা কিডনির পাথর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।"

টালাজ আরও জানান, এপ্রিলে সিটি কাউন্সিল একটি শহরব্যাপী পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যাতে পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা যায়। বর্তমানে প্রায় ১ হাজার ১০০টি পাবলিক টয়লেট রয়েছে, যেখানে ৮৬ লাখের বেশি বাসিন্দা থাকেন।

উবার ও লিফট চালক অজয় বিশ্বকর্মা বলেন, "আরও বাথরুম সুবিধা যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজন। এটি স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়। খুবই জরুরি।"

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের এই প্রস্তাবিত পদক্ষেপ চালকদের স্বাস্থ্য, কর্মদক্ষতা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জাতিসংঘে ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী ফখরুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আমাদের প্রতিনিধিদলে এবার চারজন রাজনীতিবিদ যাচ্ছেন। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির, জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।' তবে রাজনীতিবিদের বাইরে প্রধান উপদেষ্টার বহরে মোট কতজন সফরসঙ্গী হবেন, সেটি জানা যায়নি।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীর তালিকায় রাজনীতিবিদ রাখার কারণ জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'এটা করা হয়েছে, কারণ, আমরা একটা পর্যায়ের দিকে যাচ্ছি, যেখানে রাজনীতিবিদদের কাছে দেশের সার্বিক পরিচালনার ভার যাচ্ছে। সেই হিসেবে আমরা তাঁদের প্রতিনিধিদলে রেখেছি।'

সম্প্রতি কোনো কোনো উপদেষ্টার বিদেশ সফরে তাঁদের বিব্রত করার চেষ্টা দেখা গেছে। জাতিসংঘের অধিবেশনে এই ধরনের আশঙ্কা আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই এমন ঘটনা ঘটবে না বলে আশা করা যায়। তবে বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে, এটা ধরে নিতে হবে। তিনি বলেন, 'এটা ঠেকানোর উপায় আমাদেরও নেই। ওদেরও নেই।'

যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী ও নথিপত্রহীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কেউ কেউ বৈধ ভিসা নিয়ে প্রবেশ করেছেন, আবার অনেকে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও থেকে গেছেন। ডেইরি বা কৃষিখাতের মতো শ্রমনির্ভর শিল্পে অভিবাসীরা মূল শ্রমশক্তি হিসেবে কাজ করছেন। নিয়োগকর্তারা প্রায়ই তাঁদের বৈধতা নিয়ে চোখ বন্ধ রাখেন। ফলে বাস্তব প্রয়োজন আর আইনি অবস্থানের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে।

আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) অভিবাসী আটক ও বহিষ্কারে ক্রমশ আক্রমণাত্মক হচ্ছে। স্থানীয় জেলখানা থেকে শুরু করে বড় কারাগার পর্যন্ত সবকিছু এখন এই ডিটেনশন ব্যবস্থার অংশ। মানুষকে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে, এক জেলখানা থেকে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। এতে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, মানসিক চাপ, হতাশা এবং আত্মহত্যার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। অনেক ছোট কারাগারে পর্যাপ্ত জায়গা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অভাব রয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, আটক হওয়া অভিবাসীদের প্রায় ৭০ শতাংশের কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই। তাঁরা অপরাধী নন; তাঁরা কেবলমাত্র নিরাপদ জীবন ও ভবিষ্যতের সন্ধানে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। অনেকেই এখানে বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছেন, তাঁদের সন্তানরা যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নিয়েছে এবং নাগরিকত্ব পেয়েছে।

নিজ দেশে ফেরা অনেকের জন্য প্রাণঘাতী। কেউ যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছেন, যেমন ইউক্রেন; কেউ এসেছেন অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ থেকে, যেমন কিউবা; আবার কেউ এমন দেশ থেকে এসেছেন যেখানে যুদ্ধ আর অর্থনৈতিক সংকট একসাথে চলছে, যেমন হাইতি, ভেনিজুয়েলা বা আফগানিস্তান। প্রত্যেকের জীবনই এক অনন্য সংকটময় বাস্তবতায় আবদ্ধ।

অভিবাসন আইন প্রয়োগের নামে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, তা মানবাধিকারের মৌলিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে। শরণার্থী, অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী— সবাইকে ভয়, অনিশ্চয়তা আর অবমাননার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যে দেশ একসময় মানবাধিকারের মূল্যবোধ ও অভিবাসীদের স্বপ্নের প্রতীক ছিল, আজ ক্রমেই সামরিকীকৃত ও অমানবিক বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যেক অভিবাসীর কাহিনি অনন্য। কেউ যুদ্ধ থেকে পালিয়েছেন, কেউ চরম দারিদ্র্য থেকে, কেউবা রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে। তাঁদের ভাগ্য আজ নীতির নির্মম জালে বন্দি। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা কেবল মানবিক দায়িত্বই নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ও মূল্যবোধ রক্ষারও দাবি।

যে কোন সংকটে ঐক্যবদ্ধ বাফেলোতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গড়ে ওঠা বাংলাদেশি ও কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের সম্পর্ক হঠাৎ করেই সংকটে পড়ে। এ সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আরও ঐক্যের তাড়না দেখা দিয়েছে।

"ম্যান্ডালা মার্কেট" ঘটনার পর একের পর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাফেলো সিটি কাউন্সিল সদস্য উশোনি ওয়াল্টারস দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি আলোচনায় বসেন। তিনি বলেন, "আমরা বহু বছরের সৌহার্দ্য নষ্ট হতে দেব না। তদন্ত চলছে, আইন তার নিজস্ব গতিতে কাজ করবে।" কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্কাস জনসন দাবি জানান, ভুক্তভোগী নারীকে ন্যায্য বিচার দিতে হবে। তার ভাষায়, "এটি শুধু একটি পরিবারের ক্ষোভ নয়, পুরো সম্প্রদায়ের মর্যাদার প্রশ্ন।" বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "একজনের ভুলের জন্য পুরো কমিউনিটিকে দোষারোপ করা অন্যায়। বাংলাদেশিরা বাফেলোকে নিজেদের বাড়ি মনে করে ব্যবসা করছে।"

"ম্যান্ডালা মার্কেট"-এর মালিক ইয়াসিন মোহাম্মদ ও এডি ইউসুফ ক্ষুব্ধ কৃষ্ণাঙ্গ কমিউনিটির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। তবুও অভিযোগ উঠেছে, দোকানটি বহুদিন ধরেই ক্রেতাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আসছিল। সিটি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ভায়োলেশনের কারণে দোকানটি ঘটনার দিনই বন্ধ করে দেয়। দোকানের দরজায় এখন ব্যবসা বন্ধের নির্দেশনার পাশাপাশি ঝুলছে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' পোস্টার। ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়েই উত্তেজনা প্রশমিত না হওয়ায় আশংকা বাড়ছে। এদিকে, বাফেলোর সব বাংলাদেশি সংগঠন একত্রিত হয়ে দোকান মালিকদের সতর্ক করেছেন গ্রাহকের সঙ্গে আচরণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এবং কৃষ্ণাঙ্গ নেতাদের সঙ্গে আস্থা পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে।

বাফেলোর প্রায় ৭০ শতাংশ বাংলাদেশি ব্যবসা কৃষ্ণাঙ্গ গ্রাহকদের ওপর নির্ভরশীল। দোকান, রেস্টুরেন্ট, গ্যাস স্টেশন—সবখানেই কৃষ্ণাঙ্গ ক্রেতারা প্রধান ভরসা। সম্পর্ক নষ্ট হলে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠবে। স্থানীয় বিশ্লেষকরা মনে করছেন, "উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হলে বাংলাদেশিদের বাণিজ্যিক অবস্থান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

বাফেলো পুলিশ কমিশনার জোসেফ গ্রিমস জানিয়েছেন, ভিডিওতে দেখা ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই শনাক্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। মেয়র বায়রন ব্রাউন বলেছেন, "বাফেলো বৈচিত্র্যের শহর। আমরা চাই না একটি ঘটনা বহু বছরের সামাজিক বন্ধন ভেঙে দিক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই আমাদের শক্তি।"

শহরে শতাধিক সংগঠন ও মসজিদ কমিটি থাকলেও কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সংলাপ বা যৌথ উদ্যোগে এগিয়ে আসতে বাংলাদেশিরা এখনো দ্বিধান্বিত। কেউ কেউ আশঙ্কায় চুপচাপ থাকছেন, আবার কেউ কেউ গোপনে উত্তেজনা উসকে দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে কিছু ব্যক্তি সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেও তাদের পেছনে সংগঠিত সমর্থন এখনো জোরালো নয়।

১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার আবারও বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এ বৈঠকে বাংলাদেশিরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কৃষ্ণাঙ্গ নেতাদের সঙ্গে আস্থা পুনর্গঠনের যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন, তবে বাফেলোতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক অবস্থান দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মামদানির উত্থান, প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোণঠাসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তার প্রচারণা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে তার দক্ষ ব্যবহার এবং তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাকে অন্য প্রার্থীদের চেয়ে আলাদা করেছে। সাম্প্রতিক কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপে দেখা যাচ্ছে, মামদানি পেয়েছেন ৪৫ শতাংশ ভোটারের সমর্থন, কুয়োমো ২৩ শতাংশ, রিপাবলিকান প্রার্থী স্লিওয়া ১৫ শতাংশ এবং অ্যাডামস মাত্র ১২ শতাংশে ঠেকেছেন। জরিপ যে সবসময় সঠিক ফলাফল দেয় না তা আমেরিকান রাজনীতির ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, তবে জরিপের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করারও সুযোগ নেই।

এরিক অ্যাডামস বর্তমান মেয়র হিসেবে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগসহ একাধিক বিতর্ক তার প্রচারণাকে দুর্বল করে তুলছে। অন্যদিকে অ্যান্ড্রু কুয়োমো, যিনি একসময় রাজনীতির প্রধান মুখ ছিলেন, তিনিও এই নির্বাচনে স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে ফিরেছেন। তবে তার অতীতের বিতর্কিত অধ্যায় এখনও তাকে পিছু ছাড়ছে না। এ দুজনের উপস্থিতি ডেমোক্র্যাট শিবিরের ভেতরে বিভক্তির চিত্রকে আরও স্পষ্ট করছে।

রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে কার্টিস প্রচারণায় নামলেও নিউইয়র্ক সিটির বাস্তবতায় তার সম্ভাবনা খুব সীমিত। তিনি নিরাপত্তা জোরদার এবং কঠোর আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে বক্তব্য রাখলেও প্রয়োজনীয় বিস্তৃত সমর্থন তিনি এখনো অর্জন করতে পারেননি। নিউইয়র্ক সিটি ঐতিহাসিকভাবেই ডেমোক্র্যাটিক ঘাঁটি, তাই রিপাবলিকান প্রার্থীদের জেতার সুযোগ এখানে প্রায় প্রতীকী পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে।

এবারের নির্বাচনে সমর্থন বা অনুমোদনের প্রশ্নটি বড় ভূমিকা রাখছে। রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হকুল প্রকাশ্যে জোহরান মামদানিকে সমর্থন জানিয়েছেন। এটি তার জন্য বড় রাজনৈতিক প্রাপ্তি, কারণ রাজ্যের সর্বোচ্চ নির্বাহী থেকে এ ধরনের সমর্থন ডেমোক্র্যাটিক ঘাঁটিকে আরও শক্ত করবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মামদানিকে "লিটল কমিউনিস্ট" বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং হকুলের সমর্থনকে "শকিং" ও "খুব খারাপ" মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন যে ওয়াশিংটন থেকে এ পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক সিটির জন্য ফেডারেল সরকারের বরাদ্দ সীমিত করারও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও সুযোগ সুবিধা সংকুচিত হলে, তা সিটির নাগরিকদের কাছে - এমনকি আমেরিকার নাগরিকদের কাছেও কোন ভালো বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে না।

নিউইয়র্ক সিটির রিপাবলিকান ভোটাররা সাধারণত নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দেন। তাদের মতে, শহরের পুনর্গঠন ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য কঠোর আইনশৃঙ্খলা এবং কর হ্রাস প্রয়োজন। মামদানির মতো প্রগতিশীল প্রার্থীদের নীতি তাদের কাছে বিপরীতমুখী মনে হয়, কারণ তা ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে বলে তারা মনে করেন। তবে স্লিওয়ার দুর্বল অবস্থান তাদের প্রত্যাশা সীমিত করে রেখেছে।

সব মিলিয়ে, নিউইয়র্ক সিটির ২০২৫ সালের মেয়র নির্বাচন এক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। একদিকে তরুণ প্রজন্মের প্রিয় প্রগতিশীল নেতা মামদানি, অন্যদিকে পুরনো দুই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ অ্যাডামস ও কুয়োমো, আর রিপাবলিকান প্রার্থী স্লিওয়া—এই চার প্রার্থীর প্রতিযোগিতা শহরের ভবিষ্যৎ রাজনীতির দিকনির্দেশ নির্ধারণ করবে। শেষ পর্যন্ত কে বিজয়ী হবেন তা সময়ই বলে দেবে, তবে এ নির্বাচনের ফলাফল শুধু নিউইয়র্ক নয়, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে বড় প্রভাব ফেলবে।



ফেডের সুদ কমানোয় আশার আলো নিউইয়র্কের আবাসন বাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ চলতি বছরের প্রথমবারের মতো সুদের হার কমিয়েছে। এক চতুর্থাংশ শতাংশ কমিয়ে নতুন হার দাঁড়িয়েছে ৪ থেকে ৪.২৫ শতাংশে। বুধবার ঘোষিত এ সিদ্ধান্তে দীর্ঘদিন ধরে স্থবির হয়ে পড়া নিউইয়র্কের আবাসন বাজারে নতুন করে স্বস্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সুদের হার কমানোর প্রভাব বন্ধকী ঋণের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ না পড়লেও এটি ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা কিছুটা বাড়াবে। এতদিন নগদ অর্থের অফার বা দ্রুত লেনদেনে পিছিয়ে থাকা অনেক ক্রেতা এখন আলোচনায় কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবেন। এতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়তে পারে। অন্যদিকে, একাধিক বিড ও বাড়তি দরে ঘর বিক্রির সুবিধা ভোগ করা বিক্রেতাদের জন্য পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার আভাস মিলছে।

নির্মাণশিল্পও এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচকভাবে দেখছে। নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসোসিয়েটেড জেনারেল কন্ট্রাক্টরস-এর সভাপতি মাইক এলমেনডর্ফ মনে করছেন, সুদ কমায় নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার ঝুঁকি কমবে, ফলে নির্মাণ খাতে আরও বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে।

তবে অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, আবাসন বাজারের সংকট ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে প্রভাব পুরোপুরি কার্যকর হতে সময় লাগবে। তবুও অনেক বিশেষজ্ঞ এ সিদ্ধান্তকে আশার প্রথম ধাপ হিসেবে দেখছেন। ফেডারেল রিজার্ভও ইঙ্গিত দিয়েছে, অর্থনীতি আরও মন্থর হলে সামনে আরও সুদের হার কমানো হতে পারে।



আড্ডা: স্মৃতি, বন্ধুত্ব আর লড়াইয়ের গল্প

ভায়লা সালিনা

নিউইয়র্কের ব্যস্ত নগরজীবনে একেকটা দিন যেন ছুটে চলে কেবল কাজ আর বেঁচে থাকার হিসাব মেলাতে। কিন্তু হঠাৎ করে কোনো একটি সন্ধ্যা এসে ভিড় জমায় ভিন্ন রঙে—যখন পুরনো সহপাঠী, প্রিয় বন্ধু আর সাথিরা একত্রিত হন। তখন শহরের কোলাহল ছাপিয়ে উঠে আসে স্মৃতি, হাসি, আড্ডা আর অমলিন বন্ধুত্বের আবেগ।

১৭ বুধবার সেপ্টেম্বর ছিল এমনই এক সন্ধ্যা। জ্যাকসন হাইটসের প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কার্যালয়ে শুরু হওয়া আড্ডা শেষ পর্যন্ত গড়ায় নবান্ন রেস্তোরাঁর উষ্ণ সান্ধ্যভোজে। সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর যে কোন আড্ডা আয়োজন এমনিতেই অনন্য হয়ে উঠে। বুধবারের আড্ডা আলোচনাও তেমনি হয়ে উঠে এক অনন্য দ্রুত বলা গল্পের মতো।

আড্ডার সূচনায় ইব্রাহীম চৌধুরী বললেন, "যারা দেশে থেকে দেশের অগ্রযাত্রার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে, তাদের পথটাই কঠিন। আমরা অনেকেই একসময় সেই লড়াইয়ে ছিলাম। পরে কান্ত-শ্রান্ত শরীর নিয়ে প্রবাসে আশ্রয় খুঁজেছি। কিন্তু দেশের ভালোমন্দ এখনও আমাদের ভেতর নাড়া দেয়।"

তাঁর কথায় অনেকেই নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। কারও চোখে জল, কারও ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি।

লন্ডন থেকে এসেছেন সাংবাদিক ও সংগঠক সৈয়দ আনাস পাশা—যিনি জন্মভূমির লড়াই থেকে প্রবাসের সংগ্রাম, দুই জায়গাতেই ছিলেন অটল সঙ্গী। দেশ থেকে যোগ দিলেন খন্দকার সিপার আহমেদ—কৈশোরে বিয়ে করা সহপাঠী, আজ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

সঙ্গী হলেন সাবেক ছাত্রনেতা আজাদ উদ্দিন, দীর্ঘ অসুস্থতা কাটিয়ে অনেক দিন পর কোনও আড্ডায় তাঁর উপস্থিতি। ছিলেন আশরাফ কালাম—সফল ব্যবসায়ী, আবার বন্ধুত্বের নির্ভরযোগ্য নাম। আর চল্লিশ বছর পর দেখা হলো মুহিত উদ্দিনের সঙ্গে—একসময় জ্বালানি কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, আজ নিউইয়র্ক প্রবাসী।

এমন আড্ডায় কারা কারা ছিলেন, তালিকাটি যেন নিজেই এক কাব্য— আবু তাহের, মনজুরুল হক, মাহবুব রহমান, ভায়লা সালিনা,সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, শেলী জামান খান,ফারমিস আখতার, এমডি হেনা সিদ্দিকী, মোঃ বদরুল ইসলাম সোহেল, শজল রওশন, আফরোজা ইসলাম, সৈয়দ উতবা, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, অনির্বাণ খন্দকার, এ কে এস আশরাফ, জ্ঞান রঞ্জন দাশ, মুহিত উদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ উতবা, আফরোজা ইসলাম, আবুল কালাম, নুরুল খান, এমদাদ চৌধুরী দীপু, সামিউল সিপন, জাকির হোসেন, মামুন রশীদ চৌধুরী, দীপক কুমার আচার্য্য, বিমান দাশ, শাহ ফরিদ আহমেদ, দিলদার হোসেন প্রমুখ।

কেউ কেউ বয়সের ভারে কিছুটা নুয়ে পড়েছেন, কারও মাথায় পাকা চুলের ছাপ। তবুও চোখের ঝিলিক আর হৃদয়ের উষ্ণতায় একটুও ভাঁটা পড়েনি। কথার ফাঁকে হঠাৎ হাসির রোল উঠছে, আবার কোনো মুহূর্তে দীর্ঘ নীরবতা নেমে আসছে। সেই নীরব চাহনিতেও যেন সবাই খুঁজে ফিরছে হারানো মুখ, খুঁজে ফিরছে তরুণ দিনের অজস্র স্বপ্ন।

একজন হেসে বললেন—"বন্ধুরা, মনে হচ্ছে যেন আবার কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরে গেছি!" অন্যজন সপ্রতিভ উত্তর দিলেন—"না, আমরা ক্যাম্পাসে ফিরিনি, ক্যাম্পাসকেই এখানে টেনে এনেছি।"

ট্রাম্প এখন 'দক্ষ জনশক্তি' আনার অনুমতি দিতে চান

নিজস্ব প্রতিবেদক

জর্জিয়ায় একটি দক্ষিণ কোরিয়ান মালিকানাধীন ব্যাটারি কারখানায় অভিবাসন দমন অভিযানের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন কিছুটা নরম সুরে। তিনি বলছেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য "দক্ষ জনশক্তি" আমেরিকায় এসে স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন।

রবিবার ট্রুথ সোশালে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন— "যখন বিদেশি কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রে এসে জটিল পণ্য, মেশিন ও বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি তৈরির জন্য বিশাল বিনিয়োগ করে, তখন আমি চাই তারা নিজেদের বিশেষজ্ঞদের এখানে নিয়ে আসুক। তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমাদের কর্মীদের শেখাবে, প্রশিক্ষণ দেবে—কীভাবে এসব অনন্য ও জটিল পণ্য তৈরি করতে হয়। পরে তারা নিজেদের দেশে ফিরে যাবে।"

তিনি আরও লিখেছেন— "যদি আমরা এটা না করি, তাহলে এত বড় বিনিয়োগ আসবেই না—চিপস, সেমিকন্ডাক্টর, কম্পিউটার, জাহাজ, ট্রেন এবং আরও অসংখ্য পণ্য, যা আমরা হয়তো অন্যদের কাছ থেকে শিখতে হবে বা আবার শিখতে হবে, কারণ এক সময় এসব আমরা ভালোভাবেই বানাতে পারতাম, এখন আর পারছি না।

উদাহরণস্বরূপ, জাহাজ নির্মাণ—এক সময় আমরা দিনে একটি জাহাজ বানাতাম, এখন বছরে একটি বানানোও কষ্টকর। আমি চাই না যে, বিদেশি কোম্পানিগুলো বিনিয়োগ করতে ভয় পাক বা নিরুৎসাহিত হোক। আমরা তাদের স্বাগত জানাই, তাদের কর্মীদেরও স্বাগত জানাই, এবং গর্বের সঙ্গে বলতে চাই—আমরা তাদের কাছ থেকে শিখব এবং খুব শিগগিরই তাদের চেয়েও ভালো করব।"

গত সপ্তাহে জর্জিয়ার সেই অভিযানের পর দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ কমানোর হুমকি দিয়েছে। ফেডারেল এজেন্টরা ৩০০-র বেশি কর্মীকে আটক করে—যার মধ্যে ৩১৬ জন ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ান। ভিডিওতে দেখা যায় হাতকড়া পরা অবস্থায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ দৃশ্য সিউলে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা এটিকে অপমানজনক বলেছেন এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে-মিউং যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নীতির সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, যদি দক্ষ কর্মীদের বৈধভাবে সাময়িক অবস্থানের নিশ্চয়তা না দেওয়া হয়, তাহলে কোরিয়ান কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বিনিয়োগ করতে দ্বিধা করবে।

লি বলেন— "এরা স্থায়ী কর্মী নয়। একটি কারখানা বানাতে গেলে বা নতুন যন্ত্রপাতি বসাতে গেলে টেকনিশিয়ান লাগে। যুক্তরাষ্ট্রে সে দক্ষ জনবল নেই, আবার ভিসাও দিচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা বানানো কোম্পানিগুলোর জন্য গুরুতর অসুবিধার কারণ হবে। অনেকেই ভাববে, আদৌ বিনিয়োগ করা উচিত কি না।"

তিনি আরও মন্তব্য করেন, এই অভিযানের পেছনে দুই দেশের "সাংস্কৃতিক পার্থক্য" রয়েছে। "দক্ষিণ কোরিয়ায় আমরা দেখি আমেরিকানরা পর্যটক ভিসায় এসে প্রাইভেট স্কুলে ইংরেজি শেখায়—এটা সব সময় হয়, এবং আমরা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিই না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এভাবে দেখে না। উপরন্তু, তাদের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ কড়াভাবে অবৈধ অভিবাসন ও কর্মসংস্থানের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। আমাদের লোকেরা সেই পরিস্থিতিতে ধরা পড়েছে।"

টিউলিপ এখনো বাংলাদেশের ভোটার, আছে পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাওয়া গেছে।

২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যে সাংবাদিকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কি বাংলাদেশে আটক এক ব্রিটিশ প্রশিক্ষিত আইনজীবীর মামলায় হস্তক্ষেপ করবেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'আপনি কি আমাকে বাংলাদেশি বলছেন? আমি ব্রিটিশ, সাবধানে বলুন, আমি ব্রিটিশ এমপি...আমি বাংলাদেশি নই।'

নথিপত্রে দেখা যায়, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকের নামে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) হয় ২০১১ সালে। তাতে তিনি ঢাকার ধানমন্ডির ৫ নম্বর সড়কের যে ঠিকানা ব্যবহার করেছেন, সেটা তাঁর খালা শেখ হাসিনার বাসা সুধা সদন।

এনআইডির যেসব তথ্য ছাপা থাকে, তার বাইরে আরও কিছু তথ্য নিবন্ধনের সময় দিতে হয়। সেগুলো নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এনআইডি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত থাকে। এই তথ্যভান্ডারে টিউলিপের এনআইডি-সংক্রান্ত সব তথ্যও সংরক্ষিত আছে।

এনআইডিতে টিউলিপের পেশা উল্লেখ করা হয়েছে 'বেসরকারি চাকরি'। জন্মস্থান ঢাকা। ভোটার এলাকা ধানমন্ডি (সড়ক ৩-৫)। তাঁর এনআইডির তথ্যে ট্যাগ হিসেবে আছে, 'মাইগ্রেটেড' বা অভিবাসী। নির্বাচন কমিশনের অধীন এনআইডি সার্ভারে টিউলিপের বাংলাদেশি পাসপোর্টের নম্বরও উল্লেখ রয়েছে।

গত ১২ আগস্ট যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে টিউলিপ সিদ্দিকের আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান স্টিফেনসন হারউডের এক মুখপাত্র বলেন, 'টিউলিপ কখনো বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র বা ভোটার আইডি পাননি এবং শৈশবের পর থেকে কোনো পাসপোর্টও রাখেননি।'

গত বছরের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানার পরিবারের ১০ সদস্যের এনআইডি 'লক' করে দেয় ইসি। এর মধ্যে শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের এনআইডিও রয়েছে।

ইসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, যেসব প্রতিষ্ঠান ইসির সঙ্গে এনআইডি সেবার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ, তারা লক করা এনআইডির তথ্য দেখতে পায় না। ব্যাংক সেবা, মুঠোফোনের সিম কেনা, জমি নিবন্ধনসহ বিভিন্ন কাজে এনআইডির সঠিকতা যাচাই করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এনআইডি লক থাকলে এ ধরনের সেবা পেতে সমস্যা হয়।

গত ১২ আগস্ট যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে টিউলিপ সিদ্দিকের আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান স্টিফেনসন হারউডের এক মুখপাত্র বলেন, 'টিউলিপ কখনো বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র বা ভোটার আইডি পাননি এবং শৈশবের পর থেকে কোনো পাসপোর্টও রাখেননি।'

টিউলিপ অনেক আগে থেকে দাবি করে আসছেন, তিনি বাংলাদেশি নাগরিক নন। ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যে সাংবাদিকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কি বাংলাদেশে আটক এক ব্রিটিশ প্রশিক্ষিত আইনজীবীর মামলায় হস্তক্ষেপ করবেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'আপনি কি আমাকে বাংলাদেশি বলছেন? আমি ব্রিটিশ, সাবধানে বলুন, আমি ব্রিটিশ এমপি...আমি বাংলাদেশি নই।'

১৯ বছর বয়সে প্রথম বাংলাদেশি পাসপোর্ট

কিন্তু বাংলাদেশের পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, টিউলিপের নামে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর। ওই পাসপোর্ট ইস্যু করেছিল লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন।

ওই পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০১১ সালে ঢাকার আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসে পরবর্তী পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন টিউলিপ। এরপর তাঁর নামে দ্বিতীয় পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তথ্যভান্ডারে থাকা তথ্য অনুযায়ী, দ্বিতীয় পাসপোর্টে আবেদনের ধরনে তিনি 'নতুন আবেদনকারী' হিসেবে উল্লেখ করেন। পাসপোর্টে নাম দেন টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক। বাবার নাম ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, মায়ের নাম রেহানা সিদ্দিক। স্থায়ী ঠিকানা দেন বাড়ি নম্বর ৫৪, সড়ক নম্বর ৫, সুধা সদন, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। জাতীয়তা বাংলাদেশি। জন্মস্থান লন্ডন।

পাসপোর্টের ফরমে জরুরি যোগাযোগের ঘরে মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিকের নাম লেখা হয়েছে। তিনি টিউলিপের চাচা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।

২০১১ সালে টিউলিপের নামে যখন দ্বিতীয় পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়, তখন তাঁর খালা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এই পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৬ সালের ২ জানুয়ারি।

তখন ঢাকায় ছিলেন টিউলিপ

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও পাসপোর্টের নথি অনুযায়ী, ২০১১ সালের জানুয়ারিতে টিউলিপ সিদ্দিকের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র এবং নবায়নকৃত বা দ্বিতীয় বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। সেই মাসেই টিউলিপ মা (শেখ রেহানা) ও খালার (শেখ হাসিনা) সঙ্গে ঢাকায় সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

দ্য টাইম–এর অনুসন্ধান বলছে, সেই সময়কার প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ২০১১ সালের ১৮ জানুয়ারি টিউলিপ ঢাকায় এক সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। দুই দিন পর তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে মালয়েশিয়ার ফার্স্ট লেডির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পাসপোর্ট ডেটাবেজ অনুযায়ী, তাঁর পাসপোর্ট ১৭ জানুয়ারি সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত ছিল।

টিউলিপ ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জাতিসংঘের ৬৬তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে যান। ২০১৩ সালে তিনি মস্কোয় যান খালার রাষ্ট্রীয় সফরে দেখা করতে। সেখানে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও ছবি তোলেন।

চলতি বছরের শুরুর দিকে জানা যায়, টিউলিপ লন্ডনে শেখ হাসিনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তির দেওয়া বাড়িতে থেকেছেন। প্রথমে তিনি দাবি করেছিলেন, লন্ডনের কিংস ক্রসে ৬ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড মূল্যের ফ্ল্যাটটি তাঁর বাবা-মা দিয়েছেন। তবে পরে জানা যায়, ওই ফ্ল্যাটে অর্থায়ন করেছিলেন আওয়ামী লীগ-সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী আবদুল মোতালিফ।

গত মাসে গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টিউলিপ সিদ্দিক জানান, তিনি সরকারের কাজে বিভ্রান্তি তৈরি না করতে পদত্যাগ করেছেন। তিনি মনে করেন, খালা শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের দ্বন্দ্বে তিনি এখন 'পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার'।





টিউলিপের বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট

নাগরিকত্ব ত্যাগের প্রমাণ নেই

বাংলাদেশে যাঁদের পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র আছে, তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হন। টিউলিপ যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর মা–বাবা উভয়েই বাংলাদেশে জন্মেছেন। তাই তিনি একই সঙ্গে ব্রিটিশ ও বাংলাদেশি নাগরিকত্ব রাখতে পারেন, যেহেতু উভয় দেশই দ্বৈত নাগরিকত্ব অনুমোদন করে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু দেশের নাগরিক হতে গেলে শপথ নেওয়ার আগে নিজ দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হয়। তবে যুক্তরাজ্যের নাগরিক হতে হলে শপথ নিতে হয় না, ফলে নিজ দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হয় না। বাংলাদেশ সরকারের বিধি অনুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নাগরিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নাগরিকত্ব থাকবেন। কেউ বাংলাদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চাইলে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনের মাধ্যমে সেটা করতে পারেন।

বাংলাদেশের পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, টিউলিপের নামে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর। ওই পাসপোর্ট ইস্যু করেছিল লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন।

টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন কি না, সেটা জানতে প্রথম আলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় খোঁজ নেয়। সেখানকার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক নাগরিকত্ব ত্যাগের কোনো আবেদন এখন পর্যন্ত করেননি।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক প্রথম আলোকে বলেন, যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি অনুযায়ী যেকোনো ব্যক্তি দুই দেশের নাগরিক হতে পারেন। এতে আইনি কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি সেটা স্বীকার করছেন না। বোঝা যাচ্ছে টিউলিপ সিদ্দিক অসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন।

টিউলিপের মুখপাত্র যা বললেন

টিউলিপ এখনো বাংলাদেশের ভোটার। তাঁর এনআইডি, পাসপোর্টসহ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব–সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রমাণের বিষয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের বক্তব্য জানতে তাঁর আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান স্টিফেনসন হারউডের কাছে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে গত ৩১ আগস্ট ই–মেইল করা হয়। এরপর দুই দফা তাগাদা দিয়ে ই–মেইল করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

তবে এই বিষয়ে ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য টাইমসকে টিউলিপ সিদ্দিকের পক্ষ থেকে তাঁর একজন মুখপাত্র বক্তব্য দিয়েছেন। তাতে বলা হয়, প্রায় এক বছর ধরে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ টিউলিপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুৎসা রটাচ্ছে, যদিও একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও হাজির করতে পারেনি।

টিউলিপের মুখপাত্র আরও বলেন, 'এখন তারা তথাকথিত বিচারপ্রক্রিয়াকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য জাল নথি ছড়াচ্ছে। টিউলিপ সিদ্দিক কখনো বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র বা ভোটার আইডি পাননি, এবং শৈশবের পর থেকে কোনো পাসপোর্ট রাখেননি। এটি তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম ক্ষুণ্ন করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা।' তিনি বলেন, 'মন্ত্রীদের নীতিমালাবিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা স্যার লরি ম্যাগনাস সিবিই ইতিমধ্যে বিস্তারিত তদন্ত শেষে ঘোষণা দিয়েছেন, টিউলিপ সিদ্দিক কোনো অনিয়ম করেননি।'

জন্মস্থান নিয়ে দুই রকম তথ্য

টিউলিপের এনআইডিতে জন্মস্থান ঢাকা এবং পাসপোর্টে জন্মস্থান লন্ডন লেখা। এর বাইরে বাকি ব্যক্তিগত তথ্য একই আছে।

এনআইডিতে টিউলিপের জন্মস্থানের তথ্য ভুল রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনআইডি-সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, প্রধানমন্ত্রীর ভাগনির মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির এনআইডি ফরমে থাকা তথ্য যাচাই বা এ নিয়ে প্রশ্ন করার মতো অবস্থান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের থাকে না। তা ছাড়া বাংলাদেশে এনআইডিতে নিজের নাম, মা-বাবার নাম, জন্মতারিখ, স্থান ইত্যাদি ভুল হরহামেশা থাকে। এসব ভুল সংশোধনের অসংখ্য আবেদন এখনো পড়ে আছে।

যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি অনুযায়ী যেকোনো ব্যক্তি দুই দেশের নাগরিক হতে পারেন। এতে আইনি কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি সেটা স্বীকার করছেন না। বোঝা যাচ্ছে টিউলিপ সিদ্দিক অসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন।

সর্বশেষ ৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের জারি করা এক পত্রে বলা হয়, এনআইডি সংশোধনের ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ৯ লাখ ৭ হাজার ৬৬২টি এনআইডি সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই ছয় মাসে এনআইডি সংশোধনের জন্য আবেদন পড়েছিল ৯ লাখ ৮৪ হাজার ৩৫৬টি।

টিউলিপের পাসপোর্ট ও এনআইডিতে ধানমন্ডির সুধা সদনের ঠিকানা উল্লেখ রয়েছে। তাঁর আয়কর বিবরণীতে ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধুর বাড়ির পাশাপাশি গুলশানের ৪ নম্বর রোডের তাঁর বাবা শফিক সিদ্দিকের বাড়ির ঠিকানা উল্লেখ রয়েছে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনা ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অনিয়মের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এরই মধ্যে টিউলিপকে চারটি মামলায় আসামি করা হয়েছে। দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সুনির্দিষ্ট তথ্য–প্রমাণের ভিত্তিতে এসব মামলা করা হয়েছে। টিউলিপের বাংলাদেশি পাসপোর্ট, এনআইডি ও ভোটার তালিকায় থাকা ঠিকানায় তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ মামলা প্রমাণের জন্য আদালতে উপস্থাপন করা হবে।

দ্বৈত নাগরিকত্বের গোলকধাঁধা

দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে এর আগে কথা উঠেছিল ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদকে (পুতুল) নিয়েও। তিনি বাংলাদেশের পাশাপাশি কানাডারও নাগরিক। যদিও তিনি বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক হন। দুদক বলছে, ওই নির্বাচনে মনোনয়নকালে সায়মা ওয়াজেদ কানাডার নাগরিক ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রশ্নটি নৈতিকতার। সায়মা ওয়াজেদ বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে। ডব্লিউএইচওর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক পদে বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়নই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। গত ১১ জুলাই সায়মা ওয়াজেদকে ছুটিতে পাঠায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সায়মা ওয়াজেদের পর আলোচনায় এল টিউলিপ সিদ্দিকের দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টি।

গত বছরের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর লন্ডন ও বাংলাদেশে টিউলিপের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠতে থাকে। দুর্নীতির নানা অভিযোগ ও সমালোচনার মুখে গত ১৪ জানুয়ারি যুক্তরাজ্যের সিটি মিনিস্টারের পদ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।

বাংলাদেশের সরকারি দপ্তরগুলোতে ব্রিটিশ এই এমপির নাগরিকত্বের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেলেও তিনি নিজেকে কেবলই ব্রিটিশ দাবি করে যাচ্ছেন। ফলে টিউলিপ সিদ্দিকের দ্বৈত নাগরিকত্বের এই গোলকধাঁধা বাংলাদেশের মতো যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনেও কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

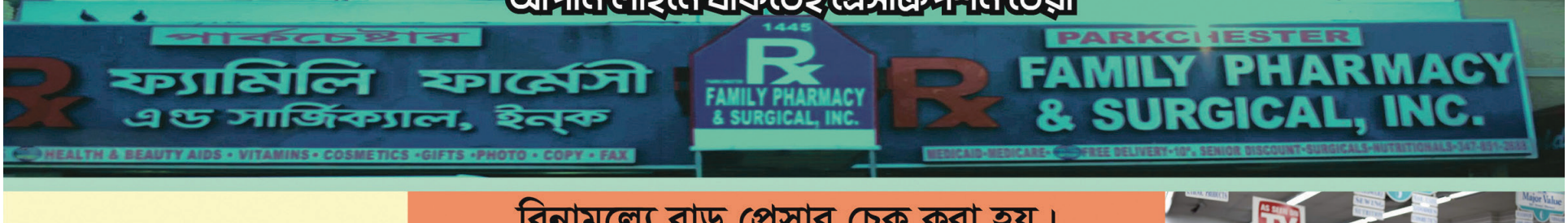
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

তারেক রহমান

বিএনপি ৭ হাজারের বেশি সদস্যের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছে

ঢাকা ডেস্ক

নানা অভিযোগে বিএনপির সাত হাজারের বেশি দলীয় সদস্যের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি জানান, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও অসদাচরণের দায়ে কেউ পদচ্যুত হয়েছেন। আবার অনেকেই বহিষ্কৃত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান তারেক রহমান।

ওই পোস্টে তারেক রহমান লেখেন, 'শৃঙ্খলা কোনো দুর্বলতা নয়; বরং সেটিই আমাদের শক্তি। নিজেদের সদস্যদের দায়বদ্ধ করার মাধ্যমেই আবারও প্রমাণ হলো যে, বিএনপি সততার ব্যাপারে আন্তরিক এবং আমরা ক্ষমতাসীনদের কাছে যেসব মানদণ্ড দাবি করি, নিজেদেরও ঠিক সেই একই মানদণ্ডে দাঁড় করাই।'

এভাবেই বিএনপি জনগণের, বিশেষ করে তরুণদের আস্থা পুনর্গঠন করতে চায় বলে জানান তারেক রহমান। সময়ের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিএনপি সব সময়ই নিজেকে আধুনিকায়ন করেছে বলেন তারেক রহমান।

পোস্টে তারেক রহমান আরও লেখেন, 'আমরা জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ও যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, তরুণদের কর্মসংস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের প্রতিশ্রুতিসহ ৩১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আমাদের নীতিমালা গড়ে উঠেছে। আমরা চাই অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আরও বেশি নারী, তরুণ নেতা ও পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে জাতি আরও এগিয়ে যায় এবং রাজনীতি মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে।'

বাংলাদেশের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো আলাদা, তাই বিএনপির পদক্ষেপগুলোকে নতুনভাবে চিন্তানির্ভর হতে হবে বলেন তারেক রহমান।

নিজ ঐতিহ্যকে ধারণ করে বিএনপি শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভবিষ্যৎমুখী ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথযাত্রাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলেও জানান তারেক রহমান।



আরও বেশি অভিবাসী চান ব্যবসায়ীরা!

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশটিতে প্রতিবছর প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মানুষ অভিবাসী হিসেবে আসে। তবে সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির কারণে অভিবাসীদের জীবনেস নেমে এসেছে দুর্যোগের কালো মেঘ। প্রতিনিয়ত শঙ্কায় জীবন পার হচ্ছে তাদের। যদিও ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আরও বেশি অভিবাসী চাইছেন। তাদের মতে, অভিবাসীরা অর্থনীতি ও সমাজকে গতিশীল করে এবং কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

জানা গেছে, টেকনোলজি খাত, কৃষি শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অভিবাসীদের চাহিদা বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এইচ-১বি ভিসার মাধ্যমে দক্ষ বিদেশি কর্মী নিয়োগ করে, যারা নতুন আইডিয়া এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কৃষি খাতের জন্য এইচ-১এ ভিসার মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিক প্রয়োজন। যারা ফসল তোলা, গাছপালা রোপণ এবং অন্যান্য মৌসুমী কাজগুলো দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশি শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের যোগদানের ওপর নির্ভরশীল। তারা শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মাধ্যমে বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন গবেষণার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে। এছাড়া, অভিবাসীরা নতুন ব্যবসা শুরু করে স্থানীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

> বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সীমিত অভিবাসন নীতি অর্থনীতির সম্ভাবনা সীমিত করতে পারে।

অভিবাসীদের ফলে আমেরিকান সমাজে উদ্ভাবন ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা খাদ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সৃজনশীল খাতে নতুন ধারনা নিয়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি বৃহৎ কোম্পানি এবং স্টার্টআপ অভিবাসীদের কারণে গ্লোবাল প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে পারছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সীমিত অভিবাসন নীতি অর্থনীতির সম্ভাবনা সীমিত করতে পারে। বরং সংযমী ও নিয়ন্ত্রিত নীতির মাধ্যমে দক্ষ এবং উদ্ভাবনী অভিবাসীদের প্রবেশ বাড়ানো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুফল বয়ে আনবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অভিবাসীরা শুধু কর্মশক্তি নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও অংশ। তারা নতুন সম্প্রদায় গঠন, স্থানীয় ব্যবসায়ে অবদান রাখা, এবং নাগরিকত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে সংহতি বৃদ্ধি করে। মার্কিন ব্যবসায়ী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বাস করে, অভিবাসীর এই বহুমাত্রিক অবদান দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য।

Tax & Immigration Services



Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি



(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

ডেলিভারি কর্মীদের চাকরিচ্যুতি সিটি কাউন্সিলে নতুন বিল

নিউইয়র্ক

ইব্রাহীম চৌধুরী



নিউইয়র্ক নগরীর রাস্তাঘাটে যারা প্রতিদিন খাবার পৌঁছে দেন, সেই ডেলিভারি কর্মীদের জীবন হঠাৎ করেই বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে এক ক্লিকেই। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যাদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়, সেই একই অ্যাপ তাদের কাজের দুয়ার মুহূর্তেই বন্ধ করে দিতে পারে। অভিযোগ, অনেক সময়ই কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা না জানিয়েই কর্মীদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে তাদের জীবিকা মুহূর্তেই থমকে যায়।

এমনই এক অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন ৫৪ বছর বয়সী হোসে ভালদেজ। চার বছরের বেশি সময় ধরে গ্রাবহাবের হয়ে ডেলিভারি করছিলেন তিনি। গ্রাহকদের কাছে তাঁর রেটিং সবসময়ই ভালো ছিল। কখনো কোনো অভিযোগ পাননি। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন—অ্যাকাউন্ট বন্ধ। আপিল করার পর জানতে পারেন, একটি মাত্র ডেলিভারি দেরি হওয়ার কারণেই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁর ভাষায়, “এটা সম্পূর্ণ অন্যায্য। কারণ না জানিয়ে বা ব্যাখ্যা না দিয়ে এমনটা হওয়া উচিত নয়।”

এই বাস্তবতা বদলানোর জন্যই নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে উঠেছে নতুন একটি বিল। গত শুক্রবার সিটি কাউন্সিলের ভোক্তা ও শ্রমিক সুরক্ষা কমিটিতে বিলটি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রস্তাব করা হয়েছে, যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো ডেলিভারি কোম্পানি কর্মীদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে পারবে না। শুধু সঙ্গত কারণ বা প্রকৃত অর্থনৈতিক কারণে কর্মীকে বাদ দেওয়া যাবে।

ব্রুকলিনের কাউন্সিল সদস্য জাস্টিন ব্র্যানন এই বিলের মূল উদ্যোক্তা। তাঁর প্রস্তাব—কোনো কর্মীর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হলে অন্তত ১৪ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। ব্র্যাননের ভাষায়, “আমরা কাউকে চাকরি থেকে না ছাড়ানোর কথা বলছি না। কিন্তু যদি নিয়ম ভাঙি, আগে সেটা জানতে চাই। আর আমাদেরও ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকা উচিত।” কুইন্সের কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণান একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছেন উবার ও লিফট চালকদের জন্য।

ডেলিভারি কর্মীদের অভিযোগ—অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়ার আগে কোনো সতর্কবার্তাই দেওয়া হয় না। অনেক সময় লগ-ইন করতে গিয়ে দেখা যায়, অ্যাকাউন্ট বন্ধ। কয়েক দিন পর কোম্পানি একটি তৈরি করা ইমেইল পাঠায়, যেখানে বলা হয়—প্রতারণার কারণে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কী ধরনের প্রতারণা বা কখন ঘটেছে, সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয় না।

শ্রমিক সংগঠন ওয়ার্কার্স জাস্টিস প্রোজেক্ট–এর নির্বাহী পরিচালক লিগিয়া গুয়ালপা বলেন, এই অভিজ্ঞতা প্রায় সবারই। আপিল করলে মাসের পর মাস ঝুলে থাকে। কৃষ্ণান এ বিষয়ে মন্তব্য করেন, “এখানে কোম্পানিই বিচারক, প্রসিকিউটর এবং জুরি। কর্মীর কোনো অবস্থান নেই।” ডেলিভারি কর্মী নেতা সার্জিও আজচে বলেন, “বছরের পর বছর ধরে এভাবেই চলছে। প্রত্যেক কর্মীরই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।”

অন্যদিকে কোম্পানিগুলোর দাবি ভিন্ন। উবারের প্রতিনিধি ফ্রেডি গোল্ডস্টেইন বলেন, ন্যূনতম মজুরি আইন কার্যকর হওয়ার পরই এই বহিষ্কার বেড়েছে। তাঁর যুক্তি—প্রতারণা ঠেকাতে এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে অনেক সময় কর্মী বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তবে তিনি স্বীকার করেন, যুক্তিসঙ্গত মানদণ্ড থাকলে কোম্পানির আপত্তি নেই। ডোরড্যাশের প্রতিনিধি কাসান্দ্রা পেরেজ-ডেসির বলেন, এই বিল কার্যকর হলে নিরাপত্তা বিধি ভঙ্গকারীদের সরানো কঠিন হয়ে পড়বে। এতে গ্রাহকের জন্য উল্টো ঝুঁকি তৈরি হবে।

শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে সিটির ভোক্তা ও শ্রমিক সুরক্ষা বিভাগ (ডিসিডব্লিউপি) এবং কম্পট্রোলারের কার্যালয়। তাদের প্রস্তাব—কোনো কর্মীকে বাদ দিলে ক্ষতিপূরণ বা বিদায়ভাতা দেওয়া হোক। ডিসিডব্লিউপির কর্মকর্তারা জানান, ন্যূনতম মজুরি আইন কার্যকর হওয়ার আগেও এবং পরেও অন্তত ছয়-সাতটি কোম্পানির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তারা পেয়েছেন।

এই বিতর্কের ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি গভীর সংকট। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করছে এই ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। অথচ হঠাৎ করে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে জীবন হয়ে যায় অচল। শ্রমিকরা বলছেন—তাদের জন্য ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা চাই। অন্যদিকে কোম্পানিগুলোর দাবি—তাদের স্বাধীনতা না থাকলে ব্যবসার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নষ্ট হবে।

(কৃতজ্ঞতাঃ দ্যা সিটি)

‘হোপ নেভার ডাইস’ প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনী ২৭ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ মহামারির সময়ের ভয়াবহ বাস্তবতা, মানুষের কষ্ট আর মানবিক বিপর্যয়ের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে এক হৃদয়স্পর্শী প্রামাণ্যচিত্র “হোপ নেভার ডাইস”। সংকটময় সেই সময়ে মানুষ কীভাবে আশা ধরে রেখেছিল এবং একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাই ফুটে উঠেছে এই প্রামাণ্যচিত্রে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুর ২টায় কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির জ্যামাইকা সেন্ট্রাল অফিসের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে এর বিশেষ প্রদর্শনী।

কুইন্স লাইব্রেরির নিউ আমেরিকান প্রোগ্রাম আয়োজন করছে এই প্রদর্শনী, যার ইভেন্ট পার্টনার অলাভজনক সংস্থা ওয়ান ওয়ান অর্গানাইজেশন এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান অটিজম সোসাইটি হাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো)। সবার জন্য উন্মুক্ত ও বিনামূল্যের এই আয়োজনে উপস্থিত থাকবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা ক্যাথরিন মাসুদ, কুইন্স লাইব্রেরির সহকারি পরিচালক ফ্রেড জে গিটনার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী তাজুল ইমাম, ওয়ান ওয়ান অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান মো: হাসানসহ বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি থাকবে সাংগীতিক আয়োজন। পরিবেশন করবেন মেলাল শাহ ও খন্দকার রাশিদুল হক, যন্ত্রসঙ্গীতে থাকবেন স্বপন দত্ত। সঞ্চালনা করবেন জনম সাহা। প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাণ, গবেষণা, পরিকল্পনা ও স্ক্রিপ্ট লিখেছেন লেখক ও সাংবাদিক শামীম আল আমিন। ৪৪ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই কাজটিতে উঠে এসেছে নিউইয়র্কে কোভিডের সময়ের ভয়াবহতা, মানুষের লড়াই, সংগ্রাম ও মনোবল। এতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, গণমাধ্যমকর্মী, ক্যাব চালক থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মজীবী মানুষ।

বাংলাদেশের খ্যাতিমান আবৃত্তিশিল্পী ভাস্বর বন্দোপাধ্যায় দিয়েছেন প্রারম্ভ ও সমাপ্তি কণ্ঠ, ধারাবর্ণনায় ছিলেন শামস উজ জোহা। সংগীতে ছিলেন স্বপ্নীল সজীব ও অভিজিৎ চক্রবর্তী জিতু।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজ আমাদের সমাজের ক্যান্সার

বিশেষ প্রতিনিধি

ইউটা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর স্পেন্সার কক্স (রিপাবলিকান) শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি একে “আমাদের সমাজের ক্যান্সার” আখ্যা দিয়ে বলেন, চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটক করার পর এখনই মানুষকে সতর্ক হতে হবে।

ইউটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবর্ষণের ঘটনায় ২২ বছর বয়সী টাইলার রবিনসনকে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে সংবাদ সম্মেলনের শেষে গভর্নর কক্স বলেন, মানুষের উচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বেরিয়ে আসা। সহিংসতার ভয়াবহ চিত্র প্রতিদিন ছড়িয়ে পড়ছে, যা মানব মনের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, “আমরা মানুষ হিসাবে—জৈবিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে—এখনও এমনভাবে বিবর্তিত হইনি যে আমরা এ ধরনের সহিংস দৃশ্য সামলাতে পারি। সম্প্রতি একটি নৃশংস ছুরিকাঘাতের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এটা আমাদের জন্য ভালো নয়, ভয়াবহ ক্ষতিকর। আমাদের এগুলো ভোগ করা উচিত নয়।” এখানে তিনি সম্প্রতি উত্তর ক্যারোলাইনায় ইউক্রেনীয় শরণার্থী ইরিনা জারুতস্কাকে হত্যার ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেন।

কক্স স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “এই মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আমাদের সমাজের জন্য ক্যান্সার। আমি সবাইকে উৎসাহ দেব লগ-আউট করতে, ফোন বন্ধ করতে, পরিবারের কাউকে আলিঙ্গন করতে, বাইরে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে এবং নিজের সমাজে ভালো কিছু করতে।”

সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর কক্স উল্লেখ করেন, চার্লি কার্কও জুন মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একই রকম মন্তব্য করেছিলেন। কার্ক লিখেছিলেন—“যখন সবকিছু দ্রুত ঘটে যাচ্ছে আর মানুষ দিশেহারা, তখন স্থির থাকা জরুরি। ফোন বন্ধ করো, ধর্মগ্রন্থ পড়ো, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাও, আর মনে রেখো ইন্টারনেটের রাগ আসল জীবন নয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।”

গভর্নর কক্স বলেন, সমাজ এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দুটি পথ—একদিকে সংঘাত আরও বাড়ানো, অন্যদিকে শান্তির পথ খুঁজে নেওয়া।

জামায়াত আমিরের সঙ্গে শিল্পমালিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা অফিস

গত রোববার এই সৌজন্য সাক্ষাতে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএমইএর পরিচালক সাইফুল্লাহ মানছুর, বিজিএমইএর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেলের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক ভুঁইয়া এবং জনসংযোগ ও প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদ কবির।

এ ছাড়া জামায়াতের শিল্প-বাণিজ্য শাখার সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল ডা. আনোয়ারুল আজিম ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. খালিদুজ্জামানও এই সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্ভাবনা, নতুন বিনিয়োগ, বিনিয়োগের পরিবেশ এবং সমসাময়িক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে ২০২৫ সালের শ্রম আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শিল্প মালিকেরা দেশের শিল্প-কারখানায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

জবাবে জামায়াতের আমির দেশের শিল্পকে রক্ষা এবং অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে আসায় শিল্প মালিকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

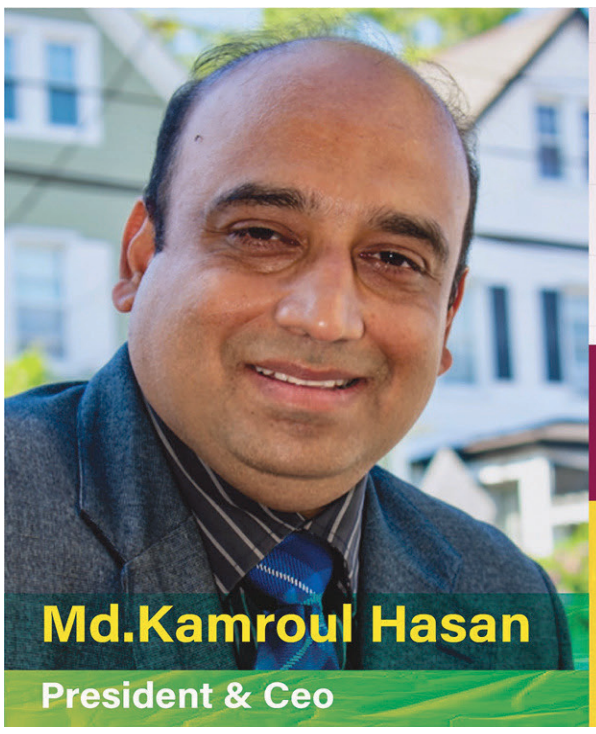
MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়



PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক হওয়া এক কঠিন-দীর্ঘ-ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া!

ইফতেখার ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক হওয়া অনেকের কাছে ‘আমেরিকান ড্রিম’ হলেও বাস্তবে এটি দীর্ঘ, জটিল এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। সাধারণত কোনো সরল ‘লাইনের’ মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়া যায় না। অধিকাংশ অভিবাসীর জন্য বৈধ পথ সীমিত, কঠোর নিয়মের অধীনে এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়াজাত।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সাধারণত তিনটি পথে ঘটে। চাকরি, পরিবার পুনর্মিলন বা মানবিক সুরক্ষা। প্রতিটি পথে নির্দিষ্ট কোটা, যোগ্যতা মানদণ্ড এবং ব্যাপক কাগজপত্র প্রয়োজন। ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে এসব পথ আরও কঠোর হয়ে ওঠে। নতুন নিয়ম, উচ্চ ফি, স্বল্প সময়ের কাজের অনুমতি এবং কিছু গ্রুপেরনিষিদ্ধ শরণার্থী ও আশ্রয় প্রার্থী আবেদনের প্রক্রিয়া বন্ধ করার কারণে নাগরিকত্ব পাওয়া অনেকের জন্য কঠিন হয়ে গেছে।

জানা গেছে, নাগরিকত্ব অর্জনের সময়কালও ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাভাবিক নিকটতম আত্মীয় স্বামী/স্ত্রী, বাবা-মা বা ছোট সন্তান প্রায় ৫–৭ বছরে নাগরিক হতে পারে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বা ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে ভিসার ব্যাকলগ ২০ বছরের বেশি হতে পারে, যার ফলে পুরো প্রক্রিয়ায় ২৫ বছর বা তার বেশি সময় লাগতে পারে। কিছু উচ্চ-দক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে শুধু গ্রিন কার্ডের জন্যও কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়।

তথ্য বলছে, এতদূর পৌঁছে নাগরিকত্ব পরীক্ষায় বসার পরও কঠোর নতুন নিয়মের মুখোমুখি হতে হয়। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নাগরিকত্ব দিবসে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ নতুন করে কঠিন পরীক্ষা প্রবর্তন করেছে। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও বাধার কারণে পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়, কর্মজীবন ব্যাহত হয় এবং মার্কিন অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী জনসংখ্যা এক মিলিয়ন কমেছে। যা ১৯৬০-এর দশক থেকে প্রথমবারের মতো ঘটেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, কাজের অনুমতি বাড়ানো, অভিবাসন আদালতের প্রক্রিয়া সহজ করা, ব্যাকলগ কমানো এবং বৈধ পথ সম্প্রসারণ করলে নাগরিকত্ব প্রাপ্তি সহজ করা সম্ভব।



স্ত্রী এরিকা কার্কের প্রথম প্রকাশ্য বক্তব্য, আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে

চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহে চার্লি কির্কের হত্যার দুই দিন পর তার স্ত্রী এরিকা কির্ক প্রথমবার প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখলেন। ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তিনি হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “আপনারা যা করেছেন তা বোঝেন না। আমার স্বামী দেশপ্রেম, বিশ্বাস ও ঈশ্বরের করুণার বার্তা প্রচার করতেন। তার মৃত্যু আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করেছে।”

এরিকা কির্ক কৃতজ্ঞতা জানালেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রথম প্রতিক্রিয়াদাতা, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের প্রতি। তিনি বলেন, “আমার স্বামীর নাম কেউ ভুলবে না। তার মিশন আরও সাহসী, শক্তিশালী ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।”

চার্লি কির্ক, টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, বুধবার ইউটাহ ভ্যালি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় নিহত হন। এফবিআই জানিয়েছে, ২২ বছর বয়সী টাইলার রবিনসন গ্রেফতার হয়েছেন।

এরিকা কির্ক ৩৬ বছর বয়সী, মিস অ্যারিজোনা ২০১২, দ্বৈত বিষয়ে স্নাতক এবং আমেরিকান লিগ্যাল স্টাডিজে জুরিস মাস্টার। তিনি “মিডউইক রাইজ আপ” পডকাস্ট হোস্ট করেন।

গাজা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বৃহস্পতিবার গাজায় যুদ্ধবিরতি ও মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির সর্বশেষ আহ্বানের ওপর ভোটাভুটি করবে। বারবার যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। জাতিসংঘ থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের প্রায় দুই বছরের আগ্রাসনের পর জাতিসংঘের দুর্ভিক্ষের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ১০টি অস্থায়ী সদস্য আগস্টের শেষের দিকে বর্তমান খসড়া প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শুরু করে। পূর্ববর্তী একটি খসড়ায় প্রাথমিকভাবে সাহায্যের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণের দাবি করা হয়েছিল।

পূর্ববর্তী ভেটোটি কাউন্সিলের অন্য ১৪ সদস্যের মধ্যে অস্বাভাবিক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

ডাইনামিক ট্যাক্সের আয়োজনে কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

মোহাম্মদ রশীদ

নিউজার্সির প্যাটারসন জোসেফ স্কুলে ডাইনামিক ট্যাক্সের আয়োজনে কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার এই প্রতিযোগিতায় শহরের এবং আশেপাশের এলাকার বহু ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা তিনটি বয়স গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রতিটি গ্রুপের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধারীদের জন্য নগদ পুরস্কার প্রদান করা হয়। মোট ৩,০০০ ডলারের অর্থমূল্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিযোগিতার জন্য শিক্ষার্থীদের কুরআন তেলাওয়াতের দুই থেকে তিন মিনিটের ভিডিও জমা দিতে হয়েছিল। বিচারকেরা ভিডিও মূল্যায়ন করে ফাইনালিস্টদের নাম ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রধান সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেন। তিনি বলেন, “কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটে। এই ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও কোরআনচর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।”



প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ, নৈতিকতা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যতেও শিশুদের আধ্যাত্মিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে মনোযোগী হয়ে এ ধরনের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রবাসী সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা ও কোরআনচর্চার গুরুত্ব এখনও অটুট রয়েছে এবং শিশুদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

নিউকো’র স্বেচ্ছাসেবক সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০ সেপ্টেম্বর

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি তরুণ প্রজন্মের স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মাননা জানাতে বিশেষ আয়োজন করতে যাচ্ছে দাতব্য প্রতিষ্ঠান নিউকো (NiUKo)। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, শনিবার, দুপুর ১টায় অ্যাস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

এ অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকদের নিবেদনকে স্বীকৃতি জানিয়ে সম্মাননা সনদ তুলে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস। যোগাযোগের জন্য আয়োজকদের ফোন নম্বর ও ইমেইলে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বাংলাদেশি তরুণদের স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আফ্রিকান নাগরিক নন এমন অভিবাসীদের ঘানায় পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র, বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি আফ্রিকান নাগরিক নন এমন অভিবাসীদের ঘানায় পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে ১৩ জন নাইজেরীয় এবং একজন গাম্বিয়ার নাগরিক রয়েছেন। যদিও তাদের কারও সঙ্গে ঘানার কোনো সম্পর্ক নেই।

ঘানার পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যামুয়েল ওকুজেতো আবরাকওয়া জানিয়েছেন, মানবিক কারণে এবং পশ্চিম আফ্রিকার ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে তারা সাময়িকভাবে এসব অভিবাসীকে গ্রহণ করেছেন। তবে পরবর্তীতে ১৪ জনকেই নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এসওয়াতিনি, রুয়ান্ডা ও দক্ষিণ সুদান একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো অভিবাসীদের গ্রহণ করেছে। উগান্ডাও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ ধরনের একটি চুক্তি করেছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে। কারণ অনেক অভিবাসীর নিজ দেশে ফেরার পর নির্যাতন বা ঝুঁকির শঙ্কা রয়েছে। আইনজীবীরা জানিয়েছেন, কিছু অভিবাসী আদালতের আদেশে নিজ দেশে ফেরত না যাওয়ার সুরক্ষা পাওয়ার পরও তাদের জোর করে পাঠানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের এই ব্যাপক বহিষ্কার কর্মসূচি মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন।

LEGAL NETWORK
INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব



অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

পাওনা টাকার দাবিতে আজাদের সংবাদ সম্মেলন, পাল্টা অভিযোগ আসেফ বারীর

নিউইয়র্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক



২০২৩ সালের ১০ মে লিবার্টি রেনুভেশনের সিইও মোহাম্মদ আজাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন লায়ন্স ক্লাবের গভর্নর ও বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুল। দুই বছরেরও বেশি সময় পর আসেফ বারী টুটুলের বিরুদ্ধে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করলেন মোহাম্মদ আজাদ। গত ১৪ সেপ্টেম্বর (রোববার) কুইন্স প্যালেসে বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুলের কাছে পাওনা টাকা আদায়ের দাবিতে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এসময় তার স্ত্রী রোকসানা মির্জাও উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত হন।

সংবাদ সম্মেলনে আজাদ বলেন, নিউইয়র্কে আমি অনেকের জন্যই কাজ করেছি। সবাইকে হ্যাপী করা সম্ভব না। মুষ্টিময় দুয়েকজন আমার উপর আপসেটও থাকতে পারেন। আমি কাজ করি, কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিই। এতে আমার লজ্জার কিছু নেই, লজ্জা হলো চুরিতে। আমি সবচেয়ে বড় কাজ করেছিলাম আসেফ বারী টুটুলের সাথে। সব কাজ শেষে উনি আমাকে ৯ লাখ ৩৫ হাজার ডলার দিয়েছিলেন। উনার কাছে আমি এখনো ৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার পাওনা। উল্টো উনিই আমার নামে প্রতারণার মামলা করলেন, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আসেফ বারীর মামলা শুধুই তার সুনাম নষ্ট করার জন্য করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এ ঘটনায় পাল্টা মামলার কথাও জানান আজাদ। তবে বিভিন্ন কারণে তা এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হন তিনি। তার অসংলগ্ন বক্তব্যের কারণে সামাজিক কোন সহায়তাও পাননি বলে জানা গেছে। সোমবারের সংবাদ সম্মেলনেও তার অপ্রাসঙ্গিক দীর্ঘ বক্তৃতায় আগত সাংবাদিকদের বিরক্ত হতে দেখা যায়। সংবাদ সম্মেলনের ব্যানারে আসেফ বারীর ছবি থাকলেও অনুষ্ঠান শুরুর আগ মুহূর্তে তড়িগড়ি করে তা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলে সে ঘটনাটিও মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যদিও এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন মোহাম্মদ আজাদ।

এ বিষয়ে বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুল বলেন, আমি ওর কাছে উল্টো সাড়ে ৫ লাখ টাকা পাই। আমি ব্যাংকের কাগজপত্রও জামা দিয়েছি। যার মামলা এখনো চলমান। কোর্টে সে শুনানিতে যায়না। বিভিন্ন অজুহাতে সে সময়ক্ষেপন করছে।

আজাদের দাবিকৃত টাকার জন্য করা মামলার বিষয়ে আসেফ বারী বলেন, এ ধরনের কোন মামলার সম্পর্কে আমি জানিনা। সে যদি আমার বিরুদ্ধে মামলা করতো, কোর্ট তো আমাকে নোটিশ করতো। আমি এখনো পর্যন্ত কোন নোটিশ পাইনি।

জানা গেছে, ২০২৩ সালের সংবাদ সম্মেলনে আসেফ বারী টুটুল ছাড়াও গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ, ডাক্তার মাসুদুর রহমান ও লোকমান শিপন আজাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছিলেন। ওই ঘটনায় আসেফ বারী টুটুল মামলা দায়ের করেছিলেন, যা এখনো চলমান। এছাড়া লোকমান শিপনের দায়ের করা মামলার রায় গেছে তার পক্ষেই। আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করলে আজাদকে কারাভোগ করতে হবে। অভিযোগ রয়েছে, কানেকটিকাটের "আপনা বাজার" নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকেও টাকা নিয়েছেন মোহাম্মদ আজাদ। ক্ষতিগ্রস্ত ভুক্তভোগীরা অন্যদের সতর্ক করে বলেছেন, আজাদের সাথে ভবিষ্যতে কোনো ব্যবসা বা লেনদেনের আগে সাবধান হতে।



নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন মেরী জোবায়দা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশি-আমেরিকান মেরী জোবায়দা নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এস্টোরিয়ার ডাচ কিলস পার্কে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে তিনি প্রার্থীতার ঘোষণা দেন।

অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিবিদসহ দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, প্রবীণ প্রবাসী আবুল কালাম, অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪-এর ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মাহতাব খান, বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মইনুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ আল আমীন রাসেলসহ অসংখ্য নেতা মেরী জোবায়দার প্রার্থীতাকে সমর্থন জানান।

এছাড়া, ভারতীয় শিখ কমিউনিটির নেতা জাপরেত সিং, আমেরিকান কমিউনিটি হারলেমের লিডার জুলিয়ান সেজুরা, ইউনিয়ন লিডার রবার্ট রেমস, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এবং টিবিএন-২৪ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এ এফ এম মিসবাহুর রহমান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহসভাপতি জাবেদ উদ্দিন ও মেরী জোবায়দার কমিউনিকেশন ডিরেক্টর জেমস কর্জা।

মেরী জোবায়দা তার বক্তব্যে বলেন, নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটদের সিটি, অভিবাসীদের সিটি। সবাই মিলে আমাদের এই সিটিকে সুন্দর করতে হবে। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং নির্বাচনী এজেন্ডা বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠানে কুইন্সসহ নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বরো থেকে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি-আমেরিকান ও দক্ষিণ এশীয় প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। প্রবাসী গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মধ্যেও ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান এবং সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম।

উইন্ডসর ক্যাসেলে ট্রাম্প এপস্টেইনের ছবি, গ্রেপ্তার ৪

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



যুক্তরাজ্যের উইন্ডসর ক্যাসেলের গায়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইনের ছবি প্রজেক্ট করার ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্রাম্প যুক্তরাজ্যে তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরের সময় এই রাজপ্রাসাদেই ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল রাতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাজ্যে পৌঁছান ট্রাম্প। আজ তিনি লন্ডনের প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিমে উইন্ডসর ক্যাসেলে রাজা তৃতীয় চার্লসের উষ্ণ অভ্যর্থনা পাবেন।

ট্রাম্প রাজপ্রাসাদে যাওয়ার আগের দিন অর্থাৎ, গতকাল বিক্ষোভকারীরা উইন্ডসর ক্যাসেলের কাছে ট্রাম্প ও এপস্টেইনের ছবি সংবলিত একটি বিশাল ব্যানার খুলে ধরে। পরে তারা দুজনের বেশ কিছু ছবি ক্যাসেলের একটি টাওয়ারের ওপর প্রজেক্ট করে।

পুলিশ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, উইন্ডসর ক্যাসেলে 'অননুমোদিত প্রজেকশনের' ঘটনায় সন্দেহভাজন চার প্রাপ্তবয়স্ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা এটিকে একটি 'পাবলিক স্টান্ট' হিসেবে বর্ণনা করেছে। চারজন এখনো পুলিশের হেফাজতে আছে।

গত ৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ডেমোক্র্যাটরা এপস্টেইনকে ২০ বছরের বেশি আগে ট্রাম্পের লেখা একটি জন্মদিনের চিঠি প্রকাশ করে। যদিও হোয়াইট হাউস এর সত্যতা অস্বীকার করেছে। সেই চিঠিও গতকাল উইন্ডসর ক্যাসেলের ওপর প্রজেক্ট করেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। এপস্টেইন যাদের নিপীড়ন করেছিলেন তাদের ছবি, তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলার সংবাদ প্রতিবেদন এবং পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনও রাজপ্রাসাদের গায়ে প্রজেক্ট করা হয়।

মাউন্ট মরিস রোড: পথের বাঁকে বাঁকে প্রকৃতির গান

নিজস্ব প্রতিবেদক



বিংহ্যামটনের দিকে যাত্রা শুরু করলে মাউন্ট মরিস রোড যেন ভ্রমণকারীর জন্য প্রথম বন্ধু হয়ে ওঠে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের এই ছোট্ট রুটটি শুধু একটি রাস্তা নয়; এটি প্রকৃতির সঙ্গে শহরের সংযোগের এক অনন্য রূপক। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা সবুজ চারণভূমি, ছোট পাহাড়ি দৃশ্য এবং নদী পার হওয়া রাস্তার বাঁকগুলো পথচলতি যাত্রাকে করে তোলে মনোমুগ্ধকর ও মনে রাখার মতো।

শরৎকালে রোডটি একেবারে রঙিন ক্যানভাসে রূপান্তরিত হয়। গাছেদের সোনালি, লাল ও কমলা পাতাগুলো যেন প্রকৃতির নিজস্ব সাজ। পথের ধারে ছোট্ট গ্রাম, পুরনো ফার্মহাউস, এবং স্থানীয় দোকানগুলো এক ধরনের স্থানীয় জীবনচিত্র ফুটিয়ে তোলে। প্রতিটি ছোট শহর, ফার্ম, দোকান যেন ভ্রমণকারীর জন্য গল্পের মতো অপেক্ষা করছে।

মাউন্ট মরিস রোড শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যই নয়, এটি স্থানীয় জীবনের এক জীবন্ত চিত্রও বহন করে। পথচারীরা হরেকরকম মানুষের সঙ্গে দেখা করেন। কিছু কৃষক, কিছু পর্যটক, আবার কিছু প্রতিদিনের যাত্রী। মাঝপথে থামলে ছোট ক্যাফে, বেকারি এবং স্থানীয় খাবারের দোকানগুলো ভ্রমণকারীর জন্য স্বাগত জানিয়ে থাকে। এগুলো শুধু ক্ষুধা মেটানোর জায়গা নয়, বরং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়।

লেচওয়ার্থ স্টেট পার্ক, এখানে পৌঁছালে মনে হয় শহরের ব্যস্ততা একেবারেই দূরে। ঝর্ণা, উঁচু পাহাড় এবং নদীর ধারে হাঁটার পথ ভ্রমণকারীর মনকে শান্তি ও আনন্দে ভরে তোলে। বিশেষ করে ঝর্ণার পাশে বসে নদীর জলধারার ধ্বনিতে মন হারিয়ে যায়। ভোর বা সন্ধ্যায় রোডটি আরও মোহনীয় হয়ে ওঠে, যখন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের আলোর রঙ গাছেদের পাতায় প্রতিফলিত হয়।

শরৎকালে রোডটি আরও একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা দেয়। লাল, কমলা, সোনালি ও হলুদ রঙের পাতা যেন ভ্রমণকারীদের জন্য প্রকৃতির নিজস্ব উৎসব সাজিয়েছে। গাড়ি চালাতে চালাতে বা পথ হাঁটতে হাঁটতে এই দৃশ্য ভ্রমণকারীর চোখ ও মনকে আনন্দে ভরে তোলে। ছোট্ট গ্রামগুলোও রোডের সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করে। মাউন্ট মরিস রোডের আরেকটি বিশেষ দিক হলো এটি প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে শহরের বাইরে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি পাহাড়ি ঢাল, প্রতিটি নদীপথ, প্রতিটি ছোট্ট গ্রাম। সবই এক মনোমুগ্ধকর গল্পের অংশ।

রোডের মাঝপথে থামলে স্থানীয় কৃষক, পর্যটক এবং পথচারীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়। এই সংযোগ শুধু ভ্রমণকে আনন্দদায়ক করে না, বরং স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

বিংহ্যামটনের দিকে যাত্রা যদি শুধুমাত্র গন্তব্যের জন্য হয়, তবে মাউন্ট মরিস রোড মনে করিয়ে দেয় যে পথও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গাড়ি চালানো নয়, এই রাস্তায় ভ্রমণ মানে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তি খুঁজে পাওয়া, শহরের ব্যস্ততা থেকে দূরে সরে আসা এবং নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধান করা। মাউন্ট মরিস রোড একেবারে কাব্যিক অভিজ্ঞতা। এই রোডে ভ্রমণ মানে কেবল গন্তব্যে পৌঁছানো নয়, বরং যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা।





বিয়ের জন্য ভারতে আসা মার্কিন নারীকে হত্যার পর পুড়িয়ে ফেলা হয়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছিলেন ৭১ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নারী রুপিন্দর কৌর পান্ধের। উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডের বাসিন্দা এক প্রবাসী ভারতীয়কে (এনআরআই) বিয়ে করা। কিন্তু বিয়ের আগেই তাঁকে খুন হতে হয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলছে, গত জুলাইয়ে এই ঘটনা ঘটলেও সম্প্রতি এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

পুলিশ জানিয়েছে, ৭৫ বছর বয়সী অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম চরণজিৎ সিং গ্রেওয়াল। তিনি পাঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা। রুপিন্দরকে তিনিই সিয়াটল থেকে ভারতে ডেকে আনেন।

কিন্তু ভারতে আসার পর রুপিন্দর তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ পান। গত ২৪ জুলাই রুপিন্দরের বোন কমল কৌর খাইরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে চিন্তায় পড়ে যান। এরপর তিনি মার্কিন দূতাবাসে বিষয়টি জানান এবং তাদের চাপে স্থানীয় পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

নিউইয়র্কে গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার প্রেজেন্টস ‘আতিফ আসলাম শো’

ডেস্ক রিপোর্ট

তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় গায়ক আতিফ আসলামের সুর ও নৃত্যে মুগ্ধ হলো নিউইয়র্ক প্রবাসীরা। গত ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার শাহ নেওয়াজ গ্রুপের আমন্ত্রণে লং আইল্যান্ডের নাসাউ কলোসিয়ামে আয়োজিত এই কনসার্টে হাজারো দর্শক-শ্রোতার ঢল নামে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও বিকেল থেকেই অডিটরিয়ামের বাইরে দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। প্রবেশপথে ছিলো কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা। আয়োজক শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে দর্শকদের প্রবেশে সহায়তা করেন।

আসনভেদে ৬০ ডলার থেকে এক হাজার ডলার পর্যন্ত টিকিট বিক্রি হলেও চাহিদা ছিলো নির্ধারিত আসনের চেয়ে অনেক বেশি। দর্শকদের স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টিকিট বিক্রি করা হয়। ভেতরে ছিলো খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা এবং প্রায় দুই শতাধিক নিরাপত্তারক্ষী নিয়োজিত ছিলেন।

রাত নয়টায় মঞ্চে উঠে আতিফ আসলাম টানা দুই ঘণ্টা গান পরিবেশন করেন। তিনি শুধু গানই নয়, অডিটরিয়ামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে শ্রোতাদের সঙ্গে হাত মেলান, সেলফি তোলেন এবং ভক্তদের আবেগ ভাগাভাগি করেন। বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও ভারতীয় প্রবাসীদের উপস্থিতিতে পুরো অডিটরিয়াম উৎসবে পরিণত হয়। তরুণ-তরুণীদের উচ্ছ্বাস ছিলো চোখে পড়ার মতো।

ফ্লোরিডা থেকে আসা নাদিয়া বকর ‘আই লাভ ইউ আতিফ’ লিখে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মঞ্চে পৌঁছালে শিল্পী তা গ্রহণ করেন এবং ভালোবাসার প্রতিদান দেন। অনেক ভক্তই তাকে কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত হন। অনুষ্ঠান শেষে দর্শকরা একবুক আনন্দ নিয়ে ঘরে ফেরেন এবং আবার আতিফকে দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

আয়োজক শাহ নেওয়াজ গ্রুপ জানায়, এটি নিউইয়র্কে কোনো বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে সর্ববৃহৎ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। খুব শিগগিরই তারা আরও বড় পরিসরে বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে গ্র্যান্ড শো আয়োজনের পরিকল্পনা করছে। আতিফ আসলামও আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিউইয়র্কে আবার আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ফেন্টানিল পাচারে জড়িত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফেন্টানিল নামক একধরনের সিনথেটিক মাদকের উপাদান পাচারে জড়িত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ বৃহস্পতিবার দিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নতুন করে ভিসার আবেদন করলেও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মার্কিন দূতাবাসের বরাতে এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

বিবৃতিতে কারও নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অযোগ্য হবেন। এ ছাড়া ফেন্টানিলের উপাদান পাচারের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলোর শীর্ষ নেতৃত্ব ভিসার জন্য আবেদন করলে তা মার্কিন কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করবে।

দূতাবাস জানায়, মার্কিন সরকার মাদক পাচার মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যারা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে মাদক উৎপাদন ও পাচারে জড়িত, তারা ও তাদের পরিবার ফল ভোগ করবে, যার মধ্যে ভিসা প্রত্যাখ্যান অন্যতম।

এ ছাড়া মার্কিন দূতাবাস ভারত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে জানায়, ‘এই যৌথ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা কৃতজ্ঞ। শুধু একসঙ্গে কাজ করলেই দুই দেশের জনগণকে অবৈধ মাদকের হুমকি থেকে রক্ষা করা সম্ভব।’ ফেন্টানিল একটি কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত ওপিওইড, যা হেরোইনের চেয়ে ৫০ গুণ শক্তিশালী। মাত্র দুই মিলিগ্রাম গ্রহণ করলেই এটি প্রাণঘাতী হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) তথ্যমতে, ২০২৪ সালে ফেন্টানিল-সম্পর্কিত মাদকের কারণে ৪৮ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

১৯৬০-এর দশকে ব্যথানাশক হিসেবে চিকিৎসায় অনুমোদন পায় ফেন্টানিল। তবে পরবর্তী সময়ে এটি সবচেয়ে প্রাণঘাতী মাদক হিসেবে পরিচিতি পায়।



৫ মিনিটে ব্রান্ডের ফারফিউম তৈরি করে দেন বাঙালি উদ্যোক্তা ফরিদ খন্দকার

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফারফিউম কেবল সুগন্ধ নয়; এটি অনুভূতি, স্মৃতি, এবং ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। এটি শিল্প, বিজ্ঞান এবং নান্দনিকতার এক বিস্ময়কর সমন্বয়। এটি তৈরিতে ভালো উপাদানের সাথে প্রয়োজন সূক্ষ্ম কারিগরি জ্ঞান ও নান্দনিক বোঝাপড়া। বোতলের নকশা, রঙের ব্যবহার এবং প্যাকেজিংও ফারফিউমের নান্দনিকতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভালো ফারফিউম তখনই সফল হয় যখন এটি দৃষ্টিনন্দন, ব্যবহারবান্ধব এবং সুগন্ধের সঙ্গে মানানসই হয়।

এমন সব বোঝাপড়ার সমন্বয় ঘটিয়ে নান্দনিকভাবে ফারফিউম তৈরি করে যাচ্ছেন বাংলাদেশি তরুণ উদ্যোক্তা ফরিদ খন্দকার আখতার। নিউইয়র্কের বাফেলো ট্রেড সেন্টারের অবস্থিত তার দোকানটিতে স্থান পায় হরেক রকমের ফারফিউম। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নিমিষেই বানিয়ে দেন বিভিন্ন ব্রান্ডের সুগন্ধী ফারফিউম।

সরজমিনে দেখা গেছে, হাতে ফারফিউম তৈরি করছেন যত্নসহকারে। বোতল ও এসেনশিয়াল অয়েল সাজানো, ফোঁটা ফোঁটা মাপা হচ্ছে। গন্ধ পরীক্ষা করা হচ্ছে টেস্ট স্ট্রিপে। কিছুটা চামড়ার ওপর ফারফিউম লাগিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও সুষম গন্ধ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ছোট, পরিষ্কার, সুগন্ধে ভরা পরিবেশে তীক্ষ্ণ মনযোগে তৈরি করছেন এসব সুগন্ধী।

ফরিদ খন্দকার আখতার বলেন, মাত্র ৫ মিনিটে যে কোনো ব্র্যান্ডের ফারফিউম তৈরি করে দেই। আমাদের এখানে দাম মার্কেট থেকে অনেক কম। তবে মান একদম একই ধরণের। মূলত ক্রেতাদের কথা চিন্তা করে, বাড়তি বিক্রির জন্যই আমরা দাম কমে রাখি।

তিনি বলেন, আমরা রিটেইল ও হোলসেল উভয়ভাবেই ফারফিউম সরবরাহ করি। হোলসেল ক্রেতারা বড় পরিমাণে কেনাকাটার মাধ্যমে বিশেষ ছাড়ও পান। আমি চাই ক্রেতারা শুধুমাত্র পণ্য কিনবেন না, সাথে পুরো প্রক্রিয়াটি নিজে দোকানে এসে দেখতে পারবেন।

দোকানের ক্রেতারা বলেন, এভাবে নিজের চোখে দেখে ফারফিউম তৈরি হওয়া সত্যিই অনন্য অভিজ্ঞতা। দামও বাজারের তুলনায় অনেক কম এবং মান ভালো।

কমিউনিটির সদস্যরা বলছেন, এ ধরনের ব্যবসা আমাদের কমিউনিটির তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য অনুপ্রেরণার। নিজের শ্রম ও সৃজনশীলতা দিয়ে এত সুন্দর ব্যবসা গড়ে তোলা সত্যিই প্রশংসনীয়।




Happy
Durga Puja
2025
BAFA Dance Group
Payel Sarker
Actress, Tollywood Film
Debarati Bhattacharjee
Shantanu Bhowmick
Shibani Roy Ghosh
Bindu Kona
Shwapnil Shojib
Udipto
শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫
পূজা মন্ডপ: গোল্ডেন ইয়ার'স পার্টি হল
258-20 Hillside Ave, Floral Park, NY-11004
তারিখ: ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (শনি ও রবিবার)
পূজা আরম্ভ প্রতিদিন দুপুর ১২:১৫, পূজা অন্তে প্রসাদ বিতরণ
২ দিন ব্যাপী শারদ উৎসবের প্রতি সন্ধ্যায় থাকবে দুই বাংলার শিল্পীদের নিবেদিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
RITU DAS
UPAMA
ANKUSH
ANURAG
SHUVOSREE
SANTI
SWAPNIL
RIDDHIMA
HRIDY
RUHAN
বিনীত
পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী
সভাপতি
646-477-8314
রীনা সাহা
সাধারণ সম্পাদক
347-891-9978
MEDIA PARTNER:
AKSHATHA THEEPAN
SUNVI, ADRITA, ONINDITA & SUPTI
সার্বিক যোগাযোগ
ফনীন্দ্র সাহা (৩৪৭-৭৪০-৭৩১০), মাধব সাহা (৭১৮-২৫৫-৫৯৩৫), জিতেন মন্ডল (৩৪৭-৭০৭-৩৪০৭), শংকর সাহা (৯১৭-৩৪০-৫১২৭), তপন সাহা (৭১৮-৭৯৫-৩৮২৬),
অসীম সাহা (৩৪৭-৪৮৪-২২৪৫), রতন দাস (৩৪৭-৮৯৮-৭৭৪৮), দেবব্রত দাস (৩৪৭-২৭৯-৪৩৭৯), রিংকী নিয়োগী (৯১৭-৩৪০-৭৩০৭), উত্তম দাস (৩৪৭-৭৯১-০৪৫১),
কল্যানী চ্যাটার্জী (৩৪৭-৪০৮-৭৪৯৫), আশীষ সাহা (৩৪৭-৮৬৬-৮১৩৮), বিশ্বজিত সরকার (৯২৯-২৩৮-২৭৫৭), সুজিত সাহা (৯২৯-৩৭১-০৭২৭), ডালিয়া চৌধুরী (৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১),
সনৎ সাহা (৩৪৭-৩৩৪-৯৮০১), বনানী রায় (৯১৭-৫৯৫-৭৮৮৪), অজয় চক্রবর্তী (৩৪৭-৪৪৭-৪৬৭৬), ঝুনু সাহা (৩৪৭-৮৯২-১৬৩১), দেবশ্রী সাহা (৯১৭-৩৭৮-০০১৪)।
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA.,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748



- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



শিশু-কিশোরদের ভাষা চর্চার মাধ্যম বাংলা সংবাদপত্র

প্রবাসেও কদর বাংলাদেশি সংবাদপত্র, সময়ের সঙ্গী প্রবাসী বাঙালিদের

মনজুরুল হক

বাঙালি মানেই শেকড়ের প্রতি টান। সেই টানই '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে শিখিয়েছে। বিদেশে পাড়ি জমালেও সেই মায়া ও ভালোবাসা প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে অটুট থাকে। তাইতো যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেও তারা ভুলতে পারেন না বাংলা ভাষার ছোঁয়া। উজ্জ্বল নামিদামি ইংরেজি সংবাদপত্র হাতের কাছে থাকলেও বাঙালিরা এখনও মাতৃভাষার সংবাদপত্রে বেশি টান অনুভব করেন।

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রতি সাপ্তাহে নিয়ম করে বাঙালিরা বাসায় নিয়ে যান নানা বাংলা সংবাদপত্র। এসব পত্রিকায় তারা খুঁজে পান শেকড়ের পরিচয়, দেশের খবর, আবার বিশ্বজুড়ে নানা ঘটনার বিশ্লেষণও। বিদেশের মাটিতে এসব সংবাদপত্র যেমন প্রবাসী বয়স্কদের সময় কাটানোর সঙ্গী, তেমনি শিশু-কিশোরদের কাছে মাতৃভাষা শেখার অন্যতম মাধ্যম।

শুধু তাই নয়, বাঙালি কমিউনিটির অধিকার, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এসব সংবাদপত্র। যার ফলে সময়ের সাথে সাথে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বাড়ছে বাংলা সংবাদপত্রের কদর।

গত শুক্রবার নিউইয়র্কের একটি মসজিদের সামনে দেখা যায় বাংলা সংবাদপত্র সংগ্রহের দৃশ্য। জুমার নামাজ শেষে প্রবাসীরা হাতে তুলে নিচ্ছেন পছন্দের পত্রিকা। কেউ নিচ্ছেন দুই কপি, কেউবা চার কপি পর্যন্ত। শুধু মসজিদ নয়, প্রবাসী দোকানপাট ও নির্দিষ্ট কিছু স্পটে নিয়ম করে এসব পত্রিকা সংগ্রহ করেন পাঠকেরা। আবার অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনলাইনে চোখ বুলিয়ে নেন।

বিশিষ্টজনরা বলছেন, বাংলা সংবাদপত্র কেবল খবরের উৎস নয়; তারা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সেতু। বিদেশে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের কাছে এটি শেকড়ের স্মারক। নিউইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডা কিংবা টেক্সাস, প্রতিটি কমিউনিটি সংবাদপত্রে খোঁজে নিজের দেশের প্রতিফলন। রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ব্যবসা সবকিছুই জায়গা পায় এসব পত্রিকায়।

তারা আরও বলেন, বাচ্চাদের মাতৃভাষা শেখাতে বাংলা সংবাদপত্র এক অমূল্য মাধ্যম। আর বয়স্কদের কাছে এটি যেন এক টাইম মেশিন দেশ ও শেকড়ের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখে।

মাহমুদুল হাসান নামে বাফেলোর এক বাঙালি বলেন, সারাদিনের কাজ শেষে বাসায় ফিরে যখন বাংলা পত্রিকা হাতে নেই, মনে হয় যেন দেশের মাটির গন্ধ পাচ্ছি। ইংরেজি সংবাদপত্রে নিজের সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু বাংলা পত্রিকায় দেশ, রাজনীতি, সংস্কৃতি সব একসাথে পাই।

শারমিন আক্তার নামে নিউইয়র্কের জ্যকসন হাইটসের এক শিক্ষার্থী বলেন, আমার ছোট ভাই-বোনেরা বাংলা ভালো করে পড়তে শিখছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে। তারা গল্প, কবিতা আর বিজ্ঞাপন পড়ে আনন্দ পায়। এতে যেমন ভাষার চর্চা হচ্ছে, তেমনি দেশকেও কাছ থেকে চিনতে পারছে।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস শুরু হয় ৮০'র দশক থেকে। বর্তমানে নিউইয়র্ক থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা, সাপ্তাহিক ঠিকানা, সাপ্তাহিক বাঙ্গালী, সাপ্তাহিক আজকাল, সাপ্তাহিক প্রবাস ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশসহ বেশ কিছু পত্রিকা। সেই সাথে রয়েছে কিছু অনলাইন টেলিভিশন। এসব গণমাধ্যম প্রবাসী বাঙালিদের জন্য মাতৃভাষায় খবর, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়াবলী নিয়ে কাজ করে এবং প্রবাসী কমিউনিটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে।



বাংলাদেশি পণ্যে সজ্জিত বাফেলো ট্রেড সেন্টার, পাওয়া যায় ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের বাফেলো শহরের ওয়ালডেন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত বাফেলো ট্রেড সেন্টার সম্প্রতি স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিশেষ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রায় ৬০ হাজার বর্গফুট আয়তনের এই কেন্দ্রে ৩৪টি স্টল রয়েছে। যেখানে স্থানীয় উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করতে পারছেন।

সরজমিনে দেখা গেছে, বাফেলো ট্রেড সেন্টারে বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় পণ্য যেমন–শাড়ি, আবায়া, কটন কাপড়, গহনা, মিষ্টি ও দেশি স্ট্রিট ফুড পাওয়া যায়। এছাড়াও মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র যেমন নামাজের গদি, প্রার্থনার মাদ্রাসার সামগ্রী এবং ঈদ উৎসবের খাবারও এখানে পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, গহনা, পারফিউম, বাঙালি খাবার, বুবা ও স্মুদিসহ বিভিন্ন পণ্য।

স্থানীয় ক্রেতা সারা খান বলেন, আমি অনেক খুঁজেছি এমন একটি জায়গা যেখানে বাংলাদেশি পোশাক এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র একসাথে পাওয়া যায়। বাফেলো ট্রেড সেন্টার আমাদের জন্য সত্যিই একটি আশীর্বাদ।

অন্য এক ক্রেতা আহমেদ রশিদ জানান, আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি রামাদান এবং ঈদে এখান থেকে প্রয়োজনীয় সব জিনিস কিনতে পারি। এটি শুধু বাজার নয়, এক ধরনের সামাজিক মিলনমেলার মতো। যেখানে আমরা সবাই একসাথে আসতে পারি।

মোহসিনা বেগম একজন স্থানীয় তরুণী বলেন, আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে এখানে এসেছি এবং দেখি কত ধরনের পোশাক, গহনা ও খাবার পাওয়া যায়। এটি বাফেলোর পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি দারুণ প্ল্যাটফর্ম।

সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক আদম সামাদ জানান, আমরা বাফেলোকে এমন কিছু সরবরাহ করছি না যা আমরা মনে করি কার্যকর হবে; বরং সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করছি, 'আপনারা কী চাইবেন?' এটাই আমাদের মূল পার্থক্য। একজন ব্যবসায়ী চাইলে স্টল, শেলফ বা বারবার শপ খোলার মতো যেকোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা এই ভবনে বিনিয়োগ করেছি, যাতে সম্প্রদায়ের মানুষ এক ছাদের নিচে এসে একাধিক ব্যবসার মাধ্যমে ভিন্ন ও অনন্য পণ্য ও সেবা উপভোগ করতে পারে।

সামাদ জানান, এটি বাফেলোর পূর্বাঞ্চলের একটি ব্যস্ত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক হাব হিসেবে গড়ে উঠবে। আমরা চাই বাফেলোর শিল্পী, শিক্ষার্থী এবং উদ্যোক্তারা এখানে এসে তাদের প্রতিভা ও সেবা প্রদর্শন করুক। যাতে স্থানীয় সম্প্রদায় নতুন কিছু উপভোগ করতে পারে।

নিউইয়র্কে পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হবে প্রধান উপদেষ্টার

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক যাচ্ছেন। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

তৌহিদ হোসেন জানান, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা । আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন। অধিবশনে যোগদানকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট, নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী, জাতিসংঘ মহাসচিব, মহাসচিবের মিয়ানমারবিষয়ক দূতের সঙ্গে বৈঠক হবে। এ ছাড়া, শেষ পর্যন্ত আরো বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে বৈঠক হতে পারে প্রধান উপদেষ্টার। প্রধান উপদেষ্টা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছাবেন।

মার্কিন সংবিধান ঘৃণামূলক বক্তব্যকেও সুরক্ষা প্রদান করে

বিশেষ প্রতিনিধি

সিনেটর টেড ক্রুজ (রিপাবলিকান-টেক্সাস) যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অধীনে ঘৃণামূলক বক্তব্যের সুরক্ষাকে সমর্থন করেছেন। মঙ্গলবার তিনি বলেন, রক্ষণশীল টক শো হোস্ট চার্লি কার্কের হত্যাকে যারা উদযাপন করছে, তাদের জন্য আইনি নয় এমন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তিই হওয়া উচিত।

"মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অবশ্যই বক্তব্যের স্বাধীনতা রক্ষা করে," পলিটিকো'র এআই ও টেক সামিটে ক্রুজ বলেন। "এটি ঘৃণামূলক বক্তব্যকে রক্ষা করে। এটি জঘন্য বক্তব্যকে রক্ষা করে। এটি ভয়াবহ বক্তব্যকে রক্ষা করে। এর মানে আপনি বক্তব্যের কারণে আইনের দ্বারা অভিযুক্ত হবেন না, এমনকি তা বিদ্বেষমূলক বা ভুল হলেও।"

কার্কের হত্যাকে ঘিরে রাজনৈতিক সহিংসতাকে যৌক্তিক করার প্রবণতা বাড়ায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডি একদিন আগে বলেন, ঘৃণামূলক বক্তব্য আইনের আওতায় সুরক্ষিত নয়। তবে পরদিন তিনি পরিষ্কার করে জানান, ঘৃণামূলক বক্তব্য যদি সহিংসতার হুমকিতে রূপ নেয়, তবে সেটি অপরাধ।

ক্রুজ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আদর্শিক বাম ঘরানার কিছু মানুষ কার্কের হত্যাকে উদযাপন করছে। "আমরা দেখেছি, দেশের নানা জায়গায় শিক্ষক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা অনলাইনে পোস্ট দিয়ে হত্যাকে সমর্থন করছেন। আমার মতে, তাদের অবশ্যই এর সামাজিক পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

উদাহরণ টেনে ক্রুজ বলেন, যদি কোনো শিক্ষার্থী কু ক্লুক্স ক্ল্যানের পোশাক পরে ক্রস পোড়ায় এবং কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার পক্ষে সাফাই গায়, "তাকে আইনের মাধ্যমে কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করাই উচিত।" তিনি আরও বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে "নেইমিং অ্যান্ড শেমিং" বা প্রকাশ্যে নাম উল্লেখ করে সমালোচনা করা জরুরি। জন স্টুয়ার্ট মিলকে উদ্ধৃত করে ক্রুজ বলেন, খারাপ বক্তব্যের সর্বোত্তম জবাব হলো আরও বক্তব্য। "নেইমিং অ্যান্ড শেমিং একটি সক্রিয় ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ," তিনি মন্তব্য করেন।



ফিলাডেলফিয়ায় তৃতীয় BACF পুরস্কার ও কলেজ স্নাতক সম্মাননা অনুষ্ঠান

মোহাম্মদ আরিফ

পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়া আয়োজিত "তৃতীয় BACF পুরস্কার ও কলেজ স্নাতক সম্মাননা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা" অনুষ্ঠান গত শনিবার আপার ডার্বির ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় বিকেল ছয়টায় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে।

আহ্বায়ক জোহরা খাতুন কলি স্বাগত ভাষণ দেন এবং ফোরামের সামগ্রিক কার্যক্রম তুলে ধরেন মুখপাত্র সোলেমান ইবনে মজিব। ফোরামের কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক মো. আশরাফুল ইসলাম আরিফ। সমাজে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শওকত ইমাম এবং রাজনীতিক শেলী রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন যথাক্রমে প্রফেসর ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ড. নিনা আহমেদ।

উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন এডি ব্রাউন, আপার ডার্বির মেয়র; শরিফ স্ট্রীট, অঙ্গরাজ্যের সিনেটর; এবং তারিক খান, অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি। তাঁরা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন এবং প্রবাসে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ড. নিনা আহমেদ আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুই প্রার্থী—সাঈদুজ্জামান ড্যানি (কোষাধ্যক্ষ পদ) এবং সায়মা দিশা (৭ম ওয়ার্ডের কাউন্সিল সদস্য)—কে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা ভোটারদের সমর্থন কামনা করেন।

প্রথম পর্বে ২১ জন কলেজ স্নাতক শিক্ষার্থীকে সম্মাননা স্মারক এবং সনদ প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য দেন তাসনিম সিদ্দিকী, আর অভিভাবকদের পক্ষে প্রাক্তন কাউন্সিল সদস্য শেখ সিদ্দিক অনুপ্রেরণামূলক অভিভাষণ দেন। পরে প্রফেসর ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং প্রবাসে নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন আহমেদ তারেক, প্রফেসর ড. খালেকুজ্জামান, প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার ফারুক সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. হায়দর আলী এবং ড. ফাতেমা আহমেদ।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন বিজয়া সেন গুপ্তা, মাসুম আহমেদ এবং মোহনা ঘোষ গৌরী। এছাড়া ফারিয়া রুবাইয়াত ভায়োলা পরিবেশন করে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন পর্বে সঞ্চালনা করেন কামরুল হাসান, মলি মজুমদার, আসিক রহমান, মেহজাবীন জায়গীরদার, সোলেমান ইবনে মজিব অন্তু, মাসুদুল হাসান সরোয়ার ড্যানিয়েল এবং আব্দুল হাফিজ চৌধুরী।

সবশেষে BACF কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফিলাডেলফিয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই লাখ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। বিশেষ করে পেনসিলভেনিয়ায় বসবাসরত প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। BACF-এর মতো উদ্যোগ শুধু শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিতই করে না, বরং প্রবাসী কমিউনিটির ঐক্য, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই অনুষ্ঠান প্রমাণ করে যে, প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুধুমাত্র নিজ নিজ জীবনের উন্নয়নেই মনোযোগী নয়, তারা সমাজের সেবায় ও শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখতে সদা প্রস্তুত। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সমাজসেবার সমন্বয়ে এমন কার্যক্রম প্রবাসে একটি শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

নিউইয়র্ক মেয়র নির্বাচন

মসজিদে গিয়ে নির্বাচনী প্রচারে কুমো

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে পিছিয়ে থাকা সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুমো প্রথমবারের মতো একটি মসজিদে গিয়ে প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। শুক্রবার তিনি ব্রঙ্কসের ফুটা ইসলামিক সেন্টারে বক্তব্য দেন।

সমাবেশে ওঠে দাঁড়িয়ে কয়েকবার চেষ্টা করেও সঠিকভাবে আরবি সম্ভাষণ উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হন কুমো। অবশেষে থেমে থেমে তিনি বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম।' এর আগে সমাবেশে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মসজিদ পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ।

কুমো বলেন, "আমার দাদার ইতালি থেকে নিউইয়র্ক আসার গল্প আর আপনাদের পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আসার গল্প ভিন্ন নয়। আমি নির্বাচিত হলে সবাই যেন সফল হতে পারেন, সেই সুযোগ তৈরি করব।" তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, বছরে ৫০ হাজার ডলারের কম আয় করা পরিবারগুলোকে বিনা ভাড়ায় বাস ও সাবওয়ে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে। পাশাপাশি আবাসন ব্যয়ও কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ডেমোক্র্যাটিক মনোনয়ন জয়ী মুসলিম প্রার্থী জোহরান মামদানির প্রতি পরোক্ষ জবাবে কুমো বলেন, "অ্যাফোর্ডেবিলিটি এখন নতুন ফ্যাশনের শব্দ। আসল সমস্যাটা হলো মধ্যবিত্ত, কর্মজীবী মানুষ আর গরিবরা প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আছেন।" সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়াই করা কুমো মামদানির চেয়ে অনেক পেছনে আছেন। একইভাবে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসও পিছিয়ে আছেন।

ফুটা ইসলামিক সেন্টারের নেতা মামাদু দিয়ালো বলেন, মুসলিম ভোটাররা এখন গুরুত্ব পাচ্ছেন, যা স্বাভাবিক। তবে তিনি এখনো কার পক্ষে ভোট দেবেন, তা ঠিক করেননি। অন্যদিকে কেউ কেউ কুমোর উপস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে দেখলেও অনেকে মনে করেন, নির্বাচনের ঠিক আগে মসজিদে যাওয়া তার রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া কিছু নয়।

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE

HOMECARE

LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY



বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT

DHCARE NY LLC

(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হলেন বেলাল আহমেদ

ডেস্ক রিপোর্ট



সিনিয়র সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রবাসী কমিউনিটির পরিচিতমুখ বেলাল আহমেদ গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি এর আগে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ শাখায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

বেলাল আহমেদ ১৯৯১ সাল থেকে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে তিনি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক জেমিনি ও দ্যা নিউইয়র্ক ব্রাইট পত্রিকার সম্পাদক। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছেন। বিশেষ করে তিনি অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশু-কিশোর সংগঠন "ফুলকলি ফাউন্ডেশন"-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন।

নিজের পদোন্নতিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বেলাল আহমেদ গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ-এর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি সকলের কাছে তাদের জন্য দোয়া কামনা করেছেন।



নিউইয়র্কে চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডের পর কাউন্সিল সদস্যদের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক

কনজারভেটিভ কর্মী চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডের পর নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নেতারা শহরে শালীনতা বজায় রাখা ও নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন।

ডেমোক্র্যাট গভর্নর ক্যাথি হকুল জানান, হুমকিগুলো তদন্তে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবে রাজনৈতিক উত্তেজনা কমানোর জন্য সকলকে যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, "রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। গণতন্ত্র বিতর্কের মাধ্যমে বিকশিত হয়, রক্তক্ষয় দ্বারা নয়।

ব্রঙ্কসের কাউন্সিল সদস্য জাস্টিন ব্র্যানান জানিয়েছেন, তিনি একটি বোমা হুমকি পেয়েছেন। তিনি বলেন, চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড আমাদের সবাইকে শোকিত করেছে, তবে আমি ভয় পাইনি। আমাদের রাজনীতি থেকে সহিংসতার স্থান সরিয়ে আনতে হবে।

নিউইয়র্ক পুলিশ এবং কাউন্সিল নিরাপত্তা দল হুমকিগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে নিশ্চিত করেছে। তবে নিরাপত্তা সংস্থা এবং কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গভর্নর হকুল আগামী সপ্তাহে উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক করার পরিকল্পনা করেছেন যাতে উত্তেজনা কমানো যায় এবং আরও সহিংসতা রোধ করা সম্ভব হয়।

চার্লি কার্ক ইস্যুতে মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের জেরে বন্ধ হয়ে গেল জিমি কিমেলের শো

জনপ্রিয় উপস্থাপক ও কমেডিয়ান জিমি কিমেলের লেট নাইট টক শো 'জিমি কিমেল লাইভ'-এর সম্প্রচার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ডিজনি মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল এবিসি। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী ও বিতার্কিক চার্লি কার্কের সন্দেহভাজন হত্যাকারীকে ঘিরে কিমেলের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর এ সিদ্ধান্ত এল। সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবিসির এক মুখপাত্র ওই শো বন্ধ হয়ে যাওয়ার তথ্য জানালেও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

কিমেলও এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'জিমি কিমেল লাইভ' বন্ধের ঘোষণা আসার কয়েক ঘণ্টা আগে কিমেলকে শাস্তি দিতে এবিসির ওপর প্রকাশ্যে চাপ দিয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা। তিনি এবিসির স্থানীয় স্টেশনগুলোর সম্প্রচারের লাইসেন্স দেন। ওই কর্মকর্তার চাপের পরপরই কিমেলের শো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘোষণাটি এল।

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার

WE PAY HIGHEST RATE
CDPAP Service
HHA/PCA Service
Skilled NURSING


Dr. Gee Cee Pat
Vice President


Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President

We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.

Earn Money by Taking Care of Senior
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবাং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।
917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254

Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন



CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients


GRAND
Opening
NEW YORK
Fashion
HOUSE
We are thrilled to welcome you to the
Grand Opening of
New York Fashion House,
a proud sister concern of Aasha Group
your new destination for style, elegance, and luxury.
This celebration will be graced by the presence of
National Award-winning actress Rituparna Sengupta
and renowned Bangladeshi actor
Mamnun Hasan Emon,
along with other distinguished guests from the
world of fashion and entertainment.
It would be an absolute honor to have you with us
as we unveil this exciting new journey.
Your presence will make the occasion truly special.
শুভ উদ্বোধন হলো
NEW YORK FASHION HOUSE
72-28 Broadway, 2nd Floor, Jackson Height NY11372
Contact No: 3474486886



বাঙালি মালিকানাধীন ‘নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস’র জমকালো গ্র্যান্ড ওপেনিং

জ্যাকসন হাইটস

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ‘নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস’-এর জমকালো গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। নিউইয়র্কে প্রবাসী বাঙালিদের জন্য আস্থার জায়গা এবং ফ্যাশনের বৈচিত্র্যে নতুন মাত্রা যোগ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পথচলা শুরু করেছে আশা গ্রুপের সহযোগী এ প্রতিষ্ঠানটি।

গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠানে তারকাখচিত আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং প্রখ্যাত বাংলাদেশি অভিনেতা মামনুন হাসান ইমন। এছাড়াও ফ্যাশন ও বিনোদন জগতের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

অতিথিরা বলেন, আধুনিক ফ্যাশন ট্রেন্ড অনুযায়ী নান্দনিক পোশাক ও অ্যাক্সেসরিজ সাজানো হয়েছে দোকানজুড়ে। যা শুধু প্রবাসী বাংলাদেশি নয়, বহুজাতিক কমিউনিটির কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

‘নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস’ এ কর্ণধার ও আশা গ্রুপের সিইও আকাশ রহমান বলেন, নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস শুধু একটি দোকান নয়, এটি হবে স্টাইল, সৌন্দর্য এবং বিলাসবহুলতার নতুন গন্তব্যস্থল। আমরা কমিউনিটির পাশে থেকে ফ্যাশনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর।



বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী আগামী ২ নভেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্কের টেরেস অন দা পার্কে সুবর্ণজয়ন্তীর এ আয়োজন করা হবে। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে ওয়ান ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ আলী জানান, সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল, রক্তদান কর্মসূচি এবং কমিউনিটি নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করা হবে। মূল অনুষ্ঠানে থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা, আলোচনা সভা, ঐতিহ্য প্রদর্শনী, নতুন প্রজন্মের পরিবেশনা, প্রবাসে অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া একটি বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হবে, যেখানে সংগঠনের ইতিহাস, সংগ্রাম ও সাফল্যের দলিল সংরক্ষিত থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে আতাউর রহমান সেলিম বলেন, বর্তমান কার্যকরী পরিষদ বাংলাদেশ সেন্টার বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের জন্য এটি হবে একটি স্থায়ী ঠিকানা যেখানে তারা একত্রিত হবে, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং বাংলাদেশি পরিচয়ের শেকড়কে আরও দৃঢ় করবে।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক। সংগঠনটি করোনা মহামারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দুর্যোগে প্রবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং বাংলাদেশের দুর্গত মানুষের সহায়তায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই সুবর্ণজয়ন্তী শুধু অতীত উদযাপন নয়, এটি ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। সুবর্ণজয়ন্তীর মহা-উদযাপন প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ, সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মঈনুল ইসলাম মিয়া, ডা. হামিদুজ্জামান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সোসাইটির সাবেক সেক্রেটারি ফখরুল আলম, আজিমুর রহমান বুরহান, কাজী আজম, আহসান হাবিব, মাহবুব তালকদার, কামরুজ্জামান কামরুল, মফিজুল ইসলাম রুমি, হারুনর রশীদ, শাহ শহিদুল হক, ফারুক হোসেন মজুমদার,ডা. এনামুল হক,নাঈম টুটুল, হাসান জিলানী ও রিজু মোহাম্মেদ।



প্রবাসীদের সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র টরন্টোর ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ

নিজস্ব প্রতিবেদক

পরনে রঙিন শাড়ি, হাতে চুড়ি, পুরো শরীরে বাঙালি সাজ। গাছ তলে দাড়িয়ে গল্প করছেন। আবার কেউ পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কপি হাতে। কারও বা ব্যস্ততা জমিয়ে আড্ডাবাজি করতে। কেউবা ব্যস্ত নিজের ব্যবসা সামলাতে। চারপাশে হরেক রকমের দোকান। এসবের নামও লেখা আছে বাংলায়। দেখে মনে হবে বাংলাদেশের কোন উপ-শহরের সড়ক ঘেঁষা মার্কেট এটি। কিন্তু না! এটি সুদূর কানাডায় অবস্থিত বাঙালি অধ্যুষিত ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউয়ের চিত্র।

টরন্টো শহরের ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ সম্প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। স্থানীয়দের এবং প্রবাসী বাঙালিদের প্রিয় এলাকা ‘লিটল বাংলাদেশ’ নামে পরিচিত এই অঞ্চলে রয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান।

ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউতে অবস্থিত লিটল বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট, পদ্মা রেস্টুরেন্ট, ঢাকা কাবাব, খাজানা কুইন এবং ঝলসহ আরও কিছু রেস্তোরাঁ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রবাসীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। এদের মাধ্যমে স্থানীয়রা বাঙালি খাবার, সংস্কৃতি এবং গ্রোসারি পণ্যের স্বাদ নিতে পারছেন। এছাড়া সংবাদপত্র, কম্পিউটার ও প্রিন্টিংয়ের দোকান, বিভিন্ন ধরনের গ্রোসারি শপও রয়েছে এই এলাকায়। যার অধিকাংশের মালিক বাংলাদেশি। আবার যারা কাজ করেন তারাও বাংলাদেশি।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, এই এলাকাটি শুধু খাদ্য ও কেনাকাটার কেন্দ্র নয়, এটি আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতিফলন। এখানে এসে আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজের দেশের স্বাদ, রঙ ও ঐতিহ্য অনুভব করতে পারে।

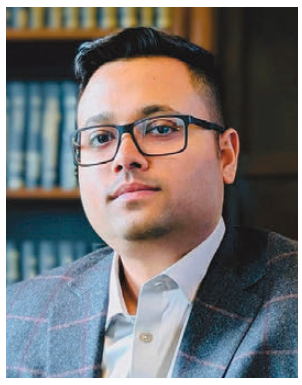
জানা গেছে, ২০২৩ সালে টরন্টো সিটি কাউন্সিল এই এলাকার ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউয়ের ফার্মাসি অ্যাভিনিউ থেকে মেইন স্ট্রিট পর্যন্ত অংশকে ‘বংলা টাউন’ হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে বাংলাদেশের প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি মিলেছে এবং ব্যবসায়িক সম্প্রসারণে নতুন উৎসাহ যোগ হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ এখন কেবল পূর্ব টরন্টোর বাণিজ্যিক কেন্দ্র নয়, এটি বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। এখানে এসে বাঙালি খাবারের স্বাদ, সঙ্গীত ও উৎসবের আনন্দ আমরা সবাই উপভোগ করি।

প্রবাসী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই এলাকায় বাংলাদেশি খাবার উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়। ফলে ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ কেবল অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে।

বাফেলোতে বাংলাদেশি অ্যাটর্নি নাজমুস সাকিবের দৃষ্টান্ত স্থাপন, ক্ষতিপূরণ আদায়ে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক



দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বা ব্যক্তিগত ক্ষতির মামলায় আদালতে ভিকটিমের পাশে দাঁড়িয়ে ৩শ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতিপূরণ আদায় করে বাফেলোতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ইনজুরি লিটিগেশন অ্যাটর্নি নাজমুস সাকিব। শুধুমাত্র পুলিশের গাড়ি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনার ঘটনায় যার জয় ৪৩ মিলিয়ন ডলার। সম্প্রতি নাজমুস সাকিব ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়া দুই বোনের পক্ষে আদালতে লড়ে আদায় করেছেন ১৩ লক্ষ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ। তার মাধ্যমে দুর্ঘটনা কবলিতদের পক্ষে আদায়কৃত এ অর্থ শুধু আহত পরিবারের জন্য নয়, বরং পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্যই ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছে।

নাজমুস সাকিব বাফেলোতে বসবাসরত একমাত্র বাংলাদেশি অ্যাটর্নি, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশা চালানোর অনুমতি অর্জন করেছেন। এই বিশেষ অর্জন তাঁকে শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটির গর্ব নয়, বরং মূলধারার আমেরিকান আইনি অঙ্গনেও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাফেলোতে কমিউনিটির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এটর্নি নাজমুস সাকিবের জন্ম বাংলাদেশে। তার পুরো পরিবার আমেরিকায় বসবাস করলেও তার ইচ্ছে ছিলো বাংলাদেশে আইন প্র্যাকটিস করার। সে লক্ষ্যেই ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে এলএলবি সম্পন্ন করার পর ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট ইংল্যান্ড থেকে বার-অ্যাট-ল' শেষ করেন তিনি। এরপর বাংলাদেশে ফিরে তিন বছর প্র্যাকটিস করেন একজন আইনজীবী হিসেবে। কিন্তু নিউইয়র্কের ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সের জন্য স্কলারশিপ লাভ করলে উচ্চশিক্ষার জন্য তাকেও পাড়ি জমাতে হয় আমেরিকায়। মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর নিউইয়র্ক বারের এটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে ইন্সুরেন্স ডিফেন্স এটর্নি হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর নতুন পথচলা, যেখানে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

বাফেলোতে আইনি লড়াইয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কমিউনিটির আস্থা অর্জন করেন নাজমুস সাকিব। মাতৃভাষায় পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ, আন্তরিকতার সঙ্গে আইনি সহায়তা এবং ক্লায়েন্টদের প্রতি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা তাঁকে বাংলাদেশী কমিউনিটির কাছে ভরসার প্রতীক করে তুলেছে। বাফেলোতে তিনি কাজ করছেন দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বা ব্যক্তিগত ক্ষতির মামলায় বিশেষজ্ঞ ফ্রোমেন ইনজুরি ল' এর সাথে। গাড়ি ও ট্রাক দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র বা নির্মাণস্থলের দুর্ঘটনা, নার্সিং হোমে অবহেলা, পিছলে পড়ে যাওয়া কিংবা অন্য কারও অবহেলার কারণে মৃত্যু—প্রতিটি মামলায় প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে থেকে লড়াই করে।

নাজমুস সাকিব বলেন, দুর্ঘটনায় আহত বা প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলো যখন অসহায় হয়ে পড়েন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়ানোকে আমি শুধু আইনি সহায়তা মনে করিনা, বরং এটি মানবিক সহায়তা। যে কোন প্রয়োজনে, কমিউনিটির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারলে তা হবে আমার জন্য গর্বের।

আমেরিকার আইনি অঙ্গনে সাফল্য অর্জন, নিজের শ্রম, দক্ষতা ও সততার মাধ্যমে ন্যায়বিচার আদায়ে নতুন ইতিহাস রচনা করছেন নাজমুস সাকিব।

সৌদি-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে কী বলছে ভারত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে গতকাল বুধবার আনুষ্ঠানিক পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে, যেকোনো একটি দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন উভয় দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বলে গণ্য হবে।

সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে এই চুক্তির পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, তারা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার ওপর এই চুক্তির প্রভাব খতিয়ে দেখবে।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন, ‘আমরা সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে কৌশলগত প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের খবর দেখেছি। সরকার সর্বশেষ এই চুক্তির বিষয়ে অবগত, যা দুই দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।’

জয়সোয়াল আরও যোগ করেন, ‘আমরা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার ওপর এই চুক্তির প্রভাবগুলো খতিয়ে দেখব। সরকার ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং সব ক্ষেত্রে ব্যাপক জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সৌদি আরব সফরকালে গতকাল এই প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ও শরিফ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) জানিয়েছে, এই চুক্তি উভয় দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ও বিশ্বে শান্তি অর্জনের যৌথ অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। এর লক্ষ্য হলো দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।



বাফেলোয় স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছেন বাংলাদেশিরা, কম দামে মিলছে বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের বাফেলো শহরের জেনেসি সড়ক বর্তমানে বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে বসবাস করা প্রবাসীরা তুলনামূলকভাবে কম খরচে বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছেন। নিউইয়র্ক শহরের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে বাড়ির দাম অনেক কম থাকায় নতুন প্রবাসী পরিবারও সহজেই এখানে আসতে পারছেন।

সরজমিনে বাফেলোর জেনেসি সড়কের আশপাশে ঘুরে দেখা গেছে, এখানকার বাড়িগুলো প্রায় সবাই বাংলাদেশি মালিকানাধীন। এর ফলে পুরো এলাকা যেন একটি শক্তিশালী বাঙালি কমিউনিটিতে পরিণত হয়েছে। মসজিদ, মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চর্চা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। প্রবাসীরা এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে নিজেদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ এবং প্রচার করতে পারছেন।

এলাকার জীবনযাত্রা অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যময়। ওয়াকিং ডিসটেন্সে রয়েছে সুপারমার্কেট, দোকান, রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় স্থান। ফলে এখানকার বাসিন্দারা সহজেই কেনাকাটা করতে পারছেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগই বাংলাদেশি, যারা এই এলাকায় বাংলাদেশের স্বাদ এবং সংস্কৃতি তুলে ধরছেন। সুপারমার্কেটগুলোতে বাঙালি খাবার, মসলাযুক্ত উপকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহজলভ্য।

স্থানীয়দের মতে, জেনেসি সড়ক শুধু একটি আবাসিক এলাকা নয়, এটি বাঙালি সম্প্রদায়ের একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কেন্দ্র। প্রবাসী শরিফুল ইসলাম বলেন, “এখানে এসে আমরা যেন আমাদের নিজের দেশের মাটি ও পরিবেশ খুঁজে পাই। সবকিছু হাতের নাগালে থাকায় আমাদের দৈনন্দিন জীবন অনেক সহজ হয়েছে।” অন্য এক বাসিন্দা শামীমা আক্তার বলেন, “এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, আরামদায়ক জীবনযাত্রা এবং কম খরচে বাড়ি পাওয়ার সুযোগ অনেক প্রবাসীকে এখানে টানছে। নতুন প্রজন্মও এই এলাকায় নিজেদের গড়ে তুলছে।”

নিউইয়র্ক শহরের তুলনায় এখানে বাড়ির দাম কম থাকলেও ক্রমেই বাড়ছে জমির ও আবাসনের মূল্য। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাংলাদেশের প্রবাসী সম্প্রদায় এখানে আরও সম্প্রসারণ করবে এবং জেনেসি সড়ক ধীরে ধীরে বাফেলোর একটি প্রধান বাঙালি সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

এলাকার সামাজিক ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ জেনেসি সড়ককে শুধু একটি আবাসিক এলাকা নয়, বরং একটি প্রাণবন্ত বাঙালি কমিউনিটি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। প্রবাসীরা এখানে নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা, খাবার এবং সামাজিক সম্পর্ককে ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছেন, যা ভবিষ্যতে এলাকাটিকে আরও শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ করবে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

জ্যাকসন হাইটসে কক্ষপথ'৭১ এর প্রতিবাদ সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস



বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় উজ্জীবিত সংগঠন কক্ষপথ'৭১ এর উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল দাবি ছিল একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বায়ান্নরের সংবিধান রক্ষা, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, এবং সংবিধানের মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম এবং পরিচালনা করেন যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মিয়া জাকির। শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আইনজীবীরা—অ্যাডভোকেট কারী আশিক উদ্দিন খাঁন (কোরআন), অ্যাডভোকেট শ্রী জয়জিত আচার্য্য (গীতা), জেনস খ্রীষ্টফার (বাইবেল) এবং সুকৃতি বড়ুয়া (ত্রিপিটক)।

সভায় সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন অ্যাডভোকেট মিয়া জাকির। বক্তৃতা দেন মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল আনসারী, গোলাম মিরাজ হোসেন, ফারুক হোসেন, শওকত আকবর রিচি, রাজনৈতিক নেতা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, নূর ফাতেমা, প্রগ্রেসিভ ফোরাম-৭১ এর নেতা জাকের আহমেদ, অ্যাডভোকেট মনির হোসেনসহ মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, লুৎফুর নাহার লতা, সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, মিনহাজ আহমেদ, আলী আহসান কিবরিয়া (অনু), অ্যাডভোকেট শাহ মো. বখতিয়ার আলী, অ্যাডভোকেট রুবিনা মান্নান, ড. সেলিনা আফরীন রীতা, অ্যাডভোকেট এম.এম. জাহিদ আনোয়ার, সৈয়দ এস. আলী, ইয়াসমিন রাশিদসহ আরও অনেকে।

সমাপনী বক্তব্যে আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম ১৯৭২ সালের সংবিধান রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এর কপি প্রদর্শন করেন। তিনি কক্ষপথ'৭১-কে আরও সুসংগঠিত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ সভার সমাপ্তি ঘটে।

বন্দুক হামলার চেয়ে আইসকে বেশি ভয় অভিবাসীদের

শিকাগো

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিকাগোর পশ্চিমাঞ্চলের অভিবাসীরা বন্দুক হামলার চেয়ে আইসের অভিযানকে বেশি ভয়ঙ্কর মনে করছেন। সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের 'অপারেশন মিডওয়ে ব্লিটজ' অভিযানের আওতায় শহরে আইসের সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসন দাবি করছে, এটি অপরাধ দমন এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

তবে স্থানীয় অভিবাসী ও সম্প্রদায়ের নেতারা বলছেন, অভিযানের প্রকৃত লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করা। শিকাগোর পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দা রাকেল বলেন, আমি এমন ভয়ে দরজা খুলতেও সাহস পাই না। মনে হয়, এক মুহূর্তে সবকিছু উল্টে যেতে পারে। শুরুর দিকে আমি ভাবছিলাম, তারা শুধু অপরাধীদের ধরবে। কিন্তু এখন দেখি, অনেক সাধারণ মানুষকেও আটক করা হচ্ছে। শান্তিতে থাকা সম্ভব নয়।

জানা গেছে, আইসের হাতে আটককৃত প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের কোনো অপরাধের রেকর্ড নেই। এতে অভিবাসী পরিবারগুলোর নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়েছে। ফ্র্যাঙ্কলিন পার্কে আইসের অভিযানে এক কর্মকর্তা গুলিবিদ্ধ হন এবং একজন নিহত হন। এ ধরনের ঘটনা অভিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আইমি হিলাদো বলেন, মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো নিরাপত্তা। কিন্তু এখন প্রতিষ্ঠানগুলোই তাদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে। যারা আদালতে বৈধতা প্রমাণের জন্য লড়ছেন, তাদের ওপর আইসের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্থানীয়রা নিজ উদ্যোগে সতর্কতা ব্যবস্থা নিচ্ছে। প্রতিবেশীরা একে অপরকে খবর দিচ্ছে, সিসিটিভি এবং হুইসেল ব্যবস্থার মাধ্যমে আইসের উপস্থিতি নজর রাখা হচ্ছে। হেরিবার্তো ফ্লোরেস ২৫ বছর ধরে শিকাগোতে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, ঐক্যই এখন আমাদের শক্তি। একসঙ্গে না হলে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের এলাকার প্রতিটি মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।

শহরের লাতিনো সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভও করেছে। তারা দাবি করেছেন, আইসের অভিযান আমাদের নিরাপত্তা নয়, বরং ভয়ের সৃষ্টি করছে। আমাদের পরিবার ও সমাজের জন্য এটি মারাত্মক হুমকি।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



ultra mobile | SIMPLE MOBILE | h2o | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

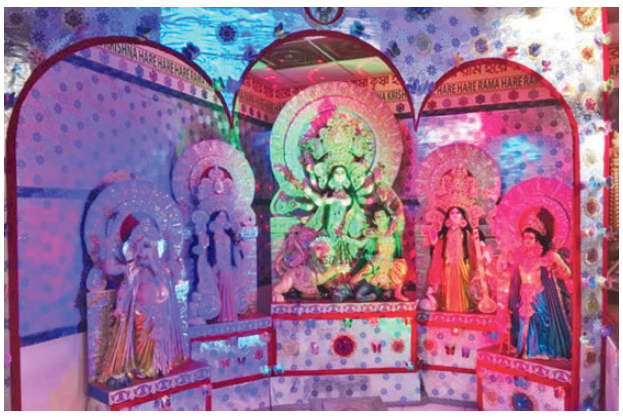
নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

আটলান্টিক সিটিতে শারদোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি

সুব্রত চৌধুরী



বাংলার আকাশে সাদা তুলোর মেঘের ভেলা, কাশবনের দোল আর শিউলি ফুলের সুগন্ধ জানিয়ে দিচ্ছে শারদোৎসবের আগমনী বার্তা। দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্গোৎসব। সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে প্রবাসী বাংলাদেশি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চলছে ব্যস্ত প্রস্তুতি।

পুরাণে বলা আছে, সমাজ থেকে অশুভ শক্তি বিনাশে দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। শরৎকালে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দেবীকে আহ্বান করেছিলেন। সেই সূত্রে শরৎকালের এই পূজাকে বলা হয় 'অকালবোধন'। বিশ্বাস করা হয়, দুর্গার আরাধনার মধ্য দিয়ে সব অশুভ শক্তি দূর হয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবার দেবী দুর্গা মর্ত্যে আসছেন হাতিতে চড়ে, বিদায় নেবেন পালকিতে। পুরাণ মতে, হাতিতে আগমন শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা বহন করে। তবে পালকিতে গমনকে অশুভ বলে মনে করা হয়, যা দুর্যোগ ও মহামারীর ইঙ্গিত দেয়।

দুর্গোৎসবকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা নানা আয়োজনে মেতে উঠেছেন। পোশাকের ক্ষেত্রেও চলছে বৈচিত্র্য। তরুণীরা নিউইয়র্কের ফ্যাশন হাউস ও অনলাইনে সিরিয়াল-প্রভাবিত ভারতীয় পোশাক কিনেছেন। কেউ আবার দেশ থেকেও আনিয়েছেন পছন্দের শাড়ি বা ড্রেস। পাশ্চাত্য ফ্যাশনের অনুরাগীরা ছুটছেন মার্কিন শপিং মলে। তরুণদের পছন্দ পাঞ্জাবি ও হাল ফ্যাশনের পোশাক। শিশুরাও বাবা-মায়ের হাত ধরে ছুটছে শপিং মল ও ফ্যাশন হাউসে।

আটলান্টিক সিটির ১০৯ উত্তর ফ্লোরিডা এভিনিউর শ্রীশ্রী গীতা সংঘ মন্দিরে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে শারদোৎসব শুরু হবে। ২ অক্টোবর বিজয়া দশমীতে পূজার সমাপ্তি ঘটবে।

তিথি অনুযায়ী পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি, ধর্মীয় সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদ বিতরণসহ নানা আয়োজন থাকবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসী প্রবীণ শিল্পীদের সঙ্গে নতুন প্রজন্মও অংশ নেবে। ইতিমধ্যেই মহড়ার কলতানে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত মুখরিত থাকে মন্দির প্রাঙ্গণ।

এ আয়োজনে নিউজার্সি ছাড়াও নিউইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া ও আশপাশের রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী হিন্দুর সমাগম ঘটবে। যদিও প্রবাসের দুর্গোৎসব দেশের উৎসবের আনন্দকে পুরোপুরি মেটাতে পারে না, তবুও প্রবাসীদের কাছে এই আয়োজন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর এক মিলনমেলায় রূপ নেয়।

পাত্র-পাত্রী চাই



আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে (মাঝারী) একরুম একজনকে সাবলেট ভাড়া দেয়া হবে October মাস থেকে, ভাড়া $950 প্রতিমাসে (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট, কিচেন শেয়ার। মোবাইল : 970-817-7657

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য;
শুধুমাত্র অভিভাবকদের 917-518-5508 # এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ : 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ : 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন : 516-728-7303

রুম শেয়ার

এলমহার্স্টে এপার্টমেন্টের একটি রুম দুইজন শেয়ার করে থাকার সুযোগ আছে। 929-395-4019, 347-353-2544

বিংহ্যামটনে বাড়ি বিক্রি

সিঙ্গেল ফ্যামেলী ১ লাখ ৭৫ হাজার, ৪ বেড দুই ফুল বাথ। সিঙ্গল ফ্যামেলী ১ লাখ ৮০ হাজার, দুই বাথ তিন বেড টু ফ্যামেলী ২ লাখ ৯০ হাজার, each floor তিন বেড, দুই বাথ।
যোগাযোগ ওনার, 718-791-5719

আবশ্যক

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকায় মার্কেটিংয়ে পার্টটাইম কাজ করতে ইচ্ছুক আগ্রহী লোক আবশ্যক। ডিজিটাল মার্কেটিং জানা অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
রিজ্যুমি: prothomalocm@gmail.com

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com
Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (88) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate



NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL








CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377



কনসুলেট অফিসে ধরা ইউএসএর পরিবেশ রক্ষার স্মারকলিপি প্রদান

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক শহরের ব্যস্ততায় এক ভিন্ন আবহ তৈরি হলো বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর)। প্রবাসীদের সংগঠন "ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা), ইউএসএ" বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশে পরিবেশ রক্ষায় একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি তুলে দিলো। স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

স্মারকলিপির ভাষায় উঠে এসেছে উদ্বেগ ও দায়বদ্ধতার সুর। বাংলাদেশের প্রকৃতি, নদী, হাওর, পাহাড়, বনভূমি ও সুন্দরবন আজ বহুমুখী সংকটে। শিল্পায়ন, অবৈধ দখল, দূষণ, বন উজাড় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মিলিয়ে দেশ আজ পরিবেশগত হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবাসীরা মনে করেন—দেশের এই অমূল্য সম্পদ রক্ষায় নীরব থাকা তাদের উচিত নয়। তাই দূর দেশে থেকেও মাটির টান আর প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা থেকেই তারা এই সচেতনতার আহ্বান জানালেন।

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে দেয়া স্মারকলিপির মূল দাবির মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন, হাওর ও পাহাড়ি অঞ্চল রক্ষায় বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ। বিকল্প ও সবুজ জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে বন উজাড় প্রতিরোধ। শিক্ষা পাঠ্যক্রমে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং স্থানীয় প্রশাসন ও গণমাধ্যমকে যুক্ত করে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি।

এছাড়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, সেপ্টেম্বরেই জাতিসংঘে জলবায়ু ও পরিবেশ সংক্রান্ত বৈশ্বিক ফোরামে অংশ নেবে বাংলাদেশ। সেখানে শক্ত অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে সরকারকে প্রবাসীদের এই বার্তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

ধরা ইউএসএ-এর সমন্বয়ক সেলিনা উদ্দিনের নেতৃত্বে ১৭ জন প্রবাসী বাংলাদেশি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন। স্বারকলিপি হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন সমন্বয়ক সেলিনা উদ্দিন, মোহাম্মদ মইজ উদ্দিন, সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, আবু তাহের, রাশীদা আখতার, সৈয়দ উতবা, আপেল মাহমুদ প্রমুখ।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়—বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ শুধু বর্তমান প্রজন্মের সম্পদ নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও অধিকার। তাই সরকার ও প্রবাসীদের সমন্বিত উদ্যোগেই টেকসই সমাধান সম্ভব।

স্মারকলিপি গ্রহণ করে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, "পরিবেশ রক্ষায় প্রবাসীরা এগিয়ে এসেছেন, এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সরকারি-বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত—যে কোনো ছোট ছোট পদক্ষেপই পরিবেশ রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।" তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্লাস্টিকের বোতল বাদ দিয়ে গ্লাসে পানি পান শুরু হয়েছে। অনুরূপ ব্যবস্থা কনস্যুলেট অফিসেও চালু করার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সেলিনা উদ্দিন কনসাল জেনারেলকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং স্মারকলিপিটি প্রধান উপদেষ্টা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করেন। আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধান উপদেষ্টা ও পরিবেশ সংক্রান্ত ডেলিগেটদের সঙ্গে প্রবাসী সংগঠনের সংযোগ স্থাপনের বিষয়েও তিনি সহযোগিতা কামনা করেন।

নিউইয়র্কের প্রবাসীরা এদিন শুধু এ স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে দেশমাতৃকার প্রকৃতি ও নদী-ভূমির প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। প্রবাসের নগরীর ভিড়েও মাতৃভূমির মাটি, নদী আর বনভূমি তাদের হৃদয়ে সমানভাবে বেঁচে আছে—এই দৃশ্য তারই প্রতিফলন।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয়
স্বজন, আপনজন
ও অন্যান্যদের
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
এতে কোন
প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন
ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট
পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Etra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117





সভাপতি আসিফ, সম্পাদক আরিফ

মিরসরাই সমিতি ইউএসএ ইন্ক'র নতুন কমিটি গঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী মিরসরাইবাসীদের সংগঠন মিরসরাই সমিতি ইউএসএ ইন্ক এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আসিফুর রহমান আসিফ, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আরিফুল হাসান আরিফ।

নবগঠিত কমিটির অন্যান্য পদে দায়িত্ব পেয়েছেন সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান লিটন, সোবহান আনোয়ার শিবলু ও আনোয়ার ভূঁইয়া পারভেজ। এছাড়া অর্থ সম্পাদক হয়েছেন আলিম উদ্দিন মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান লাকী, মহিলা সম্পাদিকা নাসিরন চৌধুরী ও মরিয়ম চৌধুরী লাকী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. কাজী নাহার সুমি, ক্রীড়া সম্পাদক কাজী সাইফুল আলম, দপ্তর সম্পাদক মাহফুজ আলম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক রিংকু চৌধুরী, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রচার সম্পাদক সাহাব উদ্দিন চৌধুরী পানভেজ এবং আপ্যায়ণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কামাল উদ্দিন।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন বেলাল আহমেদ, আরিফ মাহমুদ লেলিন, মাস্টার কলিম উল্লাহ, শামসুল আলম দিদার, দেবাশিষ নাথ, মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন, আসাদ অপু, আশরাফুল হাসান রুবেল, সাজেদ উদ্দিন এবং মুক্তার হোসেন তারেক। বাফেলো প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মহিউদ্দিন লাবু, মাসুদ হোসেন, জহির উদ্দিন ও আব্দুল্লাহ ফরহাদ।

নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হাসান আরিফ বলেন, "আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নতুন নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও কমিউনিটির সবার সহযোগিতায় সংগঠন আরও গতিশীল হবে এবং প্রবাসী মিরসরাইবাসীর কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।"

মিশিগানে দক্ষিণ সুরমা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের অভিষেক

বিশেষ প্রতিনিধি



মিশিগানে দক্ষিণ সুরমা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ২০২৫-২৬ কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ওয়ারেন শহরের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবুল। প্রধান অতিথি ছিলেন মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সাংবাদিক-কবি হেলাল উদদীন রানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হ্যামট্রামিক সিটির ডেপুটি মেয়র আবু আহমদ মুসা।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী আব্দুর রহিম ও সালেহ আহমদ, কমিউনিটি নেতা শাহ ছমির উদ্দিন, কলমন্দর আলী ওসমানী পরিষদের সভাপতি নূরুল হক, মোস্তাক আহমদ মুক্তা, মিশিগান বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বকুল তালুকদার, সালেহ আহমদ বাদল, আইনজীবী মুজিবুর রহমান শাহীন, নজরুল ইসলাম, আলমগীর আলী, তাহির আলী, মানিক মিয়া, পংকি মিয়া, আক্কাছ উদ্দিন আক্কাই, এনাম আহমদ, সুলতান আহমদ, আব্দুল হাই পারভেজ ও এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন জাবেদ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন নতুন কার্যকরী কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

অতিথির বক্তব্যে সাংবাদিক হেলাল উদদীন রানা দক্ষিণ সুরমাকে দক্ষিণ সদরের মর্যাদা দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "নদীর উত্তর পাড় যদি সদরের মর্যাদা পেতে পারে, তবে দক্ষিণ কেন নয়? দক্ষিণে রয়েছে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, বিসিক শিল্প নগরী, পাসপোর্ট অফিস, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। পাশাপাশি দক্ষিণ শহরের প্রবেশদ্বার হিসেবেও এটি স্বীকৃত।"

ডেপুটি মেয়র আবু আহমদ মুসা তাঁর বক্তব্যে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করার জন্য হ্যামট্রামিকবাসীসহ মিশিগানের প্রবাসী বাংলাদেশিদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "আমি আপনাদের সন্তান। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনাদের এই ভালোবাসা ও সমর্থন আমার পাশে থাকবে।"

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মিশিগানের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সৈয়দ শাফি মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত সবাইকে বিমোহিত করেন। পরে অতিথিদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

যাঁরা পিআর বোঝেন না, তাঁরা রাজনীতি থেকে ছিটকে যাবেন: ফয়জুল করীম

ঢাকা ডেস্ক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, 'যাঁরা বলেন "পিআর খায় না মাথায় দেয়", তাঁরা পুরোনো বন্দোবস্তকে জারি রাখতে চান। যাঁরা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলদারির রাজনীতি করতে চান, তাঁরাই পিআরের বিরোধিতা করেন। কিন্তু দেশের মানুষ পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। সাধারণ জনতা পিআর চায়। যাঁরা পিআর বোঝেন না, তাঁরা রাজনীতি থেকে ছিটকে যাবেন।'

বুধবার রাজধানীর আজিমপুরে ইসলামী আন্দোলন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এবার বন্দুক হামলায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

গিয়ে তিনি নিহত ও আহত কর্মকর্তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, 'এটি ইয়র্ক কাউন্টি ও পেনসিলভানিয়ার জন্য একেবারেই মর্মান্তিক ও ধ্বংসাত্মক দিন।'

ইয়র্ক কাউন্টির এই হামলার আগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি একই এলাকায় আরেকটি বড় ধরনের সহিংস ঘটনায় এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছিলেন। সে সময় স্থানীয় একটি হাসপাতালে বন্দুকধারী কয়েকজনকে জিম্মি করেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে ওই কর্মকর্তা নিহত হন। পরবর্তীতে বন্দুকধারীও নিহত হন।

পেনসিলভানিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভ সানডে বুধবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, এ ধরনের ঘটনা 'অকল্পনীয়।' ঘটনার সময় একটি স্থানীয় স্কুল জেলা শিক্ষার্থী ও কর্মীদের নিরাপদে রাখার জন্য 'শেল্টার-ইন-প্লেস' নির্দেশ জারি করে। পরে বিকেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়। কাউন্টি কর্তৃপক্ষ জানায়, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের পরামর্শ দিয়েছিল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষার্থী ও কর্মীদের ভবনের ভেতরে রাখতে, কারণ আশপাশের বেশ কয়েকটি সড়ক তখন বন্ধ ছিল।'

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বন্ডি এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, পুলিশের বিরুদ্ধে সহিংসতা 'আমাদের সমাজের জন্য এক অভিশাপ'। গভর্নর শাপিরো জানান, বন্ডি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ফেডারেল সরকারের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।

'গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স'

শেষ পৃষ্ঠার পর

(এয়ার কন্ডিশন্ড) বাড়ি মালিকরা লাগিয়ে নিতে পারেন। মুক্তি পেতে পারেন বয়লার সিস্টেম থেকে এবং সাশ্রয় করতে পারেন অতিরিক্ত বিল দেয়া থেকেও।

তোফায়েল চৌধুরী জানান, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রতি পরিবারকে ৮ থেকে ১০ হাজার ডলার রিবেট দেয়া হচ্ছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্যেও অনুদানে আগাম বুকিং দিতে পারেন। এই সুবর্ণ সুযোগ সংশ্লিষ্ট সবার গ্রহণ করা উচিত। এজন্য তারা এখনই যোগাযোগ করতে পারেন।

জানা গেছে, প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সহযোগিতা বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তোফায়েল চৌধুরী ৪ বছর আগে নিউইয়র্কের ইয়াংকার্সে এই প্রতিষ্ঠান চালু করেন। তাদের কেন্দ্রিয় অফিস বা প্রতিষ্ঠান ইয়াংকার্সে হলেও নিউইয়র্কের সর্বত্র এই কাজ তারা করেন। রয়েছে লং আইল্যান্ড এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে অফিস। বলা চলে অনেকটা বিনা অর্থে এই সিস্টেম লাগিয়ে দিচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে দিচ্ছেন ১০ বছরের গ্যারান্টি-ওয়্যারেন্টি। আরো রয়েছে বিক্রয়োত্তর সেবা।

বৃহত্তর সিলেটের কৃতি সন্তান ও সফল ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী জানান, এটি মূলত নিউইয়র্ক সিটির প্রজেক্ট। নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রিন সিটি করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই প্রজেক্ট চালু করা হয়। অন্য কমিউনিটির লোকজন এই সুযোগ গ্রহণ করছে। কিন্তু বাংলাদেশিদের সেবা দেয়ার জন্য আমি এই প্রজেক্ট চালু করি। তিনি বলেন, এই সিস্টেম চালুর জন্য প্রয়োজন শুধু একজন বাড়ির মালিক বা ব্যবসায়ীর সিদ্ধান্ত নেওয়া। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমরাই নিজেদের লোক দিয়ে সবকিছু বাস্তবায়ন করবো এবং সিটির অর্থায়নের ব্যবস্থাও আমরা করবো।

বিস্তারিত যোগাযোগের জন্যে ৯১৪-২২২-৯৪৭৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন তোফায়েল চৌধুরী।

প্রতিদিন ৩ হাজার আটকের টার্গেটে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সৃষ্টি করেছে। মানুষরা নিরাপত্তার কারণে ঘরে সীমিতভাবে চলাফেরা করছে।

তবে আইসের ডিটেনশন সিস্টেমে সীমাবদ্ধতাও বড় সমস্যা। আগস্টের শেষের দিকে দীর্ঘমেয়াদি ডিটেনশনে ৬১ হাজার জন ছিল। যেখানে সরকারের মোট সিট সংখ্যা ৬৫ হাজারের কম। হোম্যানের কথায়, প্রতিদিন তিন হাজার গ্রেপ্তারের লক্ষ্য পূরণ করা সহজ নয়। ডিএইচএস (ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) দ্রুত সিট বাড়ানোর জন্য বিলিয়ন ডলার খরচ করছে এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করছে।

ডিএইচএসের মুখপাত্র ট্রিশিয়া ম্যাকলাফলিন বলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে ডিটেনশন স্পেস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। লুইজিয়ানা ও ফ্লোরিডার নতুন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তবে সিট বৃদ্ধির সঙ্গে বহিষ্কারের জন্য পরিবহন, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও লজিস্টিক চ্যালেঞ্জও রয়েছে।

আইসের অভিযান শুধুমাত্র শিকাগো ও বস্টনেই সীমাবদ্ধ নয়। নিউ অর্লিন্স, পোর্টল্যান্ড ও ওয়াশিংটনেও অভিযান চালানো হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, অভিযান মূলত অপরাধ দমন নয়, বরং অভিবাসন আইন অমান্যকারীদের দ্রুত বহিষ্কার করা।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আদালতেও আইসের দ্রুত বহিষ্কার নীতিতে বাধা দেখা দিয়েছে। এক ফেডারেল বিচারক সম্প্রতি দ্রুত বহিষ্কার প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ বন্ধ করেছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, বহিষ্কার প্রক্রিয়ার যেকোনো ব্যাঘাত পুরো সিস্টেমে বিলম্ব সৃষ্টি করছে।

মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের বিশ্লেষক ক্যাথলিন বুশ-জোসেফ বলেন, ডিটেনশন মূলত বৃহৎ বহিষ্কারের জন্য। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে ধরে রাখাই লক্ষ্য নয়, বরং বহিষ্কারের প্রস্তুতি নেওয়াই মূল কাজ। দ্রুত বহিষ্কার ব্যাহত হলে ডিটেনশন সিস্টেমে বড় চ্যালেঞ্জ আসে।

শিকাগোতে অভিবাসী জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, প্রায় ছয় লাখ অভিবাসী শহরে বসবাস করছে। নতুন গ্রেপ্তার ও আটক কার্যক্রম এই সম্প্রদায়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। স্কুল, কর্মস্থল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতেও প্রভাব পড়ছে।

ট্রাম্প প্রশাসন স্থানীয় ও রাজ্য নেতাদের সতর্ক করেছে। যদি তারা ফেডারেল অভিবাসন অভিযানকে সহযোগিতা না করে, তবে তহবিল কাটা, আইন প্রয়োগ ও বিচারিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হোম্যান বলেন, গভর্নর ও মেয়রদের উচিত হোয়াইট হাউসকে ধন্যবাদ জানানো, যারা সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আইসের অভিযান শুধুমাত্র আইনি বাধ্যবাধকতা নয়। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী বহিষ্কার লক্ষ্য পূরণের প্রতিফলন। প্রতিদিন তিন হাজার গ্রেপ্তার করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আইসি যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো শহর ও সিস্টেমে ঢুকে পড়েছে। যা সামাজিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলেছে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তায় অ্যাডামসের

শেষ পৃষ্ঠার পর

পেশাজীবীরা সপ্তাহে সাত দিন, দিনে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থেকে ওষুধ ব্যবস্থাপনা, আসক্তি নিরাময়, আচরণগত থেরাপি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।"

অ্যাডামস আরও বলেন, "এটি শুধু আবাসনের ব্যবস্থা নয়—এটি হাসপাতালের জরুরি সেবা ও দীর্ঘমেয়াদি আবাসনের মধ্যবর্তী একটি সেতুবন্ধন। এতে অপ্রয়োজনীয় হাসপাতাল ভর্তির সংখ্যা কমবে, গৃহহীন মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে অযথা সংঘাত এড়ানো যাবে। একই সঙ্গে শহর হবে আরও নিরাপদ, পাশাপাশি সব নিউইয়র্কারের জীবনমান উন্নত হবে।"

"ব্রিজ টু হোম" হলো প্রশাসনের ঘোষিত ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনার একটি অংশ। এর মধ্যে রয়েছে— সাবওয়েতে সামাজিক কর্মী ও পুলিশকে একসঙ্গে নামানো (স্কাউট ও পাথ মডেল), মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য নতুন কমিউনিটি ক্লাবহাউস তৈরি, আরও বেশি 'সেফ হ্যাভেন বেড' যুক্ত করে গৃহহীনদের সহজে আশ্রয় দেওয়া।

এছাড়া, এ বছর পাস হওয়া সাপোর্টিভ ইন্টারভেনশনস অ্যাক্ট শহরকে আইনগতভাবে আরও বেশি মানুষকে চিকিৎসার আওতায় আনার ক্ষমতা দিয়েছে।

অ্যাডামস বলেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা সামাজিক সেবায় বিনিয়োগ করছি, যা জননিরাপত্তাকে জনস্বাস্থ্যভিত্তিক করে তোলে। আমাদের প্রশাসন মানসিক স্বাস্থ্য, গৃহহীনতা এবং জীবনমানের আলোচনাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। অ্যালবানি এ বছর আমাদের যত্নপ্রাপ্তির সুযোগ বাড়াতে এবং অনিচ্ছাকৃত চিকিৎসার বিকল্প সম্প্রসারণের সুযোগ দিয়েছে।"

নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মেয়র বলেন, "আমি শিশু অবস্থায় প্রায় গৃহহীন হয়েছিলাম, আবার সাবওয়েতে ট্রানজিট অফিসার হিসেবেও কাজ করেছি। তাই আমি জানি এই চক্র কতটা কঠিন। এখন আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—কেউ যতই পথ হারাক না কেন, ঘরে ফেরার জন্য একটি সেতু সব সময় থাকবে। শুধু একটু সাহায্য দরকার।

মামদানিকে হারাতে বেপরোয়া আচরণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষকদের মতে, এটি শুধু স্লিওয়াকে দুর্বল প্রমাণ করার চেষ্টা নয়; বরং মূল লক্ষ্য জোহরান মামদানিকে হারাতে রিপাবলিকান শিবিরে একক শক্তি গড়ে তোলা। সাম্প্রতিক জরিপে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী ও নিউইয়র্কের জনপ্রিয় আইনপ্রণেতা মামদানি প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। তাই ট্রাম্প মনে করছেন, স্লিওয়া ও এরিক অ্যাডামস মাঠে থাকলে ভোট বিভক্ত হয়ে মামদানির জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে।

এ কারণে ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, কেবল অ্যান্ড্রু কুমোই মামদানি-প্রতিরোধী প্রার্থী হতে পারেন। কুমো ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে হেরে গিয়ে এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে, এরিক অ্যাডামসও প্রচারণা চালাচ্ছেন, যদিও তাঁর জনপ্রিয়তা নানা বিতর্কে কমে এসেছে।

তবে স্লিওয়া ট্রাম্পের মন্তব্যে বিচলিত নন। রেড বেরেট পরিহিত এই অভিজ্ঞ প্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কের গার্ডিয়ান এঞ্জেলস আন্দোলনের মাধ্যমে অপরাধ দমনে সক্রিয় ছিলেন। পাশাপাশি, তিনি ও তাঁর স্ত্রী ন্যান্সি উদ্ধারকৃত শত শত বিড়ালের যত্ন নিয়েছেন। নির্বাচিত হলে গ্রেসি ম্যানশনে পশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের জবাবে স্লিওয়া বলেন, "নিউইয়র্কবাসী মানুষ যেমন ভালোবাসে, তেমনি প্রাণীকেও ভালোবাসে। আমি গর্বিত আমার স্ত্রীর জন্য, যিনি প্রাণীকল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা সেই লড়াই চালিয়ে যাব।"

প্রাণীপ্রেমের প্রশ্নে জনমতও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অনেক সাধারণ নিউইয়র্কার মনে করছেন, স্লিওয়ার এই উদ্যোগ মানবিক ও যুগোপযোগী। তবে ট্রাম্প সমর্থকরা বলছেন, এই ধরনের আবেগী প্রতিশ্রুতিতে নিউইয়র্কের বাস্তব সমস্যার সমাধান হবে না।

নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠছে। মামদানির জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। জরিপে দেখা গেছে, যদি অ্যাডামস ও স্লিওয়া প্রার্থীতা থেকে সরে দাঁড়ান, তবে মামদানি ও কুমোর মধ্যে লড়াই সমানে সমান হতে পারে। ফলে ট্রাম্প প্রকাশ্যে স্লিওয়ার প্রাণীপ্রেমকে কটাক্ষ করে আসলে মামদানিকে হারানোর লক্ষ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ ও বেপরোয়া রাজনৈতিক খেলা খেলছেন বলে ধারণা করছে নিউইয়র্কের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

প্রসঙ্গত, মেয়র নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে জোহরান মামদানি ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে এন্ড্রু কুমোর উপর জয়ী হওয়ার পর পছন্দনীয় প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রাইমারিতে অংশ নেননি, কারণ তার প্রচারণা একটি বাতিল হওয়া ফেডারেল ঘুষের মামলার কারণে প্রভাবিত হয়েছিল। আগামী নভেম্বরের ৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সাধারণ নির্বাচনে দেখা যাবে ট্রাম্পের কূটকৌশল কতটা সফল হয়!





হাবিব আলী: প্রবাস জীবনের ইতিহাসে এক মহাকাব্যিক নাম

আবু চৌধুরী

নিউজার্সির উডল্যান্ড পার্কে এক অনন্য আয়োজনের মাধ্যমে স্মরণ করা হলো প্রবাস জীবনের এক কিংবদন্তি নাম—হাবিব আলীকে। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার গ্যারেট মাউন্টেনের মনোরম পরিবেশে অবস্থিত প্যাট ডি লানি বোটহাউসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্যাটারসনের সিটি মেয়রসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সুধীসমাজ। শ্রদ্ধা, প্রার্থনা, সংগীত ও আলোচনায় উঠে আসে হাবিব আলীর প্রবাস জীবনের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও অনুপ্রেরণার গল্প।

বক্তারা বলেন, হাবিব আলীর মতো মানুষরা প্রমাণ করেছেন অভিবাসন মানে শুধু বিদেশে বসতি গড়া নয়—বরং ইতিহাসের ভিত রচনা করা। তার হাত ধরে শুরু হয়েছিল একটি পরিবারের যাত্রা, যা আজ বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে শক্ত ভিতের ওপর। তার বংশধরেরা আজ আমেরিকার সমাজে সম্মানিত, প্রতিষ্ঠিত।

হাবিব আলী ১৯৪০-এর দশকে আমেরিকার মাটিতে পা রাখেন। তখনকার কঠিন বাস্তবতা, ভাষা-সংস্কৃতির ভিন্নতা আর সীমাহীন সংগ্রামকে জয় করে তিনি গড়েছিলেন ভবিষ্যতের বীজতলা। স্বাধীনতার লড়াইতেও তিনি দূরদেশ থেকে ভূমিকা রেখেছিলেন। সিলেটের গোলাপগঞ্জের ভাদেশ্বর গ্রামের সন্তান হাবিব আলীর প্রবাস জীবন আসলে এক মহাকাব্য, যেখানে তিনি নিজেই নায়ক।

অনুষ্ঠানে তার প্রজন্মরা ভালোবাসায় তাকে স্মরণ করেছেন। কেউ কেউ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত হয়েছেন। মাঠ জুড়ে প্রদর্শিত হয়েছে পরিবারের আট দশকের ছবি, অভিবাসনের দলিলপত্র আর স্বাধীন দেশের পাসপোর্ট। নিউজার্সি, নিউইয়র্কসহ আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় দেড় হাজার বাংলাদেশি ছড়িয়ে আছেন, যারা হাবিব আলীর সূত্র ধরে, তাঁর পারিবারিক চেইনে আমেরিকা অভিবাসী বাংলাদেশি হিসেবে গর্বের পরিচয় লালন করে থাকেন। এসব পারিবারিক সংযোগের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন হাবিব আলীকে স্মরণ ও তাঁর জীবন উদযাপনের অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হাবিব আলীর পুত্রবধূ, ফ্র্যাঙ্কলিন টাউনশিপের ডেপুটি মেয়র শিফা উদ্দিন। পরিবারের সদস্যরা অতিথিদের স্বাগত জানান। পুরো আয়োজন পরিণত হয় প্রবাস ইতিহাসের এক অনন্য স্মরণসভায়। সভায় দোয়া মাহফিল, মধ্যাহ্ন ভোজ, ধর্মীয় সংগীত এবং উপস্থিত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তিনজনকে লটারি করে ওমরাহ হজ্বের টিকেট দেয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণে বাধা দেয়া যাবে না

ফেডারেল রায়

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল আদালত ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী রায় প্রদান করে ঘোষণা করেছে, যে কোনো শিশু যারা অবৈধভাবেও বসবাস করছে, তাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রি-স্কুল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে বাধা দেয়া যাবে না। এই প্রোগ্রামটি দরিদ্র ও কম আয়ের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি সুবিধা প্রদান করে।

সিয়াটলের বিচারক রিকাডো মার্টিনেজ এই রায় প্রদান করেন। মামলাটি করা হয়েছিল বিভিন্ন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে। আদালত একটি জাতীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, যাতে স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারা নতুন অভিবাসন-ভিত্তিক বিধি কার্যকর করতে না পারেন। এটি ঘটে এক দিন পরেই, যখন রোড আইল্যান্ডে আরেকজন বিচারক ২১টি ডেমোক্র্যাট নেতৃত্বাধীন রাজ্য ও রাজধানী অঞ্চলের পৃথক মামলায় একই নীতির কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আইনজীবী জেনেসা কালভো-ফ্রিডম্যান বলেন, "আজ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এই সংস্থা কোনোভাবেই পরিবারের ওপর অভিবাসনভিত্তিক সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারবে না।" হোয়াইট হাউস ও স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ বিভাগ এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

মামলায় যুক্ত ছিল ইলিনয়, পেনসিলভানিয়া, ওয়াশিংটন ও উইসকনসিন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা সংস্থা এবং দুটি পিতামাতা গ্রুপ। তারা চ্যালেঞ্জ করেছেন জুলাই ২৪ তারিখের নির্দেশ, যা ১৯৯৬ সালের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্মসংস্থান পুনর্মিলনের আইনকে পুনর্ব্যাখ্যা করে। নতুন নির্দেশে অভিবাসীদের সরকারি সুবিধার আওতাকে সম্প্রসারিত করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রোগ্রামেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিচারক মার্টিনেজ বলেন, সংস্থা প্রয়োজনীয় বিধি-নিয়ম অনুসরণ করেনি। তিনি প্রশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে কংগ্রেস সবসময় এই প্রোগ্রামকে আইনটির আওতায় রাখতে চেয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন, নতুন নীতি আইনটির সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ মনে হচ্ছে। "কংগ্রেস দীর্ঘ বছর ধরে পুরনো ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাজ করেছে। অভিবাসন অবস্থা কোনো যোগ্যতার মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; বরং যোগ্যতা সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাতে ভর্তি বাধাহীন হয়," লিখেছেন তিনি।

যদিও উচ্চ আদালত সম্প্রতি বিচারকদের দেশব্যাপী নীতি স্থগিত করার ক্ষমতা সীমিত করেছে, বিচারক মার্টিনেজ বলেন, এই রায় প্রয়োজনীয়। এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অসমতা এড়ানো সম্ভব হবে এবং শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত হবে।

ডেলিভারি কর্মীদের চাকরি হারানো রোধে বাধ্যতামূলক হচ্ছে নোটিশ

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলোর মাধ্যমে কর্মীদের হঠাৎ চাকরি হারানোর ঘটনা রোধ করতে নিউইয়র্ক সিটি কংগ্রেস সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল প্রস্তাব করেছে। বিলটির লক্ষ্য হলো, কোনো কর্মীর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার আগে তাদেরকে যথাযথ নোটিশ দেওয়া এবং নিজের অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা।

এই বিলটি কংগ্রেস সদস্য জাস্টিন ব্র্যানান (ডি-ব্রুকলিন) প্রবর্তন করেছেন। তার মতে, বিলটি কর্মীদের হঠাৎ চাকরি হারানোর ঝুঁকি থেকে রক্ষা করবে। তিনি বলেন, আমরা বলছি না যে অ্যাপগুলোকে মানুষকে বরখাস্ত করতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ নিয়ম ভঙ্গ করে, তাদের অবশ্যই আগে জানানো উচিত যে তারা কোন নিয়ম ভঙ্গ করেছে। কর্মীদের নিজেকে ব্যাখ্যা করার সুযোগও থাকা দরকার। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করার কমপক্ষে ১৪ দিন আগে কর্মীদের নোটিশ দিতে হবে।

চার বছরের বেশি সময় ধরে গ্রাবহাবের জন্য ডেলিভারি কাজ করছেন জোসে ভালদেজ। সম্প্রতি হঠাৎই তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার শিকার হন। কোনও পূর্ব সতর্কতা দেওয়া হয়নি এবং একমাত্র একটি দেরি হওয়া ডেলিভারি তার নিষ্ক্রিয়করণের কারণ ছিল।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্‌স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেল্থ ডিপার্টমেন্টের সিডিএসপি/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

চলে গেলেন 'আরশী নগরের' সাধিকা–ফরিদা পারভীন

বাহাউদ্দিন গোলাপ

'বাড়ির কাছে আরশী নগর, আমি একদিনও না দেখিলাম তারে'–এই পঙ্‌ক্তিটি যখন ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো, তখন সেটা শুধু সুর নয়, ছিল আত্মার এক নিঃশব্দ আকুলতা। লালনের সহজিয়া দর্শনকে হৃদয়ে ধারণ করে যিনি সারা জীবন গেয়েছেন বাউলের গান, যিনি সংগীতকে ধর্ম কিংবা আনুষ্ঠানিকতার বাইরে নিয়ে গিয়েছেন চেতনার গভীরে, সেই অনন্য সাধিকা আজ আর নেই। বাংলা লোকসংগীতের এক নক্ষত্রের পতন ঘটল ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ১০.২৫টায়। শরতের বাতাসে মিলিয়ে গেল এক কিংবদন্তি কণ্ঠ, যাঁর প্রতিটি গানে ছিল দর্শনের ব্যঞ্জনা, অন্তরের ধ্বনি।

শিল্পী ফরিদা পারভীন যে কেবল গেয়েছেন তা-ই নয়–তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন গান। গানের ভেতরে বাস করতেন, দর্শনের ভেতরে লুকিয়ে রাখতেন আত্মার আত্মীয়তা। আর সেই আত্মার সাধনাই থেমে গেছে এক অনির্বচনীয় নীরবতায়। তিনি শুধু একজন সংগীতশিল্পী ছিলেন না, ছিলেন বাংলার লোক-সংগীতের আত্মা, ছিলেন এক নিভৃত শক্তি, যাঁর কণ্ঠে জীবন্ত হতো লালনের ভাব, বাংলার মাটি, মানুষের প্রাণ।

ফরিদা পারভীনের সংগীতচর্চা কেবল পেশাগত কর্ম ছিল না, ছিল এক নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার ধারা। তিনি নিজেকে কখনো কেবল 'গায়িকা' বলে পরিচয় দিতেন না, বরং সংগীতকে তিনি দেখতেন জীবনদর্শনের বাহক হিসেবে। এ কারণেই তাঁর কণ্ঠে 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি' গানটি যেন হয়ে উঠত বোধের প্রকাশ, আত্মার এক অশ্রুত কান্না। তাঁর কণ্ঠে লালনের গান হারিয়ে ফেলত বাইরের ঝাঁ-চকচকে সাজ, আর খুঁজে পেত তার আদিম, সহজিয়া সত্তা।

শিশু বয়সেই সংগীতের প্রতি তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নাটোরে জন্ম, তবে বেড়ে ওঠা কুষ্টিয়ায়–যেখানে মাটির গভীরে মিশে আছে লালনের নিঃশব্দ প্রভাব। ছেলেবেলা থেকেই নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসংগীত, লোকগান–সব শাখায় দখল ছিল তাঁর। কিন্তু পরিণত বয়সে এসে তিনি যখন লালন ফকিরের গানে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, তখন তা ছিল আত্মবোধের এক নিঃশব্দ বিপ্লব। এই রূপান্তরের পেছনে ছিল তাঁর গুরু মাদানী মওলা বক্স-এর প্রজ্ঞাময় দীক্ষা, যিনি তাঁকে কেবল গান শেখাননি, লালনের অন্তর্নিহিত দর্শনের পথেও উৎসাহ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সংগীতচর্চায় পাশে ছিলেন ওস্তাদ ওমরান খান, আবদুল কাদিরের মতো গুণীজনেরা, যাঁদের পরিশ্রম ও আদর্শ ফরিদা পারভীনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এক অনন্য শিল্পীসত্তায়।

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্র থেকে তাঁর গান প্রচার শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। প্রথমদিকে আধুনিক গান, নজরুলগীতি ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় রীতিতে



চর্চা করলেও দ্রুতই তিনি আত্মস্থ করেন লালনের বাউলভাব। এই বোধ কেবল কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য ছিল না, ছিল আত্মিক সত্যে উপনীত হওয়ার পথ। তাঁর গাওয়া 'নিন্দা করিলে মন্দ হবি রে মন' গানটি ছিল আশির দশকে যেন এক ধ্বনিত প্রতিবাদ–ভণ্ড সাধুর মুখোশ উন্মোচনের এক দার্শনিক আহ্বান। এর পরপরই জনপ্রিয়তা পায় 'মিলন হবে কত দিনে', 'পাপী তোর পরশে রে', 'তোমরা কুপমণ্ডূক'–যেগুলোতে শুধু লালনের কথা নয়, ছিল ফরিদা পারভীনের কণ্ঠস্বরের গভীর আবেদন ও স্বভাবজাত সত্য-অন্বেষা।

এই গায়িকা নিজেকে কখনোই প্রচারের কেন্দ্রে আনেননি। যশ কিংবা নামের মোহ তাঁকে গ্রাস করেনি। বরং তিনি নিজেকে স্থাপন করেছিলেন শ্রোতের এক বিপরীত ধারায়–যেখানে শিল্পী বিত্ত নয় বরং আত্মশুদ্ধির এক অনুসারী। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিসরে এমন শিল্পী দুর্লভ, যিনি একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সমানভাবে গৌরবজনক উপস্থিতি রেখেছেন, অথচ কখনো উচ্চকণ্ঠ হননি নিজের প্রশংসায়।

ফরিদা পারভীন গেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারতসহ বহু দেশের মঞ্চে। তাঁর গানে বাংলার লোকজ আত্মা যখন ধ্বনিত হতো বিদেশের মাটিতে, তখন শ্রোতা বুঝত–সংগীত ভাষার সীমা মানে না। তিনি ছিলেন লালনের আন্তর্জাতিক দূত, বাংলার লোকদর্শনের প্রাণবান ব্যাখ্যাকার।

তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অর্জন করেন একুশে পদক (১৯৮৭), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (২০১৪), বাংলা একাডেমির সম্মাননা, শিল্পকলা একাডেমির পদকসহ বহু পুরস্কার ও সম্মান। তবে এসব পদক তাঁর কাছে দায়িত্বের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হতো। সুনামের মোহে তিনি নিজেকে হারাননি, বরং আরও নিভৃত হয়ে গিয়েছেন সংগীতের গহীন ভেতরে।

জীবনের অন্তিম বছরগুলোতে তিনি থেকেছেন অনেকটা আড়ালে–শারীরিক অসুস্থতা, বয়সের ভার, সংগীতের নীরব নির্জনতা তাঁকে করে তুলেছিল আরও গভীর। কিন্তু তাঁর কণ্ঠের গান থেকে যায় ইউটিউব, মঞ্চ, শ্রোতার হৃদয়ে। সেখানেই আজও তিনি বেঁচে আছেন, জেগে আছেন। তাঁর প্রয়াণ শুধু নিরীহ শোক নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক শূন্যতা–যা সহজে পূরণ হবার নয়।

আমরা কতটা বুঝে উঠেছিলাম এই মানুষটিকে? যাঁর কণ্ঠে বাংলার লোকসংগীত পেয়েছিল প্রাণ, যাঁর সুরে আত্মিক মুক্তি খুঁজে পেত শ্রোতার অন্তর? আজ তাঁর চলে যাবার দিনে ফের প্রশ্ন আসে–আমরা কি চিনতে পেরেছিলাম ফরিদা পারভীনকে? নাকি 'আরশী নগর' আমাদের চোখের সামনে থেকেও হারিয়ে গিয়েছে আমাদের অচিন ভ্রমে?

ফরিদা পারভীন নেই। কিন্তু তিনি আমাদের ছেড়ে যাননি। তাঁর কণ্ঠ, তাঁর গান, তাঁর সুরের গহনে যে জীবন, যে দর্শন–তা রয়ে যাবে অনন্তকাল। বাংলার প্রকৃতি, মানুষ, দর্শন এবং সংগীতের মধ্যে গড়ে উঠবে সেই 'নৈসর্গিক' সম্পর্ক, যার প্রতীক হয়ে থাকবেন এই সাধক নারী। তিনি হয়তো বলতেন–'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি...'–আর আমরা জানি, তিনি নিজেই ছিলেন সেই সোনার মানুষ, যিনি গানে, ধ্যানে আর আত্মিক অভিসারে রচনা করেছেন এক অন্যরকম বাংলার প্রতিচ্ছবি।

তাঁর প্রয়াণ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা কত সহজে হারিয়ে ফেলি আমাদের জীবন্ত ঐতিহ্যকে। তিনি ছিলেন সেই আরশী নগরের বাসিন্দা, যাঁকে আমরা চোখের সামনে পেয়েও পুরোপুরি চিনতে পারিনি। তাঁর গান ছিল বাউলচেতনার ব্যাকরণ, মানবতাবাদের প্রতিধ্বনি। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর গাওয়া প্রতিটি গান, প্রতিটি সুর, তাঁর কণ্ঠে ধারণ করা দর্শন আমাদের ভেতরে রয়ে যাবে, ঠিক সেই জায়গায়–যেখানে সুর মিশে যায় আত্মার ধ্বনিতে।

লেখক: ডেপুটি রেজিস্ট্রার, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

জাকসু নির্বাচন ও হট্টগোল: আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কী?

ড. মাহরুফ চৌধুরী

সাম্প্রতিক শেষ হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। দীর্ঘ বিরতির পর অনুষ্ঠিত হওয়া এই নির্বাচন সংবাদ শিরোনামে এসেছে ফলাফলের আগাম আয়োজন, গণনা বিলম্ব, ভোটবর্জন ও নানা অভিযোগ উঠার কারণে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত 'সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট' নিরঙ্কুশভাবে জয়ী হয়েছে। কিন্তু জয়-পরাভবের বাইরে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং তার পরিণতি নিয়ে যে আলোচনা এবং ক্ষোভ তাতেই আসল শিক্ষা লুকিয়ে আছে। নির্বাচনের গণনা দীর্ঘসময় নেওয়া, কোনো কোনো প্যানেলের অভিযোগ ও বর্জন, প্রশাসন ও কমিশনকে পক্ষপাতের অভিযোগ এসবই মিলেমিশে গড়ে তুলেছে অনিশ্চয়তা ও অসন্তোষের পরিবেশ। গণনার ধীরগতি ও বারবার সময়সূচি বদলের খবরও নির্বাচনী অবকাঠামোর দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণে বিশৃঙ্খলার মূল কারণগুলোর আলোকে সংশ্লিষ্টদের বাস্তব আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্ররাজনীতি কে দলীয় রাজনীতির লেজুড়ে পরিণত করা, যা কখনোই কাম্য হতে পারে না। ক্যাম্পাসগুলো হওয়ার কথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানা, বোঝা ও চর্চার করা শেখার ক্ষেত্র। যেখানে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, সমযোতা ও সহযোগিতার হাতেকলমে শিক্ষা নিবে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের ছাত্ররাজনীতির নামে দলীয় দাসে রূপান্তরিত করার সংস্কৃতি থেকে আমাদেরকে বেড়িয়ে আসতে হবে। শিক্ষাঙ্গনগুলোকে মুক্তি দিত হবে গুরুতর রাজনৈতিকায়ন থেকে। দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকা ছাত্রসংসদগুলোতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের পুনরাগমন বা সক্রিয়তা, অন্যান্য রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনগুলোর সাথে পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনীতিকরণকৃত দলীয় গোষ্ঠীবদ্ধতা ক্যাম্পাসের ছাত্রসমাজকে ভাগ করে দেয় ও সহাবস্থানের পরিবেশ বিনষ্ট করে; ফলে ছাত্রসংসদের নির্বাচনী প্রতিযোগিতা সহজেই সাংগঠনিক সংঘর্ষে রূপ নেয়। নানা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সক্রিয়তার খবর মিলে এই পটভূমিতেই। তাই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে ছাত্রসংসদ নির্বাচনকে ঘিরে জাতীয় জীবনে এত উত্তেজনা বিরাজ করছে। জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বিহীন ছাত্রসংগঠন হলে, ক্যাম্পাসের নির্বাচনগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এত মাথাব্যাথার কারণ হতো না।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণহীন বা দুর্বল নির্বাচনী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা। ছাত্রসংসদ নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতিতে যথেষ্ট গাফলা থাকায় প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্বচ্ছ, সময়মত ও নিরপেক্ষ গণনা-প্রক্রিয়া না থাকলে নিরপেক্ষতা নিয়ে নানা বিদ্যমান সন্দেহ দ্রুত বাড়ে; অনেকে ফলপ্রকাশে অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুললে সেটি বিতর্ক, হট্টগোল ও সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। জাকসুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা তাই দেখেছি; গণনার বিলম্ব ও বিভিন্ন পক্ষের ভোটবর্জনও কিন্তু একই সূত্র থেকে উদ্ভূত।



তৃতীয়ত, বর্তমান প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারি প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ লক্ষণীয়। ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বাহিনী নিয়োগ বা তাদের কাজ-প্রণালী যদি অস্পষ্ট বা কঠোরতার দিকে ঝুঁকে যায়, তা পরিস্থিতিকে ঘোলাটে ও সংঘর্ষ তীব্র করে; অপরদিকে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনুপস্থিতিও বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ ও সহিংসতাকে উস্কে দিতে পারে। পুরনো উদাহরণগুলো দেখায় যে ক্যাম্পাসে বহিরাগত লোকজনের উপস্থিতি চাপ বা জবরদস্তি বাড়ালে বিষয়টি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

চতুর্থত, সাম্প্রতিক ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রনেতৃত্ব ও প্রার্থীদের আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় দায়বদ্ধতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনী সংস্কৃতির অংশ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি শালীনতা বজায় রাখা, বিশেষ ফায়দা নিতে বিশেষ ট্যাগিং না করা, কোড অব কন্ডাক্ট মেনে চলা এবং নির্বাচনে হারের পর ফলাফল মেনে নেওয়া- এসবের সংস্কৃতি মজবুত না হলে প্রতিযোগিতা তিক্ত হয়ে ওঠে, বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হয় ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই আমাদেরকে ভবিষ্যতে বিবেচনায়, পরিবর্তনের প্রত্যাশায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলাকেই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে দলের বা জোটের বাইরে থেকেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষোভ প্রকাশের ঘটনাগুলো এই দিকটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করছে।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে ভবিষ্যতে কিভাবে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এ ধরনের হট্টগোল প্রতিরোধ করা যেতে পারে?

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্বাচনের নামে অভিজ্ঞতার অভাবের অজুহাতে 'অনুশীলন খেলায়' নয়, নিয়মিত নির্বাচন আয়োজন করে ছাত্রসংসদগুলোকে সংবিধানগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর থেকে সর্বজনগ্রাহ্য নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও প্রফেশনাল নির্বাচন কমিশন গঠন এমনভাবে করা যাক যাদের সম্পর্কে কোনো পক্ষপাতের অভিযোগ তুলতে না পারে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা আগেই কমিশনের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও তাঁদেরকে নির্বাচন পরিকল্পনা সুযোগ করে দেওয়া। স্বাধীন পর্যবেক্ষক দল (যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশনের সদস্য, বিশিষ্ট নাগরিক, সংবিধিব্যবস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হতে পারে) নির্বাচন করা ও অভ্যন্তরীণ শিক্ষকমণ্ডলীর আরেকটি দল পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত করা দরকার; নির্বাচন পরিচালনার প্রতিটি ধাপ রেকর্ড ও প্রকাশ্য হওয়া দরকার যাতে সন্দেহের সুযোগ না থাকে। এই ধরনের প্রস্তাব দেশের বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগগুলোকে দূর করা এবং প্রার্থী ও ভোটারসহ নানা অংশীজনের সংশয় কাটানোর জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা মনে করি।

দ্বিতীয়ত, আহাহীনতার বিপরীতে ভোটগ্রহণ ও গণনার পরিকল্পনায় নেতৃত্বে এবং প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার জরুরি। ভোটার রেজিস্ট্রেশন, পরিচয় যাচাই, বুথ সিকিউরিটি, সিলযুক্ত ব্যালট বাক্স, এবং গণনা প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট, অনমনীয় সময়সূচি পালনের মতো প্রটোকল অনুসরণ আবশ্যক। এ সব বিষয়গুলো স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে নির্বাচন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা গেলে ফলপ্রসূ হবে। যেখানে সম্ভব, প্রথম থেকে সবকিছু ডিজিটাল রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা নেওয়া, ক্যামেরা দ্বারা গণনা সরাসরি দৃশ্যায়ন (প্রাইভেসির নীতিনৈতিকতার সীমা বজায় রেখে) সর্বাবস্থায় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি ও অবহিতকরণ নিশ্চিত করা এবং সন্দেহে উদ্রেক হলে প্রযুক্তির উপর অন্ধভাবে ভরসা না করে মানব-নির্ভর যাচাইকরণ বজায় রাখতে হবে। গণনা দেরি হলে অনিশ্চয়তা এবং জল্পনা বাড়ে; তাই নির্ধারিত সময়ে গণনা ও ফলপ্রকাশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে ছাত্রনেতাদের জন্য আচরণগত নীতিমালা প্রণয়ন ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রার্থীর প্রতিশ্রুতিতে, নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে একটি 'কোড অব কন্ডাক্ট' সই করানো যেতে পারে। অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, শক্তি বা ক্ষমতার অপব্যবহার, ভোট কেনাবেচা, কাউকে ধমক দেওয়া বা ট্যাগিং করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা থাকবে এবং এসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান থাকবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, হেরে যাওয়া প্রার্থীদের আচরণ ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলে তিক্ততা কমবে এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে।

চতুর্থত, ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীসহ বাহ্যিক অনুপ্রবেশ রোধ, ছাত্রসংগঠনগুলোর মাঝে বৈরিতার অবস্থা ও মাত্রা নিরুপন এবং জরুরী পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় এককভাবে কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে তার প্রস্তুতি- এসব ব্যাপারে পরিষ্কার নীতিমালা থাকা মানে প্রশাসনকে সরকারি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর অতিমাত্রা নির্ভরশীল হতে হবে না। নিরাপত্তা নীতিতে স্বচ্ছতা ও মানবাধিকারসম্মত পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্যাম্পাসে সবসময় সুরক্ষিত বোধ করে ও প্রয়োজনে প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারে। পুরনো সংঘর্ষের ইতিহাস ও সাম্প্রতিক উত্তপ্ত প্রতিক্রিয়া থেকে এই শিক্ষা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পঞ্চমত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বোধনে ভোটার শিক্ষা ও সমন্বিত প্রক্রিয়ায় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া কেবল একটি ইভেন্ট নয়; এটি ছাত্রদের অধিকার প্রয়োগের ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অংশ। তাই নির্বাচনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গঠনে ভোটারদের অধিকার, দায়িত্ব ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারাবাহিক পাঠ্যক্রম, ওয়ার্কশপ ও ডিবেট আয়োজন জরুরি। মেয়েদের নিরাপত্তা ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নানা পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ নিরাপদ পরিবেশ না থাকলে ভোটার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ কমে যায় এবং ফলত ফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সংবাদ বিশ্লেষণে একই আশঙ্কা উঠে এসেছে যে পুরনো সামাজিক ধারণা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন অনেককেই নির্বাচন থেকে দূরে রাখে; তাই এগুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি, তারা জাকসুর ঘটনায় যে শিক্ষা নিতে পারে তা প্রধাণত তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, সময়মত প্রস্তুতি গ্রহণ। তার অংশ হিসেবে জরুরিভিত্তিতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, স্বচ্ছ ভোট-প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও গণনার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা। দ্বিতীয়ত, অংশীদারিত্বমূলক বাইরের পর্যবেক্ষক ও আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধায়ক দল নিয়োগ করা। সবশ্রেণীর অংশীজনদের প্রতিনিধিকে রেখে দল দুটো গঠন করা যাতে একপক্ষীয় অভিযোগ ওঠার সুযোগ কমে যায়। ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনমনে আস্থা তৈরি হবে। তৃতীয়ত, প্রচারণার সময় এবং গণনার সময় সুনির্দিষ্ট আইন ও নির্দেশিকায় বাধ্যতামূলক সম্মতি যাতে ভোটবর্জন বা গণনার বিলম্বে সংঘাতের সৃষ্টি না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি প্রশাসনকে ক্যাম্পাসে ও ক্যাম্পাসের বাইরে অবশ্যই প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নির্বাচনের আগের দিন থেকে শুরু করে নির্বাচনের পরের দিন পর্যন্ত (তিন দিন) বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাইরের লোকজনের আগমন নিষিদ্ধ রাখতে হবে। উপরোক্ত সব স্তরের সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করলে ভবিষ্যতে এমন হট্টগোলের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে।

জাকসু নির্বাচন কেবল একটি ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান নয়, এটি আমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় ঘটনাও বটে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, নৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং প্রশাসনের উপর আস্থা রাখার সংস্কৃতি গড়ে তোলা আবশ্যক। যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব অবকাঠামো ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সহনশীল ও স্বচ্ছভাবে গড়ে তুলতে পারে এবং মূলধারার রাজনৈতিক প্রভাববলয়ের বাইরে থেকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, তবে তা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বির্নিমাণে গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক দর্শন ও কলাকৌশলের হাতেকলমে প্রশিক্ষণের কর্মশালায় রূপান্তরিত হতে পারে। তখন শিক্ষার্থীরা শুধু ভোটে অংশগ্রহণ করবে না, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাদের জন্য একটি শক্তিশালী, দায়িত্বশীল ও সংহত শিক্ষাজীবনের সম্ভাবনাও তৈরি হবে।

সাম্প্রতিক জাকসু নির্বাচন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও হট্টগোলকে আমরা যদি শুধুই আলোচনা, সমালোচনা কিংবা নিন্দায় সীমাবদ্ধ রাখি, তবে ভবিষ্যতেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তার পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে। কিন্তু যদি আমরা এখনই আরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারি, তবে ভোটাধিকার প্রয়োগের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে সামনের ছাত্রসংসদ নির্বাচনগুলোতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে ছাত্রসংসদ নির্বাচন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় যদি আরও সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা যায়, তবে জাকসু নির্বাচনের এই অধ্যায় হয়ে উঠবে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের একটি ব্যথিত কিন্তু দরকারি শিক্ষণীয় পাঠ।

লেখক: ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।

বারবার কেন আসছে নির্বাচনে চ্যালেঞ্জের কথা

অরুণ কর্মকার



অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্বয়ং একাধিকবার বলেছেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন এমন এক আবহে অনুষ্ঠিত হবে যে তা শুধু দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সর্বজনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এটা তাঁর নিজের এবং অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ও দৃঢ় অঙ্গীকার। এরপর এল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বললেন, এই নির্বাচনে আগামী জাতীয় নির্বাচনের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে। ডাকসু নির্বাচন ভালোভাবেই অনুষ্ঠিত হলো। বেশ শান্তিপূর্ণই বলা যায়। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণও ছিল আশাব্যঞ্জক। কিন্তু নির্বাচনটি প্রশ্নাতীত হলো না। অনেক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা যে এই নির্বাচনে ছিল, তা কেউই অস্বীকার করেননি। তারপরও সব পক্ষই তা মেনে নিয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

এরপর অনুষ্ঠিত হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। সেই নির্বাচনে ডাকসুর তুলনায় অনেক বেশি অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠেছে। পাঁচ-পাঁচটি প্যানেল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, সংশপ্তক পর্ষদ, সম্প্রীতির ঐক্য, স্বতন্ত্র অঙ্গীকার পরিষদ এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (একাংশ) নির্বাচন বর্জন করল। তাদের সবারই সুস্পষ্ট অভিযোগ, নির্বাচনে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা ছিল। একই অভিযোগে, এমনকি নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা থেকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন অন্তত তিনজন শিক্ষক। হ্যাঁ, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে। সে পরিচয় তাঁরা গোপন করেননি। আর রাজনৈতিক পরিচয় থাকলেই সব অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার অভিযোগ অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায় না।

তা ছাড়া, নির্বাচন বর্জনকারী প্যানেলগুলোর পক্ষ থেকে কতিপয় অভিযোগ তোলা হয়েছে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে। যেমন ভোটার হওয়ার পরও ভোটার তালিকায় নাম না থাকা; ভোট দেওয়ার পর অনেকের আঙুলে কালির চিহ্ন না দেওয়া; আগের রাতে ব্যালট বাক্স নিয়ে হট্টগোল; আগের রাত ২টায় পোলিং এজেন্ট-সংক্রান্ত ঘোষণা দেওয়া, ১৫ নম্বর ছাত্রী হল কেন্দ্র থেকে পূরণ করা ব্যালট উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেখানে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার (শিবিরের ছাত্রী শাখা) মেয়েরা জাল ভোট দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শহীদ সালাম বরকত হলে মোট ভোটার সংখ্যা ২৯৯। কিন্তু সেখানে ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে ৪০০টি। ভোটার তালিকায় ছবি সংযুক্ত না থাকায় যে কেউ যে কারও নামে ভোট দিতে পেরেছেন। রফিক-জব্বার হল থেকে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রায় প্রতিটি হলে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে বহিরাগতদের অবস্থান করতে দেখা গেছে। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে। জাকসু নির্বাচন নিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরও কিছু অভিযোগ তুলেছিল। কিন্তু তারা আর বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। হয়তো বিজয়ের সম্ভাবনা বেশি বলে। তবে নির্বাচন বর্জনকারী প্যানেলগুলো নতুন তফসিল ঘোষণা করে নতুন নির্বাচনের দাবি করেছে।

সামনে আসছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নির্বাচন। সেই নির্বাচন আমাদের সামনে কী চিত্র হাজির করে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট থাকবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) নির্বাচন। স্থানীয় পরিস্থিতির কারণে সে নির্বাচনের দিনক্ষণ এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়নি। জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলমান নির্বাচন জাতির জন্য ভালো কিছু বয়ে আনুক। তবে এই নির্বাচনগুলোকে কেন্দ্র করে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে তাকে পুরোপুরি ভালো কিছু বলা যায় না। তা ছাড়া, প্রধান উপদেষ্টা সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো যে নির্বাচন আয়োজনের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন, তার কোনো আভাসও এই নির্বাচনগুলোতে পাওয়া যায় না। আর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা যে বলেছেন, এই নির্বাচনে আগামী জাতীয় নির্বাচনের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে, তা যদি সত্য হয় তাহলে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যদিও আমাদের সবার প্রত্যাশা ভালো একটি নির্বাচনের। সুন্দর আগামীর।

> প্রধান উপদেষ্টা সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো যে নির্বাচন আয়োজনের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন, তার কোনো আভাসও এই নির্বাচনগুলোতে পাওয়া যায় না। আর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা যে বলেছেন, এই নির্বাচনে আগামী জাতীয় নির্বাচনের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে, তা যদি সত্য হয় তাহলে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এই শঙ্কার কথাই বারবার ঘুরেফিরে আসছে। কথাগুলো বলছেন আগামী নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নেতারাই। এই যেমন গত বৃহস্পতিবারও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করাই জাতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। নাগরিক কোয়ালিশন নামের একটি সংগঠন আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এই চ্যালেঞ্জের কথা বলেন। জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ওই একই দিন দলীয় একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় নির্বাচন হলে দেশের সংকট আরও বাড়বে। বর্তমান পরিস্থিতি বলতে তিনি কী পরিস্থিতির কথা বলতে চেয়েছেন, তা-ও স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক দুরবস্থা, লোডশেডিং, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মামলা-বাণিজ্য ও মব সন্ত্রাস চলছে। এর মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব কি না, তা সরকারকে ভাবতে হবে।

সরকারের আরও বড় ভাবনার বিষয় হলো নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অদৃশ্য শক্তির কর্মকাণ্ড। এ মাসের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দুই দফা বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, 'যারা অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছাতে দিতে চায় না, তারা যত রকমভাবে পারে বাধা দেবে। বাংলাদেশের নতুন সত্তাকে গড়ে তুলতে তারা বাধা দেবে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে নির্বাচন বানচাল করার। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে যাতে নির্বাচন না হয়। এগুলোর কিছু লক্ষণ এখন দেখা যাচ্ছে। সামনে আরও আসবে। এ জন্য আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। আমাদের চেষ্টা হবে নির্বাচন করার।' প্রধান উপদেষ্টার এই বক্তব্যে নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কার বিষয়টি স্পষ্ট। এটাও স্পষ্ট যে, এই আশঙ্কার কারণ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র।

অবশ্য ওই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের বক্তব্যে যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঐতিহ্যগতভাবে স্থান করে নেওয়া ষড়যন্ত্র ছাড়াও আগামী নির্বাচন নিয়ে তাঁদের শঙ্কার একটি বড় কারণ অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্বলতা। সরকার যে পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা এবং সংস্কারপ্রক্রিয়া চালিয়ে এসেছে, তাতে জুলাই অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে অনতিক্রম্য দূরত্ব ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। সেই দূরত্ব ও অনৈক্যই হয়ে উঠেছে এখন গলার কাঁটা। ফলে নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন, জাতীয় সংসদের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন, জাতীয় সংসদের পাশাপাশি একই সঙ্গে গণপরিষদ নির্বাচন প্রভৃতি ইস্যুগুলো যে দেশে নতুন এক রাজনৈতিক সমীকরণ সৃষ্টি করেছে, তার নিরসন কীভাবে করবে, সেটাও সরকারের এক বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কারণেই নির্বাচন নিয়ে বারবার শঙ্কা-সংশয়ের কথা ঘুরেফিরে উঠে আসছে।



কেতাবি বেগম

এম এ ওয়াজেদ

দু'দিন হলো কেতাবি বেগম মারা গেছে। গতকাল তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে। কেতাবি বেগমের স্বামী আদর আলী দশ বছর আগে মারা যায়। তাদের দাম্পত্য জীবন একান্ন বছর সাত মাস একুশ দিনের। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান রজব আলী। আদর আলী ও কেতাবি বেগম তিন শতাংশ জমি কিনে সে জমির ওপর একটা খড়ের ছাউনি দিয়ে শোয়ার ঘরে বসবাস করে আসছিলো।

কেতাবি বেগমের বয়স যখন নয়, তখন তার পিতা অভাবের কারণে কাজের মেয়ে হিসেবে গ্রামের মাতব্বর রহিমুদ্দি মণ্ডলের বাড়িতে তাকে রেখে আসে। প্রথম প্রথম সারাদিন কাজ শেষে কেতাবি বেগম পিতার বাড়িতে রাতে ঘুমাতো। খুব ভোরে আবার চলে যেতো। এগারো বছর বয়স হতে আর পিতার বাড়িতে না ঘুমিয়ে মণ্ডলের বাড়িতে একা ঘুমায়। প্রথমে ভয় করলেও এখন একাকি ঘুমাতে ভয় করে না।

কেতাবি বেগমের পনেরো বছর বয়সে তার পিতা মাতা তিন দিন আগে পিছে মারা যায়। তার পিতার নিজ মালিকানাধীন দুই শতাংশ জমিতে একটা বাড়ি ছিলো। পিতৃ-মাতৃহীন কেতাবি বেগমের জীবন নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। কেতাবি বেগমের জন্মের দু'বছর পূর্বে একমাত্র ভাই কেরামুদ্দি আলী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে মূর্খ ছিল তাদের পিতা ও মাতা। জীবন ও জগত-সংসারের সহজাত প্রশ্ন তাদের মনে

কেতাবি বেগমের ছেলে রজব আলী মেধাবী ছাত্র। সে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে। একসময় এডভোকেট হিসেবে বারে যোগদান করে। সে রহিমুদ্দি মণ্ডলের ডিক্রিপ্রাপ্ত মামলার রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

উদয় হয়েছিল কি না, তা নিয়ে হয়তো কোনো দরদি মন গবেষণা করছে। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের দুঃস্বপ্নে তাড়িত ভয়ার্ত মুখগুলো রাষ্ট্রীয় বণ্টনের ভাগ আগেই খেয়ে শেষ করেছে।

অসহায়া কেতাবি বেগমের চোখের কান্না থামেনা। কান্নার সাথে অভিমান, অভিযোগ ও অভিশাপ ঝরে পড়ে। রহিমুদ্দি মণ্ডলের স্ত্রী কেতাবি বেগমের দুঃসময়ে সান্ত্বনা দেয়। কেতাবি বেগম জানে মানুষের জীবন পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস মেনে চলে না। তার মাথার ওপর ছাদ হয়ে এতো দিন পিতা মাতা ছিলেন। এখন থেকে সে কার কাছে মনের কথা খুলে বলবে ? কে তার কথা শোনবে ? কোনো কোনো মানুষের জীবন হঠাৎ কেনো জানি অন্ধকারের কালো মেঘে ঢেকে যায়, এর উত্তর কে দিবে ?

কেতাবি বেগমের বিয়ে ঠিক হয়েছে। পাত্রের নাম আদর আলী-এতিম ও দিনমজুর। আদর আলী গত দশ বছর ধরে রহিমুদ্দি মণ্ডলের বাড়িতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। রহিমুদ্দি মণ্ডলের স্ত্রী ঘটক সেজে নিজ বাড়িতে বিয়ের বন্দোবস্ত করে। এ বিয়েতে কোনো যৌতুক ছিলো না। মোহর ধার্য হয় এক হাজার একশো টাকা। আদর আলী একশো টাকা নগদ মোহর পরিশোধ করে। সেটাও রহিমুদ্দি মণ্ডলের স্ত্রীর কাছ থেকে ধার নেয়া। বিয়ের পর তাদের বাসরঘর কেতাবি বেগমের পিতার বাড়িতে সম্পন্ন হয়।

বাসর রাতে কেতাবি বেগম তার ভালোবাসার মানুষটির সাথে অনেক অনেক কথা শেয়ার করে, বলে যে তারা একটানা এক বছর রহিমুদ্দি মণ্ডলের বাড়িতে কাজ করে যে টাকা পাবে, সে টাকা বছর শেষে একবারই নিয়ে আর কাজ করবে না। দুজনে মিলে কাছাকাছি দেড় লাখ টাকা পেয়ে আদর আলী একটা চার্জার রিকশা কিনবে । বাকি টাকা দিয়ে কয়েকটা ছাগল কিনে কেতাবি বেগম নিজে লালন পালন করে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে ।

আদর আলী এখন চার্জার রিকশা চালক। ইনকাম মোটামুটি ভালো। সংসারে খরচ করেও প্রতিদিন হাতে নগদ টাকা জমা হয়। ওদিকে কেতাবি বেগমের আদর যত্নে দুটো ছাগল বছর শেষে বৃদ্ধি পেয়ে সংখ্যায় ছ'টিতে দাঁড়ায়। কেতাবি বেগম বিয়ের এক বছর ছয় মাস পরে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। নতুন অতিথির আগমন উপলক্ষে তাদের হৃদয় মন্দিরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। ছেলে বা মেয়ে হোক তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে বলে তারা প্রতিজ্ঞা করে।

সেদিন ছিলো শনিবার। আষাঢ় মাস। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। কেতাবি বেগমের ছেলে হয়েছে তিন মাস হলো। বুকের দুধ খাওয়ানো শেষ হলে কেতাবি বেগম বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায়। বৃষ্টির কারণে আদর আলী বাড়িতে অবস্থান করছিলো। হঠাৎ দেখে দরজার সামনে রহিমুদ্দি মণ্ডল আরো পাঁচজন লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে থানা পুলিশের একজন এসআই ও সাথে কয়েকজন কনস্টেবল ঘটনাস্থলে পৌঁছে। গ্রামের আরো লোকজন হাজির হয়। বৃষ্টি থেমে গেলে রহিমুদ্দি মণ্ডলের সাথে আসা লোকজন নিজেদের কোর্টের লোক পরিচয় দিয়ে কেতাবি বেগম ও তার স্বামীকে বাড়ি খালি করতে বলে এবং সে মর্মে কোর্টের জারি পরোয়ানা আছে বলে প্রকাশ করে।

উপস্থিত সবার সামনে রহিমুদ্দি মণ্ডল প্রকাশ করে যে, কেতাবি বেগমের পিতা মৃত্যুর এক বছর আগে এ জমি টাকা নিয়ে দলিল রেজিস্ট্রি করে দিয়ে গেছে। সে দলিল দিয়ে উচ্ছেদের মামলা করে কোর্ট হতে ডিক্রি পেয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমির দখল না ছাড়ায় কোর্ট ডিক্রি জারি দিয়েছে। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে কেতাবি বেগম কোলের বাচ্চার জন্য এক মাসের ভাড়া চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

শনিবারের পরের সোমবার আদর আলী কোর্টে গিয়ে মামলার খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, রহিমুদ্দি মণ্ডল উচ্ছেদের যে মামলা দায়ের করেছিলো, তার সমন কেতাবি বেগমকে না দিয়ে জারিকারকের সাথে যোগসাজশ করে জারি দেখায়। মামলার আরজিতে রহিমুদ্দি মণ্ডল কেতাবি বেগমের পিতাকে দাতা হিসেবে যে দলিলের বর্ণনা দিয়েছে, তার পিতা সে দলিল রেজিস্ট্রি করে দেয়নি। রহিমুদ্দি মণ্ডল যেবার মেম্বার হয়েছিলো, বয়স্ক ভাতা দেয়ার নাম করে কেতাবি বেগমের পিতার বাড়িতে এসে কিছু কাগজপত্রে সই নিয়েছিলো।

কেতাবি বেগমের ছেলে রজব আলী মেধাবী ছাত্র। সে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে। একসময় এডভোকেট হিসেবে বারে যোগদান করে। সে রহিমুদ্দি মণ্ডলের ডিক্রিপ্রাপ্ত মামলার রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। সে মামলার সমন হাতে পেয়ে রহিমুদ্দি মণ্ডল অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে জানে দলিল জাল। অপরদিকে, পূর্বের মামলার সমন মিথ্যাভাবে জারি করা হয়েছে। তার অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চলে। চূড়ান্ত শুনানির দিন রহিমুদ্দি মণ্ডল হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় ।

কেতাবি বেগম ও তার স্বামী কবরে শুয়ে আছে। রজব আলী মায়ের কবরে গিয়ে কাঁদতে থাকে। ফিরে পাওয়া জমিতে রজব আলী একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে অক্ষর জ্ঞানহীন লোকজনের জন্য দান করে। রজব আলী অধ্যায়নে জানতে পারে, সমাজে হাজারো রহিমুদ্দি মণ্ডল অবশেষে পরাজিত হয়, কেতাবি বেগমেরা জয়ী হয় ।

শাহনাজ বেলীর সাথে আটলান্টায় একদিন

ড.আব্দুস সাত্তার

"আইলায় না; আইলায় নারে বন্ধু
করলায় রে দিওয়ানা
আইলায় না; আইলায় নারে বন্ধু
করলায় রে দিওয়ানা
সুখ বসন্ত সুখের কালে
শান্তি তো দিলায় নারে বন্ধু
আইলায় নারে ; ও বন্দু আইলায় নারে"

যাকে নিয়ে আজকের লেখা তাঁর প্রিয় একটি গান দিয়েই শুরু করলাম। তিনি হলেন শ্রোতাপ্রিয় লালন ও লোকজ সংগীতশিল্পী শাহনাজ বেলী। কুষ্টিয়ার এ শিল্পীর শুরুটা হয়েছিল বাবার সাথে লালনের গান করার মধ্য দিয়ে। ১৯৮৯ এ প্রথম ঢাকায় অনুষ্ঠান করতে আসা তাঁর। সেখান থেকে আনসার বাহিনীর অর্কেস্ট্রায় গান শেখার সুযোগ পান তিনি। ১৯৯০ সালে ঢাকার মঞ্চে গেয়ে প্রাথমিক পরিচিতি তৈরি হয়। এরপর তিনি নিজের প্রথম অ্যালবাম 'একবার পাইলে' প্রকাশ করেন ২০০৫ সালে। এখন পর্যন্ত একক, ডুয়েট, মিশ্র মিলে ১০০র বেশি অ্যালবামে গান গেয়েছেন তিনি। এছাড়াও কণ্ঠ দিয়েছেন চলচ্চিত্র, নাটক ও বিজ্ঞাপনে।

মা-বাবার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল তিনি। নিজ দায়িত্বেই তিনি মা-বাবাকে হজ্ব করিয়েছেন। আবার তার নিজের একমাত্র কন্যা মোবাশ্বিরা কবির আভাকেও মানুষের মতো মানুষ করার চেষ্টা করছেন। শাহনাজ বেলী যে শুধু নিজের পরিবার আর নিজের গান নিয়েই ভাবেন-এমনটি একদমই নয়। তিনি শ্রোতা-দর্শকের কথা ভেবে যেমন ভালো ভালো গান প্রকাশের চেষ্টায় মত্ত থাকেন, ঠিক তেমনি আগামী প্রজন্মের মাঝে লালন সংগীতের আরও প্রসার ঘটাতে তিনি নিজ উদ্যোগে কুষ্টিয়াতে নিজ গ্রামে পশ্চিম আবদালপুরে 'শাহনাজ বেলী সংগীত একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন।

গত ৩ এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসে একাডেমিটির যাত্রা শুরু হয়েছে। একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শাহনাজ বেলী। একাডেমিতে বর্তমানে ৫০ শিক্ষার্থী গান শিখছেন। নিজের একাডেমি নিয়ে স্বপ্ন প্রসঙ্গে শাহনাজ বেলী বলেন, 'বিশেষত লালন সংগীত নিয়েই একাডেমি ঘিরে আমার স্বপ্ন। লালনের গানের আরও অনেক বেশি প্রসারের ক্ষেত্রেই এই একাডেমি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। যেহেতু আমি লালনের গানে নিজেকে মগ্ন করেছি, আমি চাই এই গানের আরও প্রসার ঘটাতে। আমার একাডেমিতে যারা গান শিখবে, তারা মূলত লালন গানেই নিজেকে দক্ষ করে তুলবে। আমি চাই সত্যিকারের শিল্পীরা বেরিয়ে আসুক। লালনের গানের আরও প্রসার হোক। লালন সংগীতে আগ্রহীরা এখানে তালিম নিতে আসেন। এর চেয়ে বড় স্বপ্ন আর কী হতে পারে আমার। আমার সৌভাগ্য আমার মাথার ওপর আমার মা-বাবা ছায়া হয়ে আছেন। এটাও আমার জন্য অনেক বড় আশীর্বাদ।"

শাহনাজ বেলী এসেছিলেন আটলান্টা, জর্জিয়া ৩৯তম ফোবানায় গান করতে। চমৎকার গান পরিবেশন করলেন। সময় শেষ হবার পরেও দর্শকের অনুরোধে দুইটি গান করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাধারণ মানুষের মতো অডিটরিয়ামের বাহিরে হাঁটছিলেন আর অনেকের অনুরোধে ছবি তুলছেন। আমিও সামনে যেয়ে কুশল বিনিময় করে কিছুটা সময় কথা-বারতা বলে একটি ছবি নিলাম। ছবি নেওয়ার সময় বলেছি আপনাকে নিয়ে কিছু লিখব এবং প্রচার করবো। এই গুণী শিল্পীকে নিয়ে লিখে শেষ করা যাবে না। শাহনাজ বেলী সত্যি একজন ভালো মনের মানুষ। তার কণ্ঠ ও সুরের মূর্ছনা যেমন হৃদয়ে নাড়া দেয় তেমনি তার স্বভাবসুলভ ব্যবহার চমৎকার। শাহনাজ বেলী আপনি ভালো ও সুস্থ থাকুন এবং আপনার সব স্বপ্ন পূর্ণ হউক এই প্রত্যাশায়।

হাতির দয়া

ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

বাংলাদেশের সবুজ পাহাড় আর অরণ্য একসময় ছিল গভীর ও অবারিত। শীতল ছায়া, পাখির কলতান, ঝরনার শব্দ সব মিলিয়ে যেন প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল, আর সেই সঙ্গে শুরু হলো বনজঙ্গল উজাড়ের কাজ। গাছ কেটে ফেলা হলো ঘর বানানোর জন্য, জমি বানানো হলো চাষাবাদের জন্য। বনজঙ্গল সঙ্কুচিত হতে লাগল, আর তার সঙ্গে সঙ্কুচিত হলো বন্য প্রাণীদের আবাস। প্রাণীরা একে একে হারাতে লাগল তাদের নিরাপদ আশ্রয়। খাবারের সংকট দেখা দিল। শেয়াল আর হরিণেরা খাবার না পেয়ে অস্থির হলো, পাখিরা হারাল তাদের ডাল-পাতার নীড়।

সবচেয়ে বিপদে পড়ল হাতিরা, তাদের বড় দেহ। তাই তাদের প্রয়োজন বেশি খাবারের, অথচ খাবার নেই। তারা বাধ্য হয়ে নেমে এলো মানুষের ধানের জমিতে সোনালি ধানের শিষ তারা গিলে খেল, খেয়ে নিল গম ও কলা বাগান। কৃষকদের মনে তখন ক্ষোভ জমতে লাগল। জমির ফসল নষ্ট হলে ক্ষুধায় কষ্ট পায় কৃষকের পরিবার। তাই অনেকেই রাগে হাতিদের বাধা দিতে শুরু করল। কেউ লাঠি ও আগুন নিয়ে তাড়া করল, কেউ ফাঁদ পাতল, কেউবা গুলি চালাল। অনেক নিরীহ হাতি প্রাণ হারাল মানুষের হাতে। তবুও আশ্চর্যের বিষয় হাতিরা তাদের শক্তি দিয়ে কখনো মানুষকে আঘাত করল না। চাইলে তারা সহজেই গ্রাম গুঁড়িয়ে দিতে পারত, পাহাড়ি ঘরবাড়ি মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তারা তা করল না।

একদিন গভীর জঙ্গলে একত্র হলো কয়েকটি প্রাণী। শেয়াল বলল, "হাতি ভাই, মানুষ তো তোমাদের একের পর এক হত্যা করছে। তোমার দেহ তো পাহাড়ের মতো বড়। এক লাফে তুমি একটি ঘর ভেঙে ফেলতে পারো, একটা শুঁড়ের আঘাতে মানুষ মাটিতে ফেলে পিষে মারতে পারো। কিন্তু তুমি কেন চুপ করে এতো অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করছ?"

হায়েনা হেসে হেসে যোগ দিল, "সত্যি কথা বলেছ শেয়াল। মানুষকে একবার শিক্ষা দাও। ভয় দেখাও। তবেই তারা হাতিহত্যা বন্ধ করবে।"

বনবিড়াল ফিসফিস করে বলল, "তাদের ধানের ফসল নষ্ট করে দাও, ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দাও। দেখবে কেমন ভয় পায়!"

বানর গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে বলল, "হাতি ভাই, তুমি এত শক্তিশালী! অথচ মানুষ তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন তাদের ছেড়ে দিচ্ছ?"

হাতি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, "তোমরা সবাই মনে কর আমি কেন প্রতিশোধ নিই না। শোনো, আমি তো প্রাণী। মানুষও প্রাণী। মানুষ তাদের ভাইকে হত্যা করে, জবাই করে, কষ্ট দেয় এটা আমি দেখি। তারা নিজেদের জাতের প্রতিই এত নিষ্ঠুর এবং তারা প্রতিনিয়ত এই পৃথিবীর ক্ষতি করে চলেছে। আমি কি তাদের মতো হবো? আমার দেহ বড়, আমার শক্তি অনেক। কিন্তু দয়াশীলতা আমার স্বভাব। আমি যদি কাউকে হত্যা করি, তবে আমি আর মানুষের মধ্যে যে অমানুষ আছে তার আর আমার পার্থক্য রইল কোথায়? যে মানুষ তার ভাইকে আঘাত করে, সে তো আমাকেও আঘাত করতে পারে। তবুও আমি মানুষ নামে অমানুষ নই আমি হাতি। আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছে, তাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমাকে আর আলাদা করে জ্ঞান অর্জন করতে হয় না।" সে এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, "মানুষের সুযোগ আছে মানুষ হয়ে অমানুষ হওয়ার। তাই তারা নিষ্ঠুর হয়, অমানুষ হয়। কিন্তু আমি হাতি, আমার কখনো অহাতি হওয়ার সুযোগ নেই। আমি হাতি হয়েই থাকব। আমার স্বভাব দয়া, তাই আমি দয়াশীল।"

হাতির কথা শুনে প্রাণীরা চুপ হয়ে গেল । তার চোখে ছিল শান্ত জ্যোতি, যেন সে সত্যিই অরণ্যের বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানী। শেয়াল মাথা নিচু করল, হায়েনা আর কথা বলল না। বানর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সেদিন থেকে তারা বুঝল, শক্তি যেকোনো জিনিসকে ধ্বংস করার, কাউকে কষ্ট দেয়ার বা অহংকার করার বস্তু নয়, শক্তির আসল মর্যাদা দয়ার মধ্যেই নিহিত। আর হাতির দয়াশীলতা হয়ে রইল বনজঙ্গলের এক শিক্ষণীয় শিক্ষা, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ল। হাতির কথা শুনতে শুনতে হাতি প্রেমিক কিশোর রায়সানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রায়সান এক গরীব কৃষক বাবার ছেলে। তার স্বপ্নের কথা শুনে বাবার চোখ জলে ভরে উঠল। সে ফিরে গিয়ে বলল অন্য কৃষকদের, "আমরা হাতিদের উপর অন্যায় করেছি। তারা ফসল খেয়েছে ক্ষুধায়, কিন্তু আমাদের ঘর ভাঙেনি, সন্তান হত্যা করেনি। অথচ আমরা তাদের ওপর নির্বিকারভাবে, অন্যায়ভাবে গুলি চালিয়েছি। হাতি মানুষের মতো নিষ্ঠুর হতে চায়নি, অথচ আমরা মানুষ হয়েও অমানুষ হয়েছি।"

গ্রামে ছড়িয়ে গেল এই উপলব্ধি। অনেকেই সিদ্ধান্ত নিল হাতি হত্যার বদলে তাদের জন্য আলাদা খাবারের জমি রাখা হবে, পাহাড়ের গাছ আর কাটা হবে না, আগের মতো ঘন জঙ্গল ফিরিয়ে আনা হবে। তারপর থেকে সেই গ্রামে যখনই হাতির দল আসে, মানুষ আর গুলি চালায় না। তারা দূর থেকে হাতিদের দলের দিকে তাকিয়ে থাকে আর হাতি গুলো শুঁড় তুলে সালাম করে। এইসব দেখে মনে পড়ে যায় সেই কথাগুলোঃ মানুষ অমানুষ হতে পারে কিন্তু হাতি কখনো অহাতি হয় না।





ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

Headquarters: 186-05 Jamaica Avenue, Hollis, NY 11423-2025
Phone: 1-800-464-7370; E-mail: asaal@asaal.org; Website: www.asaal.org; X: @ASAAL08

1St SCHOLARSHIP

"Maf Misbah Uddin President Scholarship"

Dear ASAAL Membership,

At the 17th Annual Convention of the Alliance of South Asian American Labor (ASAAL) hosted by the US Capital Chapter, one of our Gold Sponsors "M3 Technology", announced that they will be awarding five Scholarships of $1,000 each. The name of the Scholarship will be the "**Maf Misbah Uddin President Scholarship**" which will be awarded beginning the **Fall of 2025**. At the Convention all delegates present approved of the Scholarship enthusiastically.*

From the inception ASAAL is striving to promote political awareness among men, women, and youths in our communities. Today, ASAAL consists of 22 Chapters in 12 States each with an Executive Committee, a Women's Committee, and a Youth Committee. We are very serious about our youths, their engagement with ASAAL is the key to promoting and promulgating our vision. Our goal has always been to empower our communities through organizing, participation, and activism. This scholarship will attract youths who one day will lead ASAAL to continue to bring the results that a unified and active community like us deserve.

The selection will be made by a lottery, among the qualified membership in good standing who applied. To qualify for the scholarship, the following requirements must be met:

1. *Any active adult member or active youth member in good standing** is eligible.*
2. *The applicants must be enrolled for the Fall of 2025 in a two-year or four-year undergraduate program in an accredited college/university. The student can be a freshman, sophomore, junior, or senior and can apply every year for the scholarship. Trade schools are not eligible.*
3. *Proof of Bursar's receipt or an official letter on college/university letterhead showing payment status, etc. into the college/university.*

*Make sure your completed application with all supporting documents, is emailed at ASAALscholarship@gmail.com no later than **September 30, 2025**.*

The Executive Council, Chapter Leaders, and the General Membership are always working hard to improve the lives of everyone involved in the ASAAL movement. Being part of the mainstream politics is the only way we can help establish us as American and can fulfill our American dream. We thank M3 Technology for these scholarships to happen. We hope that these scholarships will give an incentive to those who win.

The member must have a one-year or life membership status as of **September 30, 2025. To be a member or to check your membership status please contact your area Chapter President and/or Secretary.

In solidarity,

Maf Misbah Uddin
Founder & National President

Mohammed Karim Chowdhury
National Secretary

*P.S. Please fill out the enclosed application properly and email it by **September 30, 2025.***

*The Alliance of South Asian American Labor (ASAAL) was founded in 2008 with 22 chapters in twelve States including ten Chapters in New York and a chapter in each of New Jersey, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Florida, Virginia, Maryland, California, Texas, Kansas, and Washington DC.

Empowerment through Education, Activism, and Participation

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

P.O. BOX 1698, NEW YORK, NY 10008
Phone: 1-800-464-7370; E-mail: asaal@asaal.org; Website: www.asaal.org

USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA

ASAAL is of the Community for the Community

Join ASAAL, here is why:

- Organize all South Asians in America to activate, educate, engage, and empower their respective communities.
- Insure that all South Asians in America are recognized and treated with professionalism, dignity, and respect.
- Encourage the South Asian Diaspora to get involved and be active in the labor movement around the Globe.
- Improve educational, employment, and small business opportunities for South Asians in America.
- Engage South Asians in America in voter registration, voter education, and voter mobilization.
- Participate in all aspects of mainstream local, township, city, county, state, and national politics.
- Advocate comprehensive immigration reform that serves the needs of South Asians in America.
- Demand equal opportunity of employment and equal pay for all qualified South Asians in America.
- Support civil rights, workers' rights, immigrant rights, human rights, Student rights, and Women's rights.
- Build effective political alliances between labor, faith, civic and community organizations, and the general public.

Become a member today!

Queens Chapter:
Kazi Farid Ahammad, CPA
President (917) 378-6913
Harjit Minhas
Secretary (917) 412-6416

The Bronx Chapter:
Syed Tahmeedul Haque
President (646) 651-9615
Ibrahim Barobhuiya
Secretary (646) 944-8735

Brooklyn Chapter:
Dr. Mujibur R. Majumder
President (347) 561-5393
Masba Uddin
Secretary (347) 517-6720

Manhattan Chapter:
A K M Amran
President (347) 561-5393
Tamara Martin
Secretary (917) 553-2038

Staten Island Chapter:
Irshad Sheikh, Rph.
President (917) 921-5131
Md. Hossain Alam
Secretary (646) 255-0155

New Jersey Chapter:
Farook Hossain
President (609) 428-7766
Cheton Jha
Secretary (609) 412-3453

Georgia Chapter:
Abu Liaquat Hussain
President (404) 401-9107
Sayed Ahmed Ali Chunnu
Secretary (404) 437-3590

Michigan Chapter:
Syed Ali Reza.
President (929) 413-0999
Minhaj Russell Chowdhury
Secretary (313) 334-9019

Pennsylvania Chapter:
Shah Golamkader Farid
President (267) 357-9577
Md. Shahidul Islam
Secretary (215) 939-4284

NY Capital region Chapter:
Prof. Mizanur Rahman
President, (518) 334-0629
Methu Amirul Bhuiayn
Secretary, (518) 308-6601

US Capital Chapter:
Sharafat Hussain
President, (703) 332-5189
Abul Kalam Azad
Secretary, (646) 886-5463

Jackson Heights Chapter:
Somnath Ghimire
President (917) 742-7566
Chhring Rapke Lama
Secretary (347) 652-3683

Virginia Chapter:
Zakir Hossain
President (703) 203-2324
Mir Salahuddin Ahmed
Secretary (703) 574-2145

Florida Chapter:
Arif Ahmed Ashraf
President (561) 985-3162
Md. Kamrul Hossain
Secretary (786) 290-9010

Maryland Chapter:
Hasan H. Chowdhury
President (301) 675-1822
Khursheed Shabbir
Secretary (732) 614-6327

Richmond Hill Chapter:
Albert Baldeo, Esq.
President (917) 548-1055
Dr. Mineharte Ali, Ph. D.
Secretary (718) 641-5217

Long Island Chapter:
Gholam Faruq Shaheen
President (718) 415-1057
Salim Adamjee
Secretary (934) 233-2332

Los Angeles Chapter:
Dr. Zainal Abedin, Ph. D.
President (818) 599-3312
Majib Siddiquee, MBA, LLB
Secretary (213) 820-9511

Healthcare Prof. Chapter:
Dr. Rafeeque Ahmed,
President (718) 314-0138
Dr. Mahfuz Hossain
Secretary (917) 770-2967

Ozone Park Chapter:
Md. ASM Maiyen Uddin
President (347) 372-6348
Santanu Barua
Secretary (646) 203-4826

Houston Texas Chapter:
Kazi Zahidul Islam Milon
President (281) 610-3213
Dr. Abdullah Al-Mahmoud
Secretary (409) 678-2895

Kansas Chapter:
Rehan Reza
President (785) 554-0586
Bakul Ahmad
Secretary (917) 238-4560

Louisiana Chapter:
Prof. Mostafa Sarwar, Ph.D.
President (504) 352-4306

Missouri Chapter:
Anwar Kabir Khan
President (816) 309-2360

North Carolina Chapter:
Prof. Rashidul Islam
President (919) 434-5279

Empowerment through Education, Activism, and Participation

Maf Misbah Uddin, National President
Phone: (917) 209-9772 Email: assal08@gmail.com

Md Karim Chowdhury, National Secretary
Phone: (646) 785-7026 Email: karimsiny@gmail.com

Save the Date • The 18th Annual ASAAL Convention • December 5-6, 2025

www.asaal.org asaal@asaal.org @asaal08 1-800-464-7370 Alliance of South Asian American Labor (ASAAL)

Maf Misbah Uddin President Scholarship for ASAAL Members & Children

2025 - 2026 Application

Sponsored by: M³ Technology

Student's Full Name:

Student's Cell Phone Number:

Student's Address (including City, State, Zip):

Name of Accredited Two- or Four-Year College:

Field of Study (Major):

Relationship to ASAAL Member:

Member's Full Name:

Member's Cell Phone Number:

Member's Address (including City, State, Zip):

Member's Personal E-mail Address:

ASAAL Membership Number:

Member's Work Phone Number:

Member's Title:

Member's Work Address (including City, State, Zip):

Union Affiliation (if any):

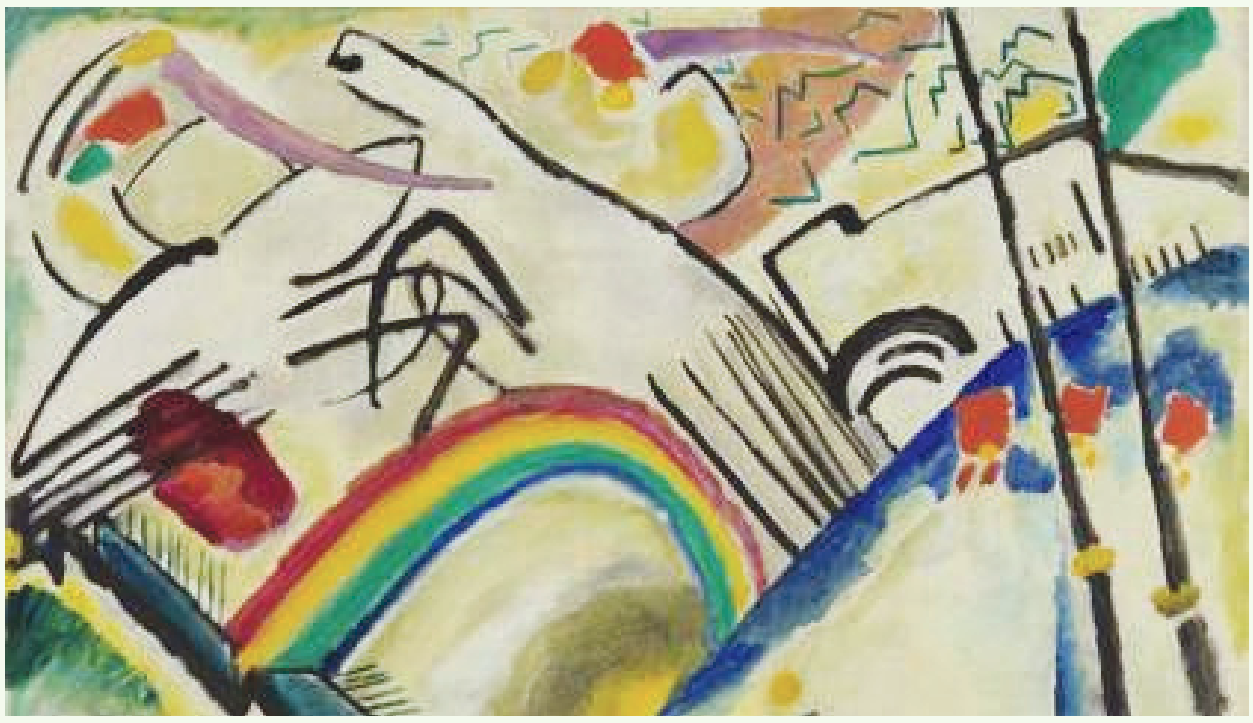
Union Title (if any):

Eligibility: Only ASAAL members and children of ASAAL members who are enrolled in an accredited two- or four-year college are eligible. A total of five $1,000 scholarships, sponsored by M³ Technology, are awarded on a yearly basis for one time only. There is no obligation to participate. **Please include proof of ASAAL membership and college enrollment with your application to qualify. Applications must be returned by September 30, 2025.**

To apply, email this form and required documents to: ASAALscholarship@gmail.com

ক বি তা র এ ক পা তা

অক্টোবরে ‘কবিতার একপাতা’ ৭ম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা যথারীতি চার পাতায় প্রকাশিত হবে। প্রাক-প্রস্তুতি শেষ, প্রস্তুতি পর্ব চলছে। তা’বলে সেই ব্যস্ততার অজুহাতে সেপ্টেম্বার সংখ্যার কাজে কোথাও কোনো ফাঁকি কাজ করেনি।
আমরা আমাদের পাঠককে জানি। তাঁদের পাঠরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রাখি। সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে—বাংলা কবিতার সেরা সম্ভার আপনাদেরকে উপহার দেয়ার। বিষয় বৈচিত্র্যে, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও ভাষিক উপস্থাপনে, ভিন্ন স্বরের কবিতাগুলি আপনাদের ভালো লাগবে নিশ্চয়ই!
আপনাদের জন্য নিরন্তর শুভ কামনা!—**ফারুক ফয়সল**



ঘোরের ভিতর

ইকবাল হোসেন বুলবুল

ঘর বাঁধিয়া ঘোরের ভিতর
ঘর-কে রাখি ঘোরের ভিতর

ঘর বাঁধিয়া ঘোরের ভিতর
ঘোরকে আঁকি ঘরের ভিতর
ঘরের সাথে নিত্য ঘুরি ঘোরের ভিতর
আমার সাথে, ঘর যে ঘুরে ঘোরের ভিতর

ঘোরে ঘোরে ঘুরি
ঘুরে ঘুরে উড়ি
ঘুমিয়ে থাকি ঘোরের ভিতর
জেগে উঠি ঘোরের ভিতর
ঘোরকে রাখি ঘরের মাঝে ঘোরের ভিতর
ঘুরাঘুরি বেঁধে রাখি ঘোরের ভিতর

ঘোরের ভিতর ঘুরাই কৃষক
ঘোরের জলে ঘুরাই জেলে
ঘোরের কলম, ঘোরের তুলি
ঘোরের কাব্য ঘোরের ছবি ঘরের ভিতর
ঘোরে ঘোরে ঘরকে ধরি ঘোরের ভিতর

বিষাদ বিদগ্ধ বিভ্রম

মঈনুস সুলতান

মহরমের চাঁদের মতো কিছু বিষাদ বিদগ্ধ বিভ্রম
ফিরে আসে বারংবার—
ঘটে অহরহ পুনরাবৃত্তি,
কিছু ঘটনা অনাবিল অনুপম
ঘটে শুধু একবার,
বিগত হয় প্রগাঢ় প্রণয়, পুরোপুরি যায় না মুছে প্রীতি
মসলিনের ভাঁজে লেগে থাকে জেনো...কর্পূরের স্মৃতি;

বাঞ্ছা করেছি যা কৈশোরের কামরাঙা লাস্যে
কিংবা কস্তুরীর তালাশে হন্যেও হয়েছি তারুণ্যে,
বেনোজল ভেঙ্গেছিল নদীপাড় শুধু আমারই জন্যে
চাই না যে ফের—
বালুচরে বিভ্রান্ত চখা হয়েছে নিশ্চিত
ভালো হয় অনুপস্থিতিতে হও যদি সুস্মিত।

কালের আয়ু

বদরুজ্জামান আলমগীর

তোমার বয়স হয়েছে, কোথায় যেন খানিকটা
দেখতে তুমি আহত, লাগে ধূলার মলিনতায় স্নিগ্ধ।
জীবন ও তার স্তব্ধতা, ভাঙন ভাবি কতো মেধাবী
তোমাকে ফুলের সাথে, বহতা স্বচ্ছ নদীর সনে
তুলনায় বাঁধতে, বানানো কথায় মহড়ার মত বলতে
আর পারি না যে- যতোই বলো, একদম পারি না।

তোমার কথা বলতে এখন যদি ধূলার কথা না বলি
যদি না তুলি ভাঙা স্বরের প্যাসেরিন পাখির কথা
যদি না বলি শীত গ্রীষ্মের তীব্র ঝাপটায় ফেটে যাওয়া
গাছের বাকলের কথা- তাহলে তোমার সৌন্দর্যের কথা
ঠিকঠিক বলা হবে না- এই মোড়ে এসে তোমার
নিষ্ঠাবান মলিনতা সবচেয়ে বেশি সুন্দর, বলিরেখা-
আমাদের সম্মিলিত জীবনের ভরসা, আমূল নিরাপত্তা।

সময়ও জীবনের ইজেলে সিদ্ধ হোক এমনই কঠিনের নুনে
তোমার মতই ফেব্রুয়ারি আগষ্ট থাকুক অক্ষর গুনে গুনে।

গলুক পাথর

মনিজা রহমান

রক্ত-রোদে পুড়ে যাচ্ছে পাথরের ঘ্রাণ
চারদিকে অর্বাচীন কেবলই নির্দয় অম্লান
দিনরাত বারুদ-গন্ধ, শান্তির ভান অক্লেশে

পাটাতনে পানি নেই, শিশুদের পেট-জুড়ে ক্ষুধা
নির্বোধের মূর্খ উৎসব, উইপোকা বোধে
কবিতার পঙক্তিতে ভেসে যায় রাগপ্রধান সুধা
রক্ত রক্ত খেলা পুড়িয়ে দেয় সভ্যতার অর্জন

খবরে কান্না বাজে, সাইরেন বৃষ্টির ধারায়
অন্ধকার ছড়াচ্ছে দ্রুত, গাছে গাছে আলোড়িত ক্ষত
প্রতিহিংসার সলতে কত আর হবে সংযত
ভালোবাসা কফিনে মুড়ে ঘৃণার চাষে ব্যস্ত পান্ডারা

ঋণ আজ আদিম পাথর, আড়াল করে অনিন্দ্য মুখোশ
বাতাসে বিষের জোনাক, পথে পথে লুকানো স্নাইপার
ফুলছে কলংক নদী, প্রকাশ্য স্বার্থের জোশ
রক্ত রোদে গলুক পাথর, ভেসে যাক আগুনের ধার।

নক্ষত্রের বনে

গাজী রফিক

আর আমাকে নিরীহ বলেই যারা ভালোবাসেন শুধু,
ত্বক-চিকচিকে! পৃথিবীতে অপরিমেয় শক্তিধর,
তাঁদের হৃদয় আমি কখনো চিনিনি!
ছদ্মাবরণে এঁরা আমার অন্তরের সব শুভাকাঙ্ক্ষা,
স্বপ্ন ও কল্পনাকে
আদি থেকে ক্রমাগত সংহার করে গেছেন।

তবু দূর; অন্ধকার রাতের আকাশের;
তারার দিকে জেগে আছি।
কাচের কুয়াশা নয় যে
জীবনের সব সত্য মুছে ফেলে দেয়া যায়;
জানি তো কারা মিথ্যাকে লেলিয়ে দিয়ে সত্যের সঙ্গে
নিশ্চিত করেছে তার অনিবার্য পরিণয়।

মিথ্যার থেকে আরও কি কি কুৎসিত খুঁজে পাওয়া যায়
এই জগতে তল্লাশি দিতে, সত্যি আমার
ঘুমগুলোকে হারিয়ে ফেলেছি নক্ষত্রের বনে!

ভাঙা আয়নার গল্প

আবদুর রব

পথের ধুলোয় পড়ে থাকা
ভাঙা আয়নাটি নগরীর গোপন আর্কাইভ।
প্রতিটি খণ্ডে ভেসে ওঠে
অচেনা মুখ, ছিন্ন প্রতিচ্ছবি।

শিশু সেখানে
নিজের ভাঙা মুখ দেখে হেসে ওঠে।
তার কাছে এ এক মজার খেলা।

থমকে যায় পাখি,তারপর উড়ে যায়।
আয়নায় রয়ে যায় তার উড়াল দৃশ্য,
ডানার প্রতিধ্বনি।

পথের পাশে পড়ে থাকা
আয়না শহরের খণ্ডিত দিনলিপি;
যেখানে ভগ্ন জীবনও জ্বলে ওঠে
অন্যভাবে, প্রতিফলিত আলোর
অলৌকিক ব্যঞ্জনায়।

ভালোবাসা

মারুফুল ইসলাম

আমি যখন নিরাকার নীলের মধ্যে সাদা এবং ধূসর
রঙের নানা অবয়ব দেখি
তখন সবুজের অভাব অনুভব করি
অথচ যখন সুনীল বিস্তারে শ্যামল বর্ণের আলপনা দেখি
তখন শুভ্রতা কিংবা ধূসরতার অনুপস্থিতি আমাকে আহত করে না

তাহলে কি আমি নীলে এবং সবুজে সমর্পিত
যে সবুজ চিরকাল ভালোবাসার রং
আর যে নীল বরাবর বেদনার
নিজেকে আমার পূর্বাপর এক জলরং ছবি মনে হয়
যেখানে ভাটি অঞ্চলের অকূল জলের বুকে আকুল
মুখ তুলে আছে ডুবে যাওয়া গাছপালা

আসলে হৃদয় এমন এক প্লাবিত ভূমি
যেখানে বেদনার জলেও বর্ষাল ধানের মতো বেড়ে ওঠে
ভালোবাসা

দেশজ

অপরাহ্ণ সুসমিতো

মদিনার মায় বাড়া বান্ধে মদিনা গাঁথে ফুল
ছেমড়ির বড় দেমাগ আছে সে করে চুলবুল

ধলা গরু হাম্বা ডাকে মাইয়ার জোয়ার আসুক
নদীর গাঙ্গে মরদ মেলা নায়ের গতরই ভাসুক

তারার বাড়ি নাটক হইসে সে হইসে ভিলেন
সাহার বাড়ি বিয়া হইত শাড়ি পরসে লিলেন

হাইঞ্জা বেলা চুঙ্গা লইয়া বেটা গেছইন বাজার
বেটি ইশুর সখ হইসে আতখা মাইঞ্জা মারার

তারে আমি জিগার করি মাতো না কিতাল্লাগি
আয়রে আয় পিরিত করি গলায় গলায় লাগি।



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472



INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.



শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

ABRAMS
LAW GROUP

ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ



বৃহস্পতিবার (Thursday), ৭ আগস্ট ২০২৫

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY TOP 10 ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S 2022 LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 18 September 2025, 9th Year, Issue 444

বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩ আশ্বিন ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৪৪



পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে বন্দুকধারীর গুলিতে ৩ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। ছবি: ইউএস টুডে

এবার বন্দুক হামলায় ৩ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

পেনসিলভানিয়া

আহত অপর দুই কর্মকর্তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

রহমান মাহবুব

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ইয়র্ক কাউন্টিতে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই কর্মকর্তা। হামলাকারী বন্দুকধারীও ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পেনসিলভানিয়া পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ও আহত কর্মকর্তারা আগের দিন শুরু হওয়া এক পারিবারিক বিরোধসংক্রান্ত ঘটনার তদন্তে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁদের ওপর গুলি চালানো হয়। আহত দুই কর্মকর্তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

বুধবার স্থানীয় এক হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পেনসিলভানিয়া স্টেট পুলিশের কমিশনার ক্রিস্টোফার প্যারিস। তিনি বলেন, ‘শুটার মারা গেছে।’ তবে কীভাবে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। কমিশনার আরও বলেন, ‘আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, পেনসিলভানিয়া স্টেট পুলিশের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ব্যবহার করা হচ্ছে এ ঘটনার তদন্তে।’

তিনি আরও বলেন, ইয়র্ক কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসের সহযোগিতায় একটি ‘মেজর কেস টিম’ গঠন করা হবে। এ বিষয়ে এফবিআইয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

ঘটনার পর পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জোশ শাপিরো দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। নর্থ কোডোরাস টাউনশিপে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

মামদানিকে হারাতে বেপরোয়া আচরণ ট্রাম্পের!

ইফতেখার ইসলাম

নিউইয়র্কের আসন্ন মেয়র নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার বিড়ালপ্রেম নিয়ে সরাসরি কটাক্ষ করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেন, আমি রিপাবলিকান হলেও কার্টিস মোটেও প্রাইম টাইম নন। তিনি চান গ্রেসি ম্যানশন ভরে যাক বিড়ালে, অথচ আমাদের হাজার হাজার বিড়ালের কোনো প্রয়োজন নেই।

ট্রাম্পের এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

মানসিক স্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তায় অ্যাডামসের নতুন উদ্যোগ

এইচ বি রিতা



এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন মানসিক স্বাস্থ্য ও গৃহহীনতা সংকট মোকাবিলায় নতুন কর্মসূচি “ব্রিজ টু হোম” চালু করেছে। এর লক্ষ্য হলো মানসিক অসুস্থতায় ভোগা নিউইয়র্কারদের হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর স্থায়ী আবাসনের আগে একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশে রাখা।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) কমিউনিটি অপ-এড-এ সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, “প্রথম কেন্দ্রটি সম্প্রতি ম্যানহাটনের মিডটাউনে চালু হয়েছে। এখানে মোট ৪৬ জন বাসিন্দার জন্য পৃথক কক্ষ, প্রতিদিন তিন বেলার পুষ্টিকর খাবার এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে। হেলথ ও হসপিটালসের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

প্রতিদিন ৩ হাজার আটকের টার্গেটে আইস যেন ‘ক্ষুধার্ত বাঘ’

নিজস্ব প্রতিবেদক

মার্কিন হোয়াইট হাউসের নির্দেশনায় চলতি বছর অভিবাসী গ্রেপ্তার ও আটক কার্যক্রম নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এখন এমন এক পরিসরে অভিযান চালাচ্ছে যেন প্রতিদিন তিন হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমালোচকরা এটিকে ‘ক্ষুধার্ত বাঘের মতো’ আখ্যায়িত করছেন।

হোয়াইট হাউসের সীমান্ত বিষয়ক কর্মকর্তা টম হোম্যান জানিয়েছেন, স্যানকচুয়ারি সিটিগুলোতে অভিযান বাড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা প্রায় পূর্ণ ক্ষমতায় পৌঁছেছি। তবে প্রতিদিন নতুন সিট যুক্ত হচ্ছে। শিকাগো ও বস্টনসহ বিভিন্ন শহরে অভিযান শুরু হয়েছে, যেখানে আইসে’র উপস্থিতি স্থানীয় লাতিনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সরকারি অনুদান শেষের আগেই সুযোগ



‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ দিচ্ছে বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদক



তোফায়েল চৌধুরী

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক তোফায়েল চৌধুরীর মালিকানাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ সরকারি অনুদানে বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের সুবিধা দিচ্ছে। সিটির ইয়াংকার্সে অবস্থিত বাংলাদেশি মালিকানাধীন এই বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তাদের কর্ম ও সেবায় গত কয়েক বছরে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি কমিউনিটি ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

এদিকে বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের এই সরকারী অনুদান খুব শিগগিরই বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন তথ্য জানিয়ে ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’র কর্ণাধার তোফায়েল চৌধুরী বলেছেন, আমরা জানতে পেরেছি এ বছরের শেষে বন্ধ হওয়ার সিরিয়াস আলোচনা চলছে। সরকারি অনুদানে বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের সুবিধা শেষের আগেই

তিনি বলেন, সিটির বাসা-বাড়ি মালিকদের প্রতি আগাম বুকিং দেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

তিনি জানান, এই সেক্টরে গত কয়েক বছরে আমরা বাংলাদেশি এবং আমেরিকান কমিউনিটিতে বিশ্বস্ত এবং আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছি। তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজ বাসায়, এমনকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক ও পরিবেশসম্মত হিটিং ও কুলিং সিস্টেম

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২





















বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়



সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com